

مِسْكَاةُ الْمُنْتَخَا

মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

৪

আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব আল-উমারী আত তাবরীযী

مشکوٰۃ

মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

৪

মূল : আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব আল-উমারী আত্-তাবরীযী রঃ
অনুবাদ : মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
এম. এম (ফার্স্ট ক্লাস) ; এম. এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়

এ. বি. এম. এ. খালেদ মজুমদার

পরিচালক

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রকাশনী

২৫ শিরিশদাস লেন

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৭৬

১ম প্রকাশ

জিলকদ ১৪২৬

পৌষ ১৪১২

ডিসেম্বর ২০০৫

নির্ধারিত মূল্য : ১৩২.০০ টাকা

মুদ্রণে

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রেস

২৫ শিরিশদাস লেন,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MISHKATUL MASABIH 4th Volume. Translated by Mawlana A. B. M. A. Khalaque Majumder. Published by Adhunik Prokashani 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 132.00 Only.



আরজ

‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ সংকলনটি প্রিয়নবী, শেষনবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখনিঃসৃত অমীম বাণী হাদীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংকলন। এ সংকলনে ‘সিহাহ সিত্তাহ’ তথা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও জামে’ তিরমিযীসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থের প্রায় সব হাদীসই সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ সংকলন গ্রন্থটি মূলত ইমাম মুহীউদ সুন্নাহ হযরত আবু মুহাম্মাদ হোসাইন ইবনে মাসউদুল কারা বাগাবীর ‘মাসাবীহুস্ সুন্নাহ’ গ্রন্থের বর্ধিত কলেবর। এতে রয়েছে ছয় হাজার হাদীস। আর ‘মাসাবীহুস্ সুন্নাহ’ আছে চার হাজার চার শত চৌত্রিশটি হাদীস।

মোটকথা, ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ তথা মিশকাত শরীফ হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য বিরাট সংকলন। গোটা মুসলিম বিশ্বে এ সংকলনটি বহুলভাবে সমাদৃত। মুসলিম জাহানের সকল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’ পাঠ্যভূক্ত।

আল্লাহর হাজার শোকর। তিনি আমাকে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এ সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত না হলে দীনকে আজ বাস্তবে যেভাবে বুঝছি, শুধু মাদরাসায় পড়ে, কামিল হাদীস অধ্যয়ন করে তা বুঝতে পারিনি। তবে মাদরাসায় পাঠই পরবর্তী পর্যায়ে আমার দীন ইসলামকে বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে অবশ্যই। আর এ বুঝতে পারার মধ্য দিয়ে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন ও চর্চা করার কতো যে প্রয়োজন এদেশে, তাও উপলব্ধি করেছি। এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে ১৯৭১ সনের দুঃসহ কারাজীবনে প্রথম অনুবাদের কাজে হাত দেই প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন “রাহে আমল”-এর মাধ্যমে। এরপর আমার রচিত “শিকল পরা দিনগুলো” সহ চারটি মৌলিক গ্রন্থ ও হযরত আবু বকর সহ ১০/১২টি গ্রন্থ অনুবাদ করি।

এ অমূল্য গ্রন্থখানি অনুবাদে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি। মানবীয় দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে এরপরও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সহৃদয় পাঠক দয়া করে এসব ত্রুটি নির্দেশ করলে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইলো। মুসলিম মিল্লাত এর থেকে উপকৃত হলেই আমাদের সকলের শ্রম সার্থক হবে ইনশাআল্লাহু।

—অনুবাদক



প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, আধুনিক প্রকাশনী মিশকাতুল মাসাবীহ তথা মিশকাত শরীফের বাংলা চতুর্থ খণ্ড কিছু বিলম্বে হলেও প্রকাশ করতে পেরেছে।

বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশে যেভাবে অনৈতিকতা, ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহী কর্মকাণ্ডের ব্যাপক সয়লাব প্রচার-প্রপাগান্ডা শুরু হয়েছে, এ অবস্থায় কুরআন মজীদসহ আল্লাহর প্রিয় ও সবচেয়ে সফল রাসূলের সুন্নাহর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং চর্চা হওয়া খুবই প্রয়োজন।

নতুন করে সহজ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় মিশকাতুল মাসাবীহর এ অনুবাদ গ্রন্থ বাংলা ভাষাভাষী ভাইদের হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে অনেক উপকারে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আধুনিক প্রকাশনী প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত মিশকাতুল মাসাবীহর এ সংকলনটি বাংলা অনুবাদ করেছেন, প্রখ্যাত আলেম, মর্দে মুজাহিদ, গ্রন্থকার, গবেষক, অনুবাদক জনাব: মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও মূল আরবী সহ এ সংকলনটি তিনি মুসলিম মিল্লাতের কাছে তুলে ধরেছেন। এ সওয়াবে জারিয়্যার মতো একটি মহত ও প্রশংসনীয় কাজ সম্পাদনের জন্য আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিফল দান করুন।

—আমীন

কিতাবুদ দোয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ	১৩
দোয়ার নিয়ম-নীতি	১৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২০
১-আল্লাহর যিকির ও তাঁর নৈকট্য লাভ	২৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	৩২

আল্লাহ তাআলার নামের পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ	৩৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৩৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	৪০

১- সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও

আল্লাহ আকবার বলার সওয়াব	৪২
প্রথম পরিচ্ছেদ	৪২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৪৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	৫০

২. ক্ষমা ও তাওবা

প্রথম পরিচ্ছেদ	৫৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৫৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	৬৫

৩-আল্লাহ তাআলার রহমতের ব্যাপকতা

প্রথম পরিচ্ছেদ	৬৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৭৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	৭৪

৪-সকাল-সন্ধ্যা ও শয্যা গ্রহণকালে যা বলবে

প্রথম পরিচ্ছেদ	৭৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৮০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	৯১

৫- বিভিন্ন সময়ের দোয়া	৯৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	৯৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৯৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১০৫
৬- আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া	১০৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	১০৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১১১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১১৫
৭- সামগ্রিক দোয়া	১১৭
প্রথম পরিচ্ছেদ	১১৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১১৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১২২

কিতাবুল হজ্জ

হজ্জ ফরয, এর কযীলত ও মীকাত	১২৭
প্রথম পরিচ্ছেদ	১২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৩১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৩৪
১- ইহরাম ও তালবিয়া	১৩৭
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৩৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৪০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৪১
২- বিদায় হজ্জের বিবরণ	১৪৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৪৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৫১
৩- মক্কায় প্রবেশ ও তাওয়াফ	১৫৪
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৫৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৫৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৬১
৪- আরাক্কাতে অবস্থান	১৬৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৬৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৬৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৬৬
৫- আরাকাত ও মুযদালিকা হতে ফিরে আসা	১৬৮
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৭০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৭২
৬-পাখর মারা	১৭৪
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৭৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৭৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৭৬
৭-কুরবানীর পত্তর বর্ণনা	১৭৭
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৭৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৮০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৮২
৮-মস্তক মুত্তন	১৮৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৮৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৮৫
৯-হজ্জের বিভিন্ন আমলে আগ পর করা	১৮৬
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৮৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৮৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১৮৭
১০. কুরবানীর দিনের ভাষণ আইয়ামে তাশরীকে পাখর মারা ও বিদারী তাওয়াক করা	১৮৮
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৮৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৯২
১১-ইহরাম অবস্থায় বা থেকে বেঁচে থাকতে হবে	১৯৬
প্রথম পরিচ্ছেদ	১৯৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৯৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২০০
১২-মুহর্রিম শিকার করবে না	২০১
প্রথম পরিচ্ছেদ	২০১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২০২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২০৪
১৩-বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হজ্জ ছুটে যাওয়া	২০৫
প্রথম পরিচ্ছেদ	২০৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২০৬
১৪-মক্কার হেরেমের হারাম কাজের বর্ণনা	২০৮
প্রথম পরিচ্ছেদ	২০৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২১০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২১১
১৫-মদীনার হেরেমে হারাম কাজের বর্ণনা	২১৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	২১৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২১৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২২১

কিতাবুল বুয়ু (বেচাকেনা ও ব্যবসা)

১-উপার্জন করা এবং হালাল রোজগারের উপায় অবলম্বন করা	২২৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	২২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২২৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২৩০
১. বেচাকেনা ও লেনদেনে সহনশীলতা	২৩৩
প্রথম পরিচ্ছেদ	২৩৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২৩৪
২. বেচা-কেনায় অবকাশ	২৩৬
প্রথম পরিচ্ছেদ	২৩৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২৩৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২৩৮
৩. সুদ	২৩৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	২৪২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২৪৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২৪৭
৪. নিষিদ্ধ জিনিস বেচাকেনা	২৫০
প্রথম পরিচ্ছেদ	২৫০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২৫৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২৬১

كتاب الدعوات

দোয়া পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

দোয়ার নিয়ম-নীতি

২১১৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَأُمْتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُسْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا - رواه مسلم ولبخارى أقصر منه .

২১১৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক নবীকেই একটি দোয়া করার অধিকার রয়েছে। যে দোয়া কবুল করা করা হয়। প্রত্যেক নবীই এই করার ব্যাপারে বড্ড তাড়াহুড়া করেছেন। আর আমি তাই আমার দোয়া কিয়ামাত পর্যন্ত স্থগিত করে রেখেছি, আমার উম্মাতের শাফায়াত হিসাবে। ইনশাআল্লাহ আমার এ দোয়া আমার উম্মাতের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পৌছবে যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে।—মুসলিম।—তবে বুখারী বর্ণনার চেয়ে কম।

২১২০. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَّنْ تُخْلِفْنِيْهِ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اُذِيْتَهُ شَتْمَتُهُ لَعْنَتُهُ جَلَدَتْهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَوةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ . متفق عليه

২১২০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! তোমার দরবারে আমি একটি আবেদন পেশ করেছি। এ আবেদন কবুল করে তুমি আমাকে ধন্য করো। আমাকে তুমি নিরাশ করো না। আমি তো মানুষ। তাই আমি যে কোনো মুমিনকে কষ্ট দিয়েছি, গালি দিয়েছি, অভিশাপ দিয়েছি বা মেরেছি—আমার এ কাজকে তুমি তার জন্য রহমত, পবিত্রতা ও তোমার নৈকট্য লাভের উপায় বানিয়ে দাও। কিয়ামতের দিন তুমি এর দ্বারা তাকে তোমার নৈকট্য দিও।

—বুখারী, মুসলিম

২১২১. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ اِرْحَمْنِيْ اِنْ شِئْتَ اَرْزُقْنِيْ اِنْ شِئْتَ وَلْيَعْرِمْ مَسْئَلَتَهُ اِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَامُكْرَهٍ لَهُ - رواه البخارى .

২১২১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে সে যেনো না বলে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো যদি তুমি ইচ্ছা করো। আমার প্রতি দয়া করো যদি তুমি চাও। আমাকে রিযিকি দান করো যদি তুমি চাও। বরং সে যেনো দৃঢ়তার সাথে নিবেদন পেশ করে। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই দান করেন। তাকে বাধা দেবার কেউ নেই।-বুখারী

২১২২. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِّعِزِّمِ الرُّغْبَةَ فَاِنَّ اَللّٰهُ لَا يَتَعَاطَمُهُ شَيْءٌ اَعْطَاهُ - رواه مسلم

২১২২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন দোয়া করে, সে যেনো না বলে, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করো যদি তুমি চাও। বরং সে যেনো দৃঢ় চিন্তা ও ঐকান্তিক আগ্রহের সাথে দোয়া করে। কেননা কোনো কিছু দান করতে আল্লাহর কষ্ট হয় না।-মুসলিম

২১২৩. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَّحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَاسْتَعْجَالَ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرِ يُسْتَجَابْ لِيْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ - رواه مسلم

২১২৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গুনাহর কাজের জন্য অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছেদ করার জন্য দোয়া এবং তাড়াহুড়া করলে বান্দাহর দোআ কবুল করা হয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়া কি? তিনি বললেন, (দোয়া করে) এমনভাবে কথা বলা, আমি (এ) দোয়া করেছি। আমি (ওই) দোয়া করেছি। কোথায় আমার দোয়া তো কবুল হতে দেখলাম না। তারপর সে নিরাশ হয়ে দোয়া করা ছেড়ে দেয়।-মুসলিম

২১২৪. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ يَظْهَرُ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلِكٌ مُّوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِمِثْلٍ - رواه مسلم

২১২৪. হযরত আবুদ দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করলে ওই দোয়া কবুল করা হয়। দোয়াকারীর মাথার পাশে একজন ফেরেশতা মনোনীত থাকেন। যখন সে বান্দাহ তার ভাইয়ের জন্য দোয়া করে ও নিযুক্ত ফেরেশতা সাথে সাথে আমীন বলেন। আরো বলেন, তোমার জন্য ওই রকম হোক।-মুসলিম

২১২৫. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لِأَتَوْافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءُ فُسْتَجِيبُ لَكُمْ - رواه مسلم وذكر حديث ابن عباسٍ اتق دعوة المظلوم في كتاب الزكوة .

২১২৫. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য বদ দোয়া করো না। তোমরা তোমাদের সন্তান সন্তুতির জন্য বদ দোয়া করো না। (এভাবে) তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের জন্য বদ দোয়া করো না। যাতে তোমরা এক সময়ে না পৌঁছে যাও যে সময় দোয়া করা হলে তা তোমাদের ক্ষেত্রে কবুল করা হয়।-মুসলিম। আর ইবনে আব্বাসের হাদিসে যাকাত পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে دعوة المظلوم অর্থাৎ মাযলুমের বদ দোয়া হতে বেঁচে থাকো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২১২৬. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ - رواه احمد والترمذى وابو داود والنسائى وابن ماجة

২১২৬. হযরত নোমান ইবনে বশীর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া হলো আসল ইবাদাত। এরপর তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, “তোমাদের রব বলেছেন, আমার নিকট দোয়া করো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।-আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।

ব্যাখ্যা : ইবাদাত হলো আল্লাহর হুকুম পালন করা। তার নিকট নিজেকে সমর্পণ করা। আর দোয়া হলো বিনয় প্রকাশ করা। দোয়ার মধ্যে চূড়ান্ত বিনয় থাকে। তাই দোয়াকে আসল ইবাদাত বলা হয়েছে। কুরআনে পাকে আছে اَنْ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ اَرْثُوْا اَرْثَ الَّذِيْنَ هُمْ دَاخِرِيْنَ اَرْثُوْا اَرْثَ الَّذِيْنَ هُمْ دَاخِرِيْنَ অর্থাৎ যারা আমার ইবাদাত বা দোয়ার ব্যাপারে অহংকার প্রদর্শন করে, অচিরেই সে লালিত ও অপদস্ত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

২১২৭. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدُّعَاءُ مُخُ الْعِبَادَةِ - رواه الترمذى

২১২৭. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া হলো ইবাদাতের মগজ (কেননা দোয়াতে চরম বিনয় রয়েছে)।-তিরমিযী

২১২৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الدُّعَاءِ - رواه الترمذى وابن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

২১২৮. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (যিকির আযকার ও ইবাদাতের মধ্যে) কোনো জিনিসই আল্লাহর নিকট দোয়া অপেক্ষা অধিক মর্যাদার নয়।-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।

২১২৯. وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ - رواه الترمذی

২১২৯. হযরত সালমান ফারেসী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া ছাড়া অন্য কিছু তাকদীরকে ফিরাতে পারে না। আর নেক কাজ ছাড়া অন্য কিছু বয়স বাড়াতে পারে না।-তিরমিযী

ব্যাখ্যা : ‘তাকদীরকে ফিরাতে পারে না’ মর্ম হলো তাকদীরে যা লিখা হয়ে যায় তা পরিবর্তন করতে পারে না। তবে কায়মন বাক্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ তা মঞ্জুর করে তা পরিবর্তন করেও দিতে পারেন। এভাবে আল্লাহ তাআলার নিকট হায়াতের জন্য দোয়া করলে তিনিই দোয়ার বরকতে হায়াতও বাড়িয়ে দিতে পারেন।

২১৩০. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزَلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادُ اللَّهِ بِالْدُّعَاءِ - رواه الترمذی وراه احمد عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

২১৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিসন্দেহে দোয়া যে বিপদ নিপতিত হয়েছে তার জন্য এবং যে বিপদ এখনো নিপতি হয়নি তার জন্য উপকারী। অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দোয়া করাকে তোমাদের জন্য খুবই জরুরী মনে করবে।-তিরমিযী। এ হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ মুআয ইবনে জাবাল হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন এ হাদীসটি গরীব।

২১৩১. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُوْ بِدُعَاءِ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَّحِمٍ - رواه الترمذی

২১৩১. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি (আল্লাহর কাছে) দোয়া করে, আল্লাহ তাআলা তাকে হয়তো সে জিনিস দান করেন। অথবা তার উপর থেকে এরূপ কোনো বিপদকে দূরে সরিয়ে দেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো গুনাহর কাজের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের জন্য দোয়া না করে।-তিরমিযী

২১৩২. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسَالَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَنْتَظَارُ الْفَرَجِ - رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২১৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কাছে তাঁর মেহেরবানী কামনা করো। কারণ আল্লাহ তাঁর কাছে কিছু কামনা করাকে ভালোবাসেন। আর বিপদে নিপতিত হলে এর থেকে মুক্তির জন্য অপেক্ষা করা বড়ো ইবাদাত।-তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

২১৩৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَسْتَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ -

رواه الترمذی

২১৩৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কিছু কামনা করে না, তার উপর আল্লাহ রাগ করেন।-তিরমিযী

ব্যাখ্যা : বান্দা তার সৃষ্টিকর্তার কাছে চাইলে সৃষ্টিকর্তা খুশি হন। বান্দা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কারো কাছে চাইলে তিনি রাগ করেন।

২১৩৪. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فَتَحَتْ

لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يَغْنَىٰ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسَالَ الْعَاقِبَةُ -

رواه الترمذی

২১৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের যার জন্য দোয়ার দরযা খোলা। তার জন্য রহমতের দরযাও খোলা। আর আল্লাহর কাছে কুশল ও নিরাপত্তা কামনা করা অপেক্ষা আর কোনো কিছু কামনা করা এতো প্রিয় নয়।-তিরমিযী

ব্যাখ্যা : হাদীসের শেষাংশের মর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে বান্দার নিরাপত্তা চাওয়াকে যে রকম ভালোবাসেন, আর অন্য কোনো কিছুকে এতো ভালোবাসেন না। আর নিরাপত্তা হলো, দুনিয়ার বিপদাপদ হতে নিরাপদে থাকা। সাথে সাথে পরকালীন বিপদ অর্থাৎ আল্লাহর গযব ও জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ থাকা।

২১৩৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَرَهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ

الشَّدَائِدِ فَلْيَكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ - رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

২১৩৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি চায় তার বিপদে আপদে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করুন। সে যেনো তার স্বাচ্ছন্দ ও সুখের সময়েও আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া চাইতে থাকে।

-তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

২১৩৬. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُؤَقَّنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَعَلِمُوا

أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلَبٌ غَافِلٌ لَاهٍ - رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

২১৩৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা দোয়া কবুলের নিশ্চয়তা মনে পোষণ করেই আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া চাও। মনে রেখো, আল্লাহ তাআলা উদাসীন, হেলাকারী ও আস্থাহীন হৃদয়ের লোকদের দোয়া কবুল করেন না।-তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব।

২১৩৭. وَعَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْتَلُّوهُ بِبُطُونٍ أَكْفِكُمْ وَلَا تَسْتَلُّوهُ بِظُهُورِهَا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونٍ أَكْفِكُمْ وَلَا تَسْتَلُّوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَعْتُمْ فَاْمَسْخُوا بِهَا وَجُوهَكُمْ - رواه ابو داؤد

২১৩৭. হযরত মালিক ইবনে ইয়াসার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, তাঁর কাছে হাতের ভিতরের দিক দিয়ে দোয়া চাইবে। হাতের উপরের দিক (অর্থাৎ হাতের বাইরের দিক দিয়ে নয়) দিয়ে দোয়া করবে না। অন্য এক বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার কাছে হাতের ভিতরের দিক দিয়ে দোয়া করো। হাতের উপরের দিক দিয়ে দোয়া করো না। দোয়া শেষ হবার পর হাতকে মুখের সাথে মুছে নিবে। (তাহলে দোয়ার দ্বারা হাতে যে বরকত এসেছে তা মুখে পৌছে যাবে)।-আবু দাউদ

২১৩৮. وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ رِيَّكُمْ حَيًّا كَرِيمًا يُسْتَحْيَى مِنْ عِبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدُّهُمَا صَفْرًا - رواه الترمذی وابوداؤد والبيهقی فی الدعوات الكبير

২১৩৮. হযরত সালমান ফারসী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল ও দানশীল। তাঁর কোনো বান্দা তার কাছে কিছু চেয়ে হাত উঠালে তিনি তার হাত (দোয়া কবুল না করে) খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।-তিরমিযী, আবু দাউদ। বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে।

২১৩৯. وَعَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحْطُطْهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ - رواه الترمذی

২১৩৯. হযরত ওমর রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়ার জন্য হাত উঠাতেন, (দোয়া শেষে) হাত দিয়ে তিনি নিজের চেহারায় মুছে নেয়া ছাড়া হাত নামাতেন না।-তিরমিযী

২১৪০. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَتَدْعُ مَا سِوَى ذَلِكَ - رواه ابو داؤد

২১৪০. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বান্বীন বা পরিপূর্ণ (অল্প বাক্যে অর্থপূর্ণ) দোয়া করাকে পসন্দ করতেন। এছাড়া যা সর্বান্বীন দোয়া নয়, তা পসন্দ করতেন না।-আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : সর্বাঙ্গীন বা পরিপূর্ণ দোয়া যা কম কথায় বেশি অর্থপূর্ণ, এর দৃষ্টান্ত যেমন আল্লাহ শিখিয়েছেন, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ “হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো। আখিরাতেও আমাদেরকে কল্যাণ দান করো। আমাদেরকে (পরকালে) জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।”

২১৪১. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ اجَابَةُ دَعْوَةِ غَائِبٍ لِّغَائِبٍ - رواه الترمذی وابو داؤد

২১৪১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খুব তাড়াতাড়ি কবুল হয়ে যাবার দোয়া হলো ওই দোয়া যে দোয়া অনুপস্থিত লোকের জন্য অনুপস্থিত লোক করে।

ব্যাখ্যা : যে কোনো ব্যক্তির জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করে সে দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়। কারণ এ দোয়া নিঃস্বার্থ ও লোককে দোখানো গুনানোর জন্য হয় না। এ দোয়ায় আস্তরিকতা থাকে।

২১৪২. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ اشْرِكْنَا يَا أَخِي فِي دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي بِهَا الدُّنْيَا - رواه ابو داؤد والترمذی وَأَنْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا تَنْسَنَا .

২১৪২. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ‘ওমরা’ পালন করার জন্য অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে ওমরার জন্য অনুমতি দিলেন এবং বললেন, হে আমার ছোট ভাই! তোমার দোয়ায় আমাকে শামীল করো। দোয়া করার সময় আমাকে ভুলে যেও না। হযরত ওমর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন একটি কথা বললেন, যার পরিবর্তে আমাকে গোটা দুনিয়া দিয়ে দেয়া হলেও আমি এতো খুশি হতাম না।-আবু দাউদ, তিরমিযী। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনা ‘আমাকে ভুলে যেও না’ পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা কারো কাছে দোয়া চাওয়া উত্তম প্রমাণিত হলো। এ দোয়াই পূর্বের হাদীসের ‘অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অনুপস্থিত ব্যক্তির দোয়ার দৃষ্টান্ত। কারো কাছে দোয়া চাওয়া নবীর সুন্নত।

২১৪৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حِينَ يَفْطُرُ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ خَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لَا تُصْرَتُكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ - رواه الترمذی

২১৪৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। তিন লোকের দোয়া (কবুল না করে) ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

(১) রোযাদারের দোয়া, যখন সে ইফতার করে। (২) ন্যায়পরায়ণ শাসকের দোয়া। (৩) মাজলুমের দোয়া। মাজলুমের দোয়াকে আব্বাহ তাআলা মেঘমালার উপর উঠিয়ে নেন। এর জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। (এ সময়) আব্বাহ তাআলা বলেন, “আমার ইয়্যতের কসম! নিশ্চয়ই আমি তোমার সাহায্য করবো কিছু বিলম্বে হলেও।—তিরমিযী

ব্যাখ্যা : আব্বাহ অসীম ধৈর্যশীল। তাই তার নিকট কৃত দোয়া, যা কবুল করার ওয়াদা তিনি দিয়েছেন, কবুল হতে ও এর ফল দেখাতে তিনি কিছু সময় নিতে পারেন। এ হাদীসে তাই বলা হয়েছে। দোয়া কবুলের ব্যাপারে বান্দাহর তাড়াহুড়া করা অনুচিত।

২১৪৪. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لِأَشْكَ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ - رواه الترمذی وابو داؤد وابن ماجه

২১৪৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই। (১) পিতার দোয়া। (২) মুসাফিরের দোয়া (৩) মাজলুমের দোয়া।—তিরমিযী ও আবু দাউদ, ও ইবনে মাজাহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২১৪৫. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ أَلْأَحَدُكُمْ رَبُّهُ حَاجَتَهُ كُلُّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شَيْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ زَادَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْبُنَانِيِّ مُرْسَلًا حَتَّى يَسْأَلَ الْمِلْحَ وَحَتَّى يَسْأَلَ شَيْعَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ - رواه الترمذی

২১৪৫. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সকলেই যেনো তাঁর রবের কাছে তার সকল প্রয়োজনের ব্যাপারে প্রার্থনা করে। এমন কি তার জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও তার জন্য দোয়া করবে। স্বেচ্ছা বুনানীর এক মুরসাল বর্ণনায় বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, এমন কি তাঁর কাছে যেনো লবণও প্রার্থনা করে। এমন কি নিজের জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও যেনো প্রার্থনা করে।—তিরমিযী

২১৪৬. وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ ابْطِينِهِ -

২১৪৬. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার সময় নিজের হাত এতোটুকু উঠাতেন যে তার বোগলের নীচের উজ্জ্বলতা দেখা যেতো।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় বিপদাপদের সময়ই দোয়া করতে হাত বেশ উপরে উঠিয়ে ধরতেন। এতে তাঁর বোগল দেখা যেতো। কখনো কখনো তিনি কাঁধ ও সিনা সমানও হাত উঠাতেন। কিন্তু নামাযের পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করার প্রমাণ কোনো সহীহ হাদীসে নেই। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে না হলেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়াতে হাত তুলতেন। এ হতেই বোধহয় নামাযে হাত উঠিয়ে দোয়া করার প্রচলন হয়ে আসছে। খানায়ে কাবায় ও মসজিদে নববীতে এখনো নামাযের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা হয় না। হাজী সাহেবরা এ ব্যাপারে অবগত।

২১৪৭. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ يَجْعَلُ اصْبَعَهُ هَذَا مِنْكَبِيهِ وَيَدْعُو.

২১৪৭. হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতের আঙুল কাঁধ সমান উঠিয়ে দোয়া করতেন।

ব্যাখ্যা : আঙুল কাঁধ সমান উঠলে বুঝা গেলো তাঁর হাত সিনা পর্যন্ত উঠতো। কাঁধের উপর হাত উঠতো না।

২১৪৮. وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ - رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْإِحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ

২১৪৮. হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উঠিয়ে দোয়া করার সময় হাত দিয়ে মুখাবয়ব মুছতেন।-উপরের তিনটি হাদীসই ইমাম বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে বর্ণনা করেছেন।

২১৪৯. وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْمَسْئَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكَبِكَ أَوْ نَحْوَهُمَا وَالْأَسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِاصْبِعٍ وَاحِدَةٍ وَالْإِبْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ وَالْإِبْتِهَالُ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২১৪৯. তাবেয়ী হযরত ইকরামা রহঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহর কাছে কিছু চাইবার বিনয়ী পদ্ধতি হলো নিজের হাত দুটি কাঁধ পর্যন্ত অথবা কাঁধের কাছাকাছি পর্যন্ত উঠাবে। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবার নিয়ম হলো, নিজের (শাহাদাত) আঙুল উঠিয়ে ইশারা করবে। আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করার (আকর্ষিত) নিয়ম হলো, তোমার গোটা হাত প্রসারিত করে ধরা। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, ফরিয়াদ করবে এভাবে, এরপর তিনি নিজের দু' হাত উপরের দিকে উঠিয়ে ধরলেন। হাতের ভিতরের দিক নিজের মুখের দিকে রাখলেন।-আবু দাউদ

২১৫০. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ يَقُولُ إِنْ رَفَعْتُمْ أَيْدِيَكُمْ بِدَعَا مَزَادَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى هَذَا يَعْنِي إِلَى الصُّدْرِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ

২১৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (দোয়ার সময়) তোমাদের হাত বেশি উপরে উঠায়ে ধরা বেদাআত। অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে বেশি অর্থাৎ সিনার থেকে বেশি উপরে হাত উঠাতেন না।-আহমাদ

২১৫১. وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ - رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ

২১৫১. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে স্মরণ করে দোয়া করার সময় প্রথম নিজের জন্য দোয়া করতেন।—তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব ও সহীহ।

২১৫২. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَنَا وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا أَحَدِي ثَلَاثِ أَمْأَةٍ أَنْ يُعْجَلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَأَمَّا أَنْ يَدُخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا أَنْ يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذَا تَكْثُرَ قَلِيلَ إِلَهٍ أَكْثَرَ - رواه احمد

২১৫২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান দোয়া করার সময় কোনো গোনাহর অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাকে এই তিনটির একটি জিনিস দান করেন। (১) তাকে তার কাংশিত জিনিস দুনিয়ায় দান করেন। (২) অথবা তা তাকে পরকালে দান করার জন্য জমা রাখেন। (৩) অথবা এর মতো কোনো অকল্যাণকে তার থেকে দূরে রাখেন। সাহাবীগণ বললেন, তবে তো আমরা অনেক বেশি লাভ করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ এর চেয়েও বেশি দান করেন।—আহমাদ

২১৫৩. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتَّى يَصْدُرَ وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَقْعُدَ وَدَعْوَةُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرَأَ وَدَعْوَةُ الْإِخِ لَإِخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ثُمَّ قَالَ وَأَسْرَعُ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ إِبَابَةُ دَعْوَةِ الْإِخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ - رواه البيهقي فى الدعوات الكبير

২১৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তির দোয়া কবুল করা হয়। (১) ময়লুমের দোয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হয়। (২) হজ্জ সমাপনকারীর দোয়া, বাড়ী ফিরে না আসা পর্যন্ত। (৩) মুজাহিদের দোয়া, যতক্ষণ না বসে পড়ে। (৪) রোগীর দোয়া, যতক্ষণ না সে সুস্থতা লাভ করে। (৫) এক মুসলমান ভাইয়ের দোয়া অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে। এরপর তিনি বলেন, এসবের মধ্যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কবুল হয় এক (এক মুসলমান) ভাইয়ের দোয়া তার আর এক ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে।—বায়হাকী, দাওয়াতুল কবীরে

১- باب ذكر الله عز وجل والتقرب اليه

১-আল্লাহর যিকির ও তাঁর নৈকট্য লাভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

২১৫৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ - رواه مسلم

২১৫৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা দু'জনে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মানব-সমষ্টি আল্লাহর যিকির করতে বসলে, আল্লাহর ফেরেশতাগণ নিশ্চয় তাদেরকে ঘিরে নেন। তাদেরকে আল্লাহর রহমত ঢেকে ফেলে। তাদের ওপর (মনের) প্রশান্তি ও স্থিরতা বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তীদের সাথে তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।-মুসলিম

ব্যাখ্যা : এ হাদীস, কুরআনের ওই আয়াতের ব্যাখ্যা। যাতে আল্লাহ বলেছেন, لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا جَاءَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ

২১৫৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ - رواه مسلم

২১৫৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সফর হতে মক্কার পথ ধরে এক পাহাড়ের নিকট পৌঁছলেন। জায়গাটির নাম ছিলো জুমদান। তিনি তখন বললেন, চলো চলো এটা হলো জুমদান। আগে চলে গেলো মুফাররিদরা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুফাররিদ কারা? তখন তিনি বললেন, যে পুরুষ বা নারী বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করে।

-মুসলিম

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত শব্দ 'মুফাররিদুন' এর অর্থ হলো, যারা আলাদা হয়ে গেলো। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সঃ মক্কা হতে আসার পথে নিজের সাথীসহ জুমদান পাহাড়ের নিকট এসে পৌঁছলেন। যা মদীনা হতে এক মঞ্জিল দূরে ছিলো। এখানে কিছু সাহাবী তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছার জন্য অন্যান্য সাথীদের থেকে পৃথক হয়ে দ্রুত আগে চলে গেলো। যারা পেছনে রয়ে গেলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ তাদেরকে বললেন, তাড়াতাড়ি চলো। মুফাররিদরা আগে চলে গেছে। তখন সাহাবীগণ 'মুফাররিদ' শব্দের মর্মার্থ জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ মুফাররিদ সম্পর্কে কি জিজ্ঞেস করছো? এরা তো শীঘ্র বাড়ী পৌঁছার জন্য চলে গেছে। যারা আল্লাহর যিকির বেশি বেশি করার জন্য সাথীদের থেকে সরে গিয়েছে। আল্লাহর যিকিরকারীরাই হলো প্রকৃত মুফাররিদ। তারা নেকী অর্জনে আগে চলে গেছে।

২১৫৬. وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ - متفق عليه

২১৫৬. হযরত আবু মুসা আশ্‌আরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করবে আর যে ব্যক্তি করবে না তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তির মতো।—বুখারী, মুসলিম

২১৫৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ - متفق عليه

২১৫৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার নিকট সেই রকম, যেই রকম সে আমাকে মনে করে। আমি তার সাথে থাকি, যে আত্মাকে যখন স্মরণ করে। যদি সে আমাকে স্মরণ করে তার মনে। আমি তাকে স্মরণ করি আমার মনে। আর সে যদি স্মরণ করে আমাকে মানুষের দলে, আমি তাকে স্মরণ করি তাদের অপেক্ষাও উত্তম দলে।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ‘যেই রকম বান্দা আমাকে মনে করে’ এ বাক্যের অর্থ হলো, আমার যে বান্দা যে রূপ আচরণ পেতে আশা করে, আমি তার সাথে সে রকম আচরণ করি। যদি সে আমার ব্যাপারে সুধারণা করে, আমি তার সাথে তার সে সুধারণা অনুযায়ী কাজ করি। আর সে যদি আমার সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে আমি তার মন্দ ধারণা অনুযায়ী কাজ করি। অর্থাৎ ‘আমি কাজ করি তেমন, যার মন যেমন।

তাই আল্লাহর ব্যাপারে সব সময় বান্দাহকে সুধারণা পোষণ করা উচিত। মনে মনে স্মরণ করার অর্থ হলো গোপনে স্মরণ করা। আর মানুষের দলে স্মরণ করার অর্থ হলো প্রকাশ্যে স্মরণ করা।

২১৫৮. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا وَازِيدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سِنَةٍ مِثْلِهَا أَوْ أَغْفِرَ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةٌ لَأَيُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً - رواه مسلم

২১৫৮. হযরত আবু যর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি একটি কল্যাণকর কাজ (নেক কাজ) করবে, তার জন্য ওই কাজের দশগুণ বেশি কল্যাণ (সওয়াব) রয়েছে। আর আমি এর

চেয়েও বেশী দিতে পারি। আর যে ব্যক্তি একটি অকল্যাণকর (মন্দ) কাজ করবে তার প্রতিফল হিসাবে এক গুণই অকল্যাণ (গোনাহ) হবে। অথবা আমি তাকে মাফও করে দিতে পারি। আর যে ব্যক্তি এক বিষত পরিমাণ আমার দিকে এগিয়ে আসবে; আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসবো। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। আর যে ব্যক্তি কোনো শিরক না করে আমার কাছে পৃথিবী সমান গোনাহ করে আসে, আমি তার সাথে ওই পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাত করি।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে আল্লাহ তাআলার করুণা, রহমত ও মাগফিরাতের বড়ো পরিচয় পাওয়া যায়। মূলকথা হলো আল্লাহ বান্দার সামান্য ভালো কাজেরও কতো বেশী মূল্যায়ন করবেন। গোনাহ খাতাকে, শিরক না করলে তিনি এড়িয়ে যাবেন।

২১৫৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَكِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِيزَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَ تَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ .

رواه البخارى

২১৫৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুকে শত্রু ভাবে তার সাথে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমি আমার (মুমিন)-বান্দার উপর যাকিছু (আমল) আমি ফরয করেছি; আমার কাছে তার চেয়ে বেশি প্রিয় কোনো কিছুর (আমল) দিয়ে সে আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। আর আমার বান্দাহ সবসময় নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, আমি হয়ে যাই তার কান, এ কান দিয়ে সে শুনে। আমি হয়ে যাই তার চোখ, এ চোখ দিয়ে সে দেখে। আমি হয়ে যাই তার হাত। এ হাত দিয়ে সে ধরে (কাজ করে)। আমি হয়ে যাই তার পা। এ পা দিয়ে সে চলাফেরা করে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে দান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায়, আমি তাকে আশ্রয় দেই। আর আমি যা করতে চাই, তা করতে আমি মুমিন বান্দার রূহ কবয করার মতো ইতস্ততঃ করি না। কারণ মুমিন বান্দা প্রকৃতিগতভাবে মৃত্যুকে অপসন্দ করে। আর আমি অপসন্দ করি তাকে অসন্তুষ্ট করতে। কিন্তু মৃত্যু তার জন্য অবধারিত।—বুখারী

ব্যাখ্যা : ‘আমি তার চোখ, কান ও হাত পা হয়ে যাই-এর মর্ম হলো আমার সন্তুষ্টি ও হুকুম অনুযায়ী সে তার চোখ, কান, হাত ও পা’কে ব্যবহার করে। এসব অঙ্গের সঠিক ও সদ্ব্যহার করে সে। মৃত্যুকে অপসন্দ করার অর্থ হলো প্রকৃতিগতভাবে মৃত্যুকে অপসন্দ করা। যা মানবীয় স্বভাব। তারপরও মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমে মৃত্যু আসাকে অপসন্দ করে না। কারণ মৃত্যুই হলো আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের প্রথম সোপান।

۲۱۶۰۔ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يُطَوِّفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحْفَوْنَهُمْ بِأَجْنَحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالَ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُسَمِّحُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجُّدًا وَكَثَرًا لَكَ تَسْبِيحًا قَالَ فَيَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونَ قَالُوا يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُولُ فَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلِكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فَلَانٌ لَّيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْفَى جَلِيسُهُمْ - رواه البخارى وفى رواية مسلم قال إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فَضلاً يُبْتَغُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَخَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنَحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِحَالِهِمْ بِهِمْ مِّنْ ابْنِ جَنَّتِهِمْ فَيَقُولُونَ جَنَّتًا مِّنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيُسَمِّحُونَكَ وَيَسْتَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْتَلُونَنِي قَالُوا يَسْتَلُونَنِي جَنَّتَكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا لَا أَيْ رَبِّ قَالَ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا وَيَسْتَجِيرُونَكَ قَالَ وَمِمَّا يَسْتَجِيرُونَنِي قَالُوا مِنْ نَّارِكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا لَا قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا يَسْتَغْفِرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَاجْرَثَهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا قَالَ يَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فَلَانٌ عَبْدٌ خَطَاةٌ وَإِنَّمَا مَرُّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْفَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ -

২১৬০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। আল্লাহর একদল ফেরেশতা পথে পথে ঘুরে ঘুরে আল্লাহর যিকিরকারী বান্দাদেরকে খোঁজ করেন। তাঁরা কোনো দলকে আল্লাহর যিকির করতে দেখলে, পরস্পর বলেন, এসো! তোমাদের কামনার বিষয় এখানে। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, এরপর তারা যিকিরকারী ওই দলকে নিজেদের ডানা দিয়ে নিকটতম আসমান পর্যন্ত ঘিরে নেন। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তাদেরকে তখন তাদের রব জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দারা কি বলছে? অথচ ব্যাপারটি তিনিই সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন। রাসূল সঃ বলেন, তখন ফেরেশতারা বলেন, তোমার বান্দারা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা, মহত্ব ঘোষণা, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তিনি বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, তোমার কসম! তারা কখনো তোমাকে দেখেনি। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন। তারা যদি আমাকে দেখতে পেতো, তাহলে অবস্থাটা কেমন হতো? রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে রব! যদি তারা তোমাকে দেখতে পেতো, তাহলে তারা তোমার আরো বেশি বেশি ইবাদাত করতো। আরো বেশি বেশি তোমার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনা করতো। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করেন, তারা কি চায়? ফেরেশতাগণ বলেন, তারা তোমার কাছে জান্নাত চায়। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতাগণ বলেন, হে রব! তোমার কসম! তারা কখনো জান্নাত দেখেনি। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন বলেন, তারা যদি জান্নাত দেখতো তাহলে কেমন হতো? রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, ফেরেশতা তখন বলেন, যদি তারা জান্নাত দেখতে পেতো, নিশ্চয়ই তারা তার জন্য খুবই প্রলুব্ধ হতো। এর জন্য অনেক দোয়া করতো। তা পাবার আশ্রয় বেশি দেখাতো। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কোন জিনিস হতে আশ্রয় চায়? রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, ফেরেশতারা তখন বলেন, তারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায়। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে। রাসূল সঃ বলেন, ফেরেশতাগণ তখন বলেন, হে রব! তোমার কসম! তারা জাহান্নাম কখনো দেখেনি। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা জাহান্নাম দেখতে পেতো, কেমন হতো? রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, ফেরেশতাগণ তখন উত্তরে বলেন, যদি তারা জাহান্নাম দেখতে পেতো, তাহলে তারা জাহান্নাম থেকে বেশি দূরে ভেগে থাকতো। একে বেশি ভয় করতো। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, তোমাদেরকে আমি সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, তখন ফেরেশতাদের একজন বলে ওঠেন, তাদের অমুক ব্যক্তি তাদের মধ্যে গণ্য নয়। সে তো শুধু তার কোনো কাজেই এখানে এসেছে। আল্লাহ তখন বলেন, তাদের সাথে বসা কোনো ব্যক্তিই তা থেকে বঞ্চিত হবে না।-বুখারী

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তাআলার অতিরিক্ত একদল পর্যটক ফেরেশতা আছেন। তারা আল্লাহর যিকিরের জলসা খুঁজে খুঁজে বেড়ান। কোনো মজলিস পেয়ে গেলে তাদের সাথে বসে পড়েন। একে অন্যের সাথে পাখা মিলিয়ে যিকিরকারীদের হতে নিকটতম আসমান পর্যন্ত সব জায়গাকে ঘিরে নেন। মজলিস ছেড়ে যিকিরকারীগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে ফেরেশতাগণ আকাশের দিকে ও আরো উপরের দিকে উঠে যান। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন অথচ ব্যাপারটি তিনি জানেন,

তোমরা কোথা হতে এলে ? তারা উত্তরে বলেন, আমরা তোমার এমন বান্দাদের কাছ থেকে এসেছি যারা যমীনে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, মহত্ব ও একত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, তোমার প্রশংসা করছে, তোমার কাছে দোয়া চাচ্ছে। আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করেন, আমার কাছে তারা কি চাচ্ছে ? ফেরেশতাগণ বলেন, তোমার জান্নাত চাচ্ছে। আল্লাহ তখন বলেন, তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে ? তারা বলেন না, দেখেনি হে রব! তিনি তখন বলেন, কেমন হতো, যদি তারা আমার জান্নাত দেখতে পেতো। তারপর ফেরেশতাগণ বলেন, তারা তোমার কাছে পানাহও চাচ্ছে। আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করছেন, তারা কোন জিনিস হতে পানাহ চাচ্ছে ? তারা বলেন, তোমার জাহান্নাম থেকে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে ? তারা বলেন, না, হে আল্লাহ! তখন তিনি বলেন, কেমন হতো যদি তারা আমার জাহান্নাম দেখতো। তারপর তারা বলেন, তারা তোমার কাছে ক্ষমাও চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন বলেন, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তাদেরকে আমি দান করলাম যা তারা আমার কাছে চায়। আর যে জিনিস হতে তারা পানাহ চায় তার থেকে আমি তাদেরকে পানাহ দিলাম। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, ফেরেশতাগণ তখন বলেন, হে রব! তাদের অমুক ব্যক্তি তো খুবই পাণী। সে পথ দিয়ে যাবার সময় (তাদেরকে দেখে) তাদের সাথে বসে গেছে। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তখন বলেন, তাকেও আমি ক্ষমা করে দিলাম। তারা এমন একদল যাদের সঙ্গী-সাথীরাও বঞ্চিত হয় না।

২১৬১. وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيِّ قَالَ لَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنتَ يَا حَنْظَلَةُ قُلْتُ نَافِقٌ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُوا اللَّهَ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا فَاَنْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ نَافِقٌ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَبْدُوهُمْ مَاتَ كَوْثُونٌ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طَرِيقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - رواه مسلم

২১৬১. হযরত হানযালা ইবনে রুবাইয়ে উসাইদী রাঃ বলেন, আমার সাথে হযরত আবু বকর রাঃ-এর একবার দেখা হলো, তিনি বলেন, কেমন আছো হানযালা ? আমি বললাম, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ এসব কি বলছো হানযালা ! আমি বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে থাকি। তিনি আমাদেরকে জান্নাত জাহান্নাম স্মরণ করিয়ে দেন। আমরা যেনো তা চোখে দেখি। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে বের হয়ে

আসলে, স্ত্রী ও সন্তানাদি, খেত খামার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অনেক কিছুই ভুলে যাই। হযরত আবু বকর তখন বললেন, আমরাও এরূপ অনুভব করি। এরপর আমি ও আবু বকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম। তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা মুনাফেক হয়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, সে আবার কেমন কথা? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার কাছে থাকলে আপনি আমাদেরকে জান্নাত জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন মনে হয় তা যেনো আমাদের চোখের দেখা। কিন্তু আপনার কাছ থেকে সরে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র পরিবার-পরিজনের কাছে ও খেত খামারের কাজে মগ্ন হই তখন জান্নাত জাহান্নামের কথা অনেকটাই ভুলে যাই। এসব কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, যার হাতে আমার জীবন নিবদ্ধ, তাঁর কসম, যদি তোমরা সবসময় ওইরূপ থাকতে যে রূপ আমার কাছে থাকে। সবসময় যিকির আযকার করো, তাহলে নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের চলাচলের পথে তোমাদের সাথে ‘মুসাফাহা’ (হাত মিলানো) করতেন। কিন্তু হে হানযালা! কখনো ওইরূপ কখনো এরূপই (এ অবস্থায়) হবেই। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ মনের এ পরিবর্তিত অবস্থার কারণে তোমাদের মূল অবস্থার পরিবর্তন হবে না। তোমরা ঈমানদার হিসাবেই সবসময় গণ্য থাকবে। সংসার জীবনের বেড়া জালে এরূপ একটু আধটু হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২১৬২. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَتَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْقَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ إِنْثَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مَنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذَكَرُ اللَّهُ - رَوَاهُ مَالِكٌ وَاحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنْ مَالِكًا وَقَفَهُ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ -

২১৬২. হযরত আবুদ দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দিবো না, তোমাদের কাজ কর্মের মধ্যে কোন কাজটি তোমাদের মালিকের কাছে অধিক পবিত্র। তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে অধিক কার্যকর। তাছাড়া তোমাদের জন্য সোনা-রূপা দান করা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। একথা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে, তোমরা শত্রুর মুকাবিলা করবে, তাদের গলা কাটবে, আর তারা তোমাদের গলা কাটবে। অর্থাৎ যুদ্ধ করবে। তাঁরা উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনি বলুন। তিনি বললেন, তাহলো আল্লাহর যিকির।—মালেক, আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। কিন্তু ইমাম মালেক এ হাদীসটিকে মওকুফ হাদীস অর্থাৎ আবু দারদার কথা বলে মনে করেন।

ব্যাখ্যা : সকল আমল ও কাজের মূল হলো অন্তরে অন্তরে সকল কাজে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা। তাই আল্লাহর যিকির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।

২১৬৩. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ طُوًى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِكِسَانِكَ رَطْبٌ مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهَ - رواه احمد والترمذی

২১৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে আরজ করলো, সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তি) যে দীর্ঘ হায়াত পেয়েছে। আর যার আমল নেক হয়েছে। এ ব্যক্তি আবার আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমল সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, তুমি যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে তখন তোমার মুখে আল্লাহর যিকির জারী থাকবে।-তিরমিযী, আহমাদ

২১৬৪. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرَبَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِبَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ - رواه الترمذی

২১৬৪. হযরত আনাস রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি যখন জান্নাতের বাগানে যাবে, তখন বাগানের ফল খাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের বাগান কি? তিনি বললেন, যিকিরের মজলিস।-তিরমিযী

ব্যাখ্যা : ফল খাবে মানে ওই মজলিসে অংশ নিয়ে তুমিও যিকির করবে।

২১৬৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةً وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةً - رواه ابو داؤد

* ২১৬৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো জায়গায় বসেছে, আর তথায় সে আল্লাহর যিকির করেনি। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সেই বৈঠক তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছে। এভাবে যে ব্যক্তি বিছানায় শুয়েছে অথচ সেখানে আল্লাহর যিকির করেনি, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সে শয়ন তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে।-আবু দাউদ

২১৬৬. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ قَوْمٌ يَقُومُونَ مِنْ مُجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِبَقَةِ حِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ - رواه احمد وابو داؤد

২১৬৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো দল কোনো মজলিস হতে আল্লাহর যিকির না করে উঠলে নিশ্চয় তারা মরা গাধার (গোশত) খেয়ে উঠলো। এ মজলিস তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।-আহমাদ ও আবু দাউদ

২১৬৭. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ.

رواه الترمذی

২১৬৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো দল কোনো মজলিসে বসলো, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করলো না এবং তাদের নবীর প্রতিও দরুদ সালাম পাঠালো না। তাদের জন্য নিশ্চয়ই একাজ ক্ষতির কারণ হলো। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে মাফও করে দিতে পারেন।-তিরমিযী

২১৬৮. وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ كَلَامٍ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ - رواه الترمذی وابن ماجه وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২১৬৮. হযরত উম্মে হাবীবা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনি আদমের প্রতিটা কাজ তার জন্য অকল্যাণকর (লাভজনক নয়)। যদি এসব কাজ মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎকাজ হতে বিরত থাকা এবং আল্লাহর যিকির জনিত না হয়।-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি গরীব হাদীস।

২১৬৯. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنْ أَبْعَدَ النَّاسُ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيُ - رواه الترمذی

২১৬৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কথা বেশি বলা হৃদয় কঠিন হয়ে যাবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর কঠিন হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তিই হচ্ছে আল্লাহ তাআলা হতে সবচেয়ে বেশি দূরে।-তিরমিযী

২১৭০. وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ - كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ اسْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ نَزَلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْ عَلِمْنَا أَى الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ - رواه احمد والترمذی وابن ماجه

২১৭০. হযরত সাওবান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন “ওয়াল্লাজিনা ইয়াকনিযুনায্ যাহাবা ওয়াল ফিদ্দাতা” অর্থাৎ ‘যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে’ এ আয়াতটি নাযিল

হলো, আমরা কোনো এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন তাঁর কোনো সাহাবী বললেন, একথা সোনা রূপার ব্যাপারে নাযিল হলো। কোন সম্পদ উত্তম আমরা যদি তা জানতে পারতাম তবে তা জমা করতাম। রাসূলুল্লাহ সঃ তখন বললেন, তোমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো আল্লাহর যিকিরকারী জিহ্বা, শোকর গুয়ার হৃদয় ও ঈমানদার স্ত্রী। যে স্ত্রী তার (স্বামীর) ঈমানের (দাবী পূরণে) তাকে সহযোগিতা দান করে।—আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২১৭১. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلَقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ أَلَلَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا أَلَلَّهِ مَا أَجْلَسْنَا غَيْرُهُ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقْلُ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي وَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ هُنَا قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَتَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ أَلَلَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا أَلَلَّهِ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِئِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ - رواه مسلم

২১৭১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আমীরে মুআবিয়া রাঃ মসজিদের এক গোলাকার মজলিসে পৌছলেন। তিনি মজলিসের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদেরকে কি কাজ এখানে বসিয়ে রেখেছে? জবাবে তারা বললেন, আমরা এখানে আল্লাহর যিকির করছি। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম করে বলুন, আপনারা এখানে এ ছাড়া আর অন্য কোনো কাজে বসেননি। তারা বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা এখানে এ ছাড়া আর অন্য কোনো কাজে বসিনি? এরপর হযরত মুআবিয়া বললেন, জেনে রাখুন! আমি আপনাদের কথা অবিশ্বাস করে আপনাদেরকে শপথ করাইনি। আমার মতো মর্যাদাবান কোনো সাহাবী আমার মতো এতো কম হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বর্ণনা করেননি। শুনুন! একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হতে বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের এক মজলিসে পৌছলেন এবং বললেন, তোমরা এখানে কি কাজে বসে আছো? উত্তরে তাঁরা বললেন, আমরা এখানে বসে আল্লাহর যিকির করছি। তিনি আমাদেরকে ইসলামে হেদায়াত করেছেন এজন্য তাঁর প্রশংসা করছি। তখন তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর কসম করে বলতে পারো কি, যে তোমরা এ ছাড়া অন্য কোনো কাজে এখানে বসেনি। তাঁরা বললেন, আমরা শপথ করে বলছি, আমরা এ ছাড়া অন্য কোনো কাজে এখানে বসিনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐশো, তোমাদের কথাকে অবিশ্বাস করে আমি তোমাদেরকে শপথ

করাইনি। আসল ব্যাপার হলো এইমাত্র হযরত জিবরাঈল আঃ এসে আমাকে খবর দিলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের কাছে তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব প্রকাশ করছেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : হযরত আমীরে মুআবিয়া ওহী লেখক ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তার বোন উম্মে হাবীবা উম্মুল মুমিনীন ছিলেন। তাই তিনি রাসূলের ঘরে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। এটাই তাঁর মর্যাদার কারণ।

২১৭২. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبُّثُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهَ - رواه الترمذی وابن ماجة وَقَالَ الترمذی هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২১৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের নফলী বিধি-বিধান আমার উপর অনেক। তাই আমাকে সংক্ষেপে কিছু কাজের হুকুম দিন যা আমি সব সময় করতে পারি। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সব সময় তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর যিকিরে সিজ্জ রাখবে।—তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

২১৭৩. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ وَأَرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا فَإِنَّ الذَّاكِرَ لِلَّهِ أَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً - رواه احمد والترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২১৭৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে কে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান হবে? তিনি বললেন, আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও নারী। আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের অপেক্ষাও কি তারা মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে যদি নিজের তরবারী দিয়ে কাফির ও মুশরিকদেরকে আঘাত করে এমন কি তাদের আঘাত করতে করতে তার তরবারী ভেঙে যায়। আর সে নিজেও হয়ে পড়ে রক্তাক্ত তাহলেও তাঁর থেকে আল্লাহর যিকিরকারী শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান।—আহমাদ ও তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

২১৭৪. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّيْطَانُ جَائِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسَّوَسَ - رواه البخاري تعليقا

২১৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানের কলবের উপর জেকে

বসে থাকে। সে যখন আত্মাহর যিকির করে তখন সে সরে যায় আর যখন সে অমনোযোগী হয় তখন শয়তান তার দিলে ওয়াসওয়াসার বীজ বপন করতে থাকে।

—বুখারী, তালীলক হাদীস হিসাবে।

২১৭৫. وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَّغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ كَالْمُقَاتِلِ خَلْفَ الْفَارِسِ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ كَفُصْنِ أَخْضَرَ فِي شَجَرٍ يَابِسٍ وَفِي رِوَايَةٍ مِثْلُ الشَّجَرَةِ الْخَضِرَاءِ فِي وَسْطِ الشَّجَرِ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ مِثْلُ مِصْبَاحٍ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ يُرِيهِ اللَّهُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ حَيٌّ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ يُغْفَرُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ فَصِيحٍ وَأَعْجَمٍ وَالْفَصِيحُ بَنُو أَدَمَ وَالْأَعْجَمُ الْبَهَائِمُ - رواه رزين

২১৭৫. হযরত ইমাম মালিক রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, অলস গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারী এমন, যেমন যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নকারীদের মধ্যে যুদ্ধকারী। আর গাফেল বিমূঢ় মধ্যে যিকিরকারী এমন, যেমন শুকনো গাছের মধ্যে কাঁচা ডাল। অন্য এক বর্ণনায় আছে যেমন শুকনো গাছ-গাছড়ার মধ্যে সতেজ সবুজ গাছ। গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারী এমন যেমন অন্ধকার ঘরে আলো। গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারীকে তার জীবদ্দশায়ই তার জান্নাতের স্থান দেখানো হবে। গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারীর গুনাহ মানুষ ও পশুর সংখ্যা পরিমাণ মাফ করে দেয়া হবে।—রাযীন

২১৭৬. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ - رواه مالك والترمذی وابن ماجه

২১৭৬. হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আত্মাহর যিকির অপেক্ষা আত্মাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারার মতো কোনো আমল আত্মাহর কোনো বান্দাহ করতে পারে না।—মালিক, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

২১৭৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَّتَاهُ - رواه البخارى

২১৭৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আত্মাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দাহ যখন আমার যিকির করে আমার জন্যে তার চোঁট নড়ে তখন আমি তার কাছে থাকি।—বুখারী

২১৭৮. وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ حِلْظَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ صِفَالَةٌ وَصِفَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ

وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ يُضْرَبَ بِسَيْفِهِمْ حَتَّى يَنْقَطِعَ - رواه البيهقي في الدعوات الكبير

২১৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওয়র রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেকটা জিনিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য একটা ব্রাশ বা মাজন আছে। আর কালব বা মন পরিষ্কার করার জন্য ব্রাশ বা মাজন হলো আল্লাহর যিকির। আল্লাহর আযাব হতে মুক্তি দেবার জন্য আল্লাহর যিকিরের চেয়ে অধিক কার্যকর আর কোনো জিনিস নেই। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করাও কি এ পর্যায়ের নয়? তিনি বললেন, সেই মুজাহিদ আল্লাহর পথে প্রচণ্ড জোরে তরবারীর আঘাত করে তা ভেঙে ফেললেও নয়।-বায়হাকী



كِتَابُ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى

আল্লাহ তাআলার নামের পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

২১৭৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِي رِوَايَةٍ وَهُوَ وَتَرٌ يُحِبُّ الْوِتَرَ .
 متفق عليه

২১৭৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্ত করবে সে জান্নাত পাবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ বেজোড়। তিনি বেজোড়কে ভালোবাসেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম বা আসমাউল হুসনার উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর নাম এ নিরানব্বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁর আর কোনো নাম নেই। মূলত আল্লাহ তাআলার আরো অনেক নাম আছে। সামনে এ নিরানব্বইটি নাম ছাড়া তার আরো নামের উল্লেখ আসবে। এখানে নিরানব্বইটি নাম উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, হাদীসে আল্লাহ তাআলার আসমাউল হুসনার যে বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো মুখস্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২১৮০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَكِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْخَفِيفُ الْمَقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَادُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَكِيلُ الْحَمِيدُ الْمُحْصِ الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُخْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاحِدُ الْمَجِيدُ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخَّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ

الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالَى الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُتَّقِيْمُ الْعَفْوُ الرَّءُوفُ مَالِكُ
الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُفْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ
النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصُّورُ - رواه الترمذی والبيهقی فی
الدعوات الكبير وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২১৮০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্ত করবে, সে জন্মাতে প্রবেশ করবে। যে নামগুলোর মধ্যে একটি নাম ‘আল্লাহ’। যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। ‘আররাহমান, যার অর্থ হলো দয়াময় মেহেরবান। যার দয়া বা মেহেরবানী গোটা বিশ্বকে ছেয়ে আছে। ‘আর রাহীম’ যার অর্থ হলো করুণা বা বিশেষ করুণার আধার। যে করুণা শুধু তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রতি করা হয়। ‘আল মালিক’ রাজাধিরাজ বাদশাহ। ‘আল কুদ্দুস’ অতি পূতপবিত্র। ‘আসসালাম’ শান্তিময় নিরাপদ। ‘আল মুমিন,’ নিরাপত্তা দাতা। ‘আল মুহাইমিনু’ রক্ষণাবেক্ষণকারী, ‘আল আযীয’, পরাক্রমশালী। ‘আল জব্বার’ কঠিন-কঠোর। ‘আল মুকাব্বির’ অহংকারের মালিক। যাঁর জন্য অহংকারই শোভা পায়। ‘আল খালিক’ স্রষ্টা। ‘আল বারী’ সৃষ্টিকারী। ‘আল মুসাব্বির’—প্রকল্পক ও নকশা অংকনকারী, ডিজাইনার। ‘আল গাফ্ফার’—বড় ক্ষমাশীল—যিনি বান্দার অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অসংখ্য অপরাধ ক্ষমা করতে সংকোচ করেন না। ‘আল কাহ্‌হার’—সকল বস্তু যাঁর ক্ষমতার অধীন। ক্ষমতা প্রয়োগে যাঁর কোনো বাধা নেই। ‘আল ওয়াহ্‌হাব’—বড় দাতা, যাঁর দান অব্যাহত। ‘আর রায্যাক’—রিযিকদাতা। ‘আল ফাত্তাহ’—সৃষ্টির মীমাংসাকারী, বিপদমুক্তকারী, যাঁর দয়ার ভাণ্ডার সর্বদা উন্মুক্ত। ‘আল আলীম’—বড় জ্ঞাতা—যিনি গুপ্ত প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। ‘আল কাবেয’—রিযিক ইত্যাদির সংকোচনকারী। ‘আল বাসেত’—তার সম্প্রসারণকারী। ‘আল খাফেযু’—যিনি নীচে নামান। ‘আর রাফিউ’—যিনি উর্ধে উঠান। ‘আর মুইয়্যু’—সম্মান ও পূর্ণতা দানকারী। ‘আলমুযিল্লু’—অপমান ও অপূর্ণতা দানকারী। ‘আস সামীউ’—সর্বশ্রোতা। ‘আল বাহীর’—দর্শক (ছোট বড় সকল জিনিসের)। ‘আল হাকামু’—নির্দেশ দানকারী, বিধানকর্তা। ‘আল আদলু’—ন্যায়বিচারক—যিনি যা উচিত তা-ই করেন। ‘আল লাতীফু’—যিনি সৃষ্টির যখন যা আবশ্যক তা করে দেন; অনুগ্রহকারী। সূক্ষ্মদর্শী বা যিনি অতি সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কেও অবগত। ‘আল খাবীর’—যিনি গুপ্ত রহস্যাদী অবগত, ভিতরের বিষয় জ্ঞাত। ‘আল হালীম’—দৈর্ঘ্যশীল—যিনি অপরাধ দেখেও সহজে শাস্তি দেন না। ‘আল আযীমু’—বিরাট-মহাসম্মানী। ‘আল গাফুর’—যিনি অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অতি জঘন্য অপরাধও ক্ষমা করেন। ‘আশশকুর’—কৃতজ্ঞ, যিনি অল্পে বেশী পুরস্কার দেন। ‘আল আলিয়া’—সর্বোচ্চ সমাসীন; সর্বোপরি। ‘আল কাবীর’—বিরাট, মহান, ধারণার উর্ধে বড়। ‘আল হাফীযু’—বড় রক্ষাকারী। যিনি বান্দাদের সব বিষয় লক্ষ রাখেন। ‘আল মুকীতু’—খাদ্যদাতা; শারীরিক ও আত্মিক শক্তিদাতা। ‘আল হাসীবু’—যিনি অন্যের জন্য যথেষ্ট হন; যিনি যার জন্য যা যথেষ্ট তা দান করেন। ‘আল জালীলু’—গৌরবান্বিত, মহিমান্বিত—যাঁর মহিমা অতুলনীয়। আল কারীমু—বড় দাতা, আশার অধিক দাতা; যিনি সাওয়াল ছাড়া দান করেন। ‘আর রাকীবু’—যিনি সকলের সকল বিষয় লক্ষ রাখেন এবং সর্বদা লক্ষ রাখেন। ‘আল মুজীবু’—উত্তরদাতা, ডাকে সাড়া দানকারী। ‘আল ওয়াসেউ’—সম্প্রসারণকারী; অথবা যাঁর দান, জ্ঞান, দয়া ও রাজ্য

সম্প্রসারিত ও বিপুল। আল হাকীমু'—প্রজ্ঞাবান তত্ত্বজ্ঞানী। যিনি প্রতিটি কাজ উত্তমরূপে ও নিখুঁতভাবে করেন। আল ওয়াদুদু'—যিনি বান্দার কল্যাণকে ভালবাসেন। 'আল মাজীদু'—অসীম অনুগ্রহকারী। 'আল বায়েসু'—প্রেরক, রাসূল প্রেরণকারী ; কবর থেকে হাশরে প্রেরণকারী। 'আশ শাহীদু'—বান্দাদের কাজের সাক্ষী। যিনি ব্যক্ত বিষয় অবগত, 'আল হাক্কু'—সত্য, সত্য প্রকাশকারী। যিনি প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করেন। 'আল ওয়াকীলু'—কার্যকারক, যিনি বান্দাদের কাজের যোগাড় দাতা। 'আল কাবিয়্যু'—শক্তিবান, শক্তির আধার। 'আল মাতীনু'—বড় ক্ষমতাবান, যার উপর কারো ক্ষমতা নেই। 'আল ওলিয়্যু'—যিনি মুমিনদের অভিভাবক ও সাহায্য করেন। 'আল হামীদু'—প্রশংসিত, প্রশংসার যোগ্য। 'আল মুহসী'—হিসাব রক্ষক, বান্দারা যা করে তিনি তার পুংখানুপুংখ হিসাব রাখেন। 'আল মুবদিউ'—বিনা নমুনায় স্রষ্টা, যিনি মডেল না দেখে সৃষ্টি করেন। 'আল মুঈদু'—মৃত্যুর পর পুনঃ সৃষ্টিকারী। যার পুনঃ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে। 'আল মুহয়ী'—জীবনদাতা। 'আল মুমীতু'—মৃত্যুদানকারী। 'আল হাইয়্যু'—চিরজীব। 'আল কাইয়্যুম'—স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠাতা। 'আল ওয়াজিদু'—যিনি যাই চান তাই পান। 'আল মাজিদু'—বড় দাতা। 'আল ওয়াহিদুল আহাদু'—এক ও একক, যার কোনো অংশ বা অংশী নেই। 'আস সামাদু'—প্রধান, প্রভু। যিনি কারো মুখাপেক্ষী নর্ন এবং সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। 'আল কাদেরু'—ক্ষমতাবান, যিনি ক্ষমতা প্রয়োগে কারো মুখাপেক্ষী নন। 'আল মুকতাদেরু'—সকলের উপর যার ক্ষমতা রয়েছে। সার্বভৌম। যার বিধান চরম। 'আল মুকাদ্দিমু'—যিনি নিকটে করেন এবং আগে বাড়ান যাকে চান। 'আল মুআখখিরু'—যিনি দূরে রাখেন বা পিছনে করেন যাকে চান। 'আল আউয়ালু'—প্রথম, অনাদি। 'আল আখিরু'—সর্বশেষ, অনন্ত। 'আয যাহেরু'—যিনি ব্যক্ত, প্রকট গুণে ও নিদর্শনে। 'আল বাতিনু'—যিনি গুপ্ত সত্তাতে। 'আল ওয়ালী'—অভিভাবক, মুরব্বী। 'আল মুতাআলী'—সর্বোপরি। 'আল বাররু'—মুহসিন, অনুগ্রহকারী। 'আত-তাওয়্যাবু'—তাওবা কবুলকারী। যিনি অপরাধে অনুশোচনাকারীর প্রতি পুনঃ অনুগ্রহ করেন। 'আল মুনতাকেমু'—প্রতিশোধ গ্রহণকারী। 'আল আফুবু'—বড়ই ক্ষমাশীল। 'আর রাউফু'—বড়ই দয়ালু। 'মালিকুল মুলক'—রাজাধিরাজ। যার রাজ্যে তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। 'যুলজালালি ওয়াল ইকরাম'—মহিমা ও সম্মানের অধিকারী। 'আল মুকসিতু'—অত্যাচার বিনাশকারী, উৎপীড়ক থেকে উৎপীড়িতের প্রতিশোধ গ্রহণকারী। 'আল জামিউ'—কেয়ামতে বান্দাদের একত্রকারী, অথবা সর্বগুণের অধিকারী। 'আল গানিয়্যু'—বেনিয়াজ, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। 'আল মুগনিয়্যু'—যিনি কাউকেও কারো মুখাপেক্ষী থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। 'আল মানিউ'—বিপদে বাধাদানকারী। 'আয যাররু'—যিনি ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন। 'আন নাফিউ'—যিনি উপকারের ক্ষমতা রাখেন। উপকারী। 'আননরু'—আলোকোজ্জ্বল, প্রভা, প্রভাকর। 'আল হাদিয়্যু'—পথপ্রদর্শক (যারা তাঁর দিকে যেতে চায় তাদেরকে)। 'আল বাদীউ'—অধিতীয়, অনুপম অথবা যিনি বিনা আদর্শে গড়েন। 'আল বাকী'—যিনি সর্বদা আছেন। সৃষ্টি ধ্বংসের পরেও যিনি থাকবেন। 'আল ওয়ারিসু'—উত্তরাধিকারী, সকল শেষ হবে আর তিনি সকলের উত্তরাধিকারী হবেন। 'আর রাশীদু'—কারো পরামর্শ বা বাতলানো ছাড়া যার কাজ উত্তম ও ভাল হয়। 'আস্ সাবরু'—বড় ধৈর্যশীল।—তিরমিযী। আর বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।

۲۱۸۱. وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَلْکَ بِاَنَّکَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَّهٗ کُفْرًا

أَحَدٌ فَقَالَ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ -
رواه الترمذی وابو داؤد

২১৮১. হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং আমি জানি, তুমিই আল্লাহ। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তুমি এক ও অনন্য। তুমি অমুখাপেক্ষী স্বনির্ভর। যিনি কাউকে জন্মও দেননি। কারো থেকে জন্মও নন। যার কোনো সমকক্ষ নেই।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে তার 'ইসমে আযম' বা বড় সম্মানিত নামে ডাকলো। এ নামে ডেকে তাঁর কাছে কেউ কিছু চাইলে, তিনি তাকে তা দান করেন। এ নামে তাঁকে কেউ ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন।-তিরমিযী ও আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : অনেকে বলেন, আল্লাহর 'ইসমে আযম' আল্লাহ তাআলার নামগুলোর মধ্যে গোপন আছে। এ কথাটাকেই সঠিক বলে মনে করা হয়। তবে কোনটা 'ইসমে আযম' তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যেমন লাইলাতুল কদরের রাতও কোন রাত নিশ্চিত বলা যায় না। জমহুর আলেমগণ বলেন, 'ইসমে আযম' হলো 'আল্লাহ' শব্দ। হাদীসেও এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। কেউ বলেন 'রব' শব্দ কেউ বলেন, 'রাহমান রাহীম'। আবার অনেকে বলেন, 'লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম' হলো 'ইসমে আযম'।

٢١٨٢- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ يُصَلِّي فَقَالَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْخَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ أَسْأَلُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعَا اللَّهَ
بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ - رواه الترمذی وابو
داؤد والنسائی وابن ماجه

২১৮২. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মসজিদে নববীতে বসে ছিলাম। এক ব্যক্তি তখন নামায পড়ছিলো। নামাযের পর সে বলছিলো, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রার্থনা করছি। কারণ সব প্রশংসাই তোমার। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তুমিই সবচেয়ে বড় মেহেরবান। তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা। তুমিই আসমান যমীনের স্রষ্টা। হে মর্যাদা ও দানকরার মালিক! হে চিরজীব ও খবরদারী করার মালিক। আমি তোমার কাছে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, যে আল্লাহকে 'ইসমে আযম'ের দ্বারা ডাকলো। এ নামে তাকে ডাকা হলে তিনি তাতে সাড়া দেন।-তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ

٢١٨٣- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ

الْأَيَّتَيْنِ - وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - وَقَاتِحَةَ آلِ عِمْرَانَ الْم_-
إِلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ - رواه الترمذی وابو داؤد وابن ماجه والدارمی

২১৮৩. হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ দুই আয়াতের মধ্যে আল্লাহর ‘ইসমে আযম’ আছে, ওয়া ইলাহুকুম ইলা হুওঁ ওয়াহিদ, লাইলাহা ইল্লা হুওয়ার রাহমানুর রাহীম। এছাড়াও সূরা আলে ইমরানের শুরুতে ‘আলিফ লাম মীম আল্লাহ লাইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম।-তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী

২১৮৪. وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَا ذِي النُّونِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ - رواه احمد والترمذی

২১৮৪. হযরত সা’দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মাছওয়ালা নবী হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে গিয়ে যে দোয়া পড়েছিলেন তাহলো এই “লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যোয়ালিমীন” অর্থাৎ “তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তুমি পবিত্র, আমি হচ্ছি যালিম।” যে কোনো মুসলমানই যে কোনো কাজে এই দোয়া পাঠ করবে, তার দোয়া অবশ্য অবশ্যই কবুল হবে।-আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা : এ দোয়াই মাছওয়ালা নবীর দোয়া। অর্থাৎ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের দোয়া। তিনি মাছের পেটে পড়ে মুক্তির জন্য এ দোয়া করেছেন। এ দোয়া ‘দোয়ায়ে ইউনুস’ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। কোনো বড় বালা-মসিবতে পড়লে আমাদের দেশে এ দোয়া এক লাখ বার পড়ে খতমে ইউনুস পড়ানো হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২১৮৫. عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ عِشَاءً فَإِذَا رَجُلٌ يَقْرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَقُولُ هَذَا مُرَاءٍ قَالَ بَلْ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ قَالَ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يَقْرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَسَمَعُ لِقِرَاءَتِهِ ثُمَّ جَلَسَ أَبُو مُوسَى يَدْعُو فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الْبَدِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْهُ بِمَا

سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ فَأَخْبَرْتَهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي أَنْتَ الْيَوْمَ لِي أَخٌ
صَدِيقٌ حَدَّثْتَنِي بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - رواه رزين

২১৮৫. হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মসজিদে এশার নামাযের সময় প্রবেশ করলাম। এ সময় দেখি এক ব্যক্তি (নামাযে) কুরআন পড়ছেন এবং তার নিজের গলার স্বর সুউচ্চ করছেন। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ ধরনের কুরআন পড়াকে কি আপনি প্রদর্শনী বলবেন? উত্তরে তিনি বললেন, না। বরং এ ব্যক্তি একজন বিনয়ী মুমিন। বুরাইদা বলেন, হযরত আবু মূসা আশআরীই কুরআন পড়ছিলেন এবং তা উচ্চস্বর দিয়েই পড়ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কেরাত শুনছিলেন। এরপর আবু মূসা বসে বসে এ দোয়া করতে লাগলেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার সাক্ষ দিচ্ছি, তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তুমি এক। তুমি সকলের নির্ভরস্থল। অমুখাপেক্ষী। যিনি কাউকে জন্ম দেননি কারো জন্মও নন। যার কোনো সমকক্ষও নেই।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওই নামের সাথে যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলো যে নাম ধরে যখন যা প্রার্থনা করা হয়, তিনি তখন তা দান করেন। যে নাম ধরে যখন তাঁকে ডাকে, তখন তিনি সে ডাকে সাড়া দেন। হযরত বুরাইদা বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যা আপনার কাছে শুনলাম, তা কি তাকে বলবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, বলো, এরপর আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা বলে শুনলাম। আবু মূসা রাঃ তখন আমাকে বললেন, আজ থেকে আপনি আমার সত্যিকারের ভাই। আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বলা সব কথা শুনালেন।—রাযীন



১- باب ثواب التسبيح والتحميد والتلهيل والتكبير

১. সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহ আকবার বলার সওয়াব

প্রথম পরিচ্ছেদ

২১৮৬- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَفِي رِوَايَةٍ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بَايَهُنَّ بَدَأَتْ.

رواه مسلم

২১৮৬. হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কালাম হলো চারটি (১) সুবহানাল্লাহ (২) ওয়ালাহামদু লিল্লাহ (৩) ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, (৪) ওয়াল্লাহ আকবার। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাক্য চারটি। (১) সুবহানাল্লাহ, (২) আল হামদু লিল্লাহ, (৩) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও (৪) ওয়াল্লাহ আকবার। এ চারটি কালেমার যে কোনো একটি প্রথমে বলতে পারো। এতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।-মুসলিম

২১৮৭- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَجِبُ أَلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشُّمُسُ. - رواه مسلم

২১৮৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার ‘সুবহানাল্লাহ’ ‘আলহামদু লিল্লাহ’ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং ‘আল্লাহ আকবার’ বলা, গোটা বিশ্ব অপেক্ষাও আমার নিকট বেশি প্রিয়।-বুখারী, মুসলিম

২১৮৮- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةً حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. - متفق عليه

২১৮৮. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশতবার ‘সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী’ পড়বে তার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনার মতো বেশি হলেও মার্ফ করে দেয়া হবে।-বুখারী, মুসলিম

২১৮৯- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمَسِّي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَّةً لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ. - متفق عليه

২১৮৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে বিকালে একশত বার ‘সুবহানাল্লাহি

ওয়াবিহামদিহী' পড়বে কিয়ামতের দিন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না, তবে সে ব্যক্তি যে এর সমান অথবা এর চেয়ে বেশি পড়বে সে এর ব্যতিক্রম।

-বুখারী, মুসলিম

২১৯০. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ - متفق عليه

২১৯০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুটি খুব ছোট বাক্য যা বলতে সহজ অথচ পাল্লায় ভারী এবং আল্লাহর নিকট প্রিয়, তাহলো 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম'।

-বুখারী, মুসলিম

২১৯১. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيَكْتُبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحِطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ - رواه مسلم وفي كتابه في جميع الروايات عن موسى الجهني أو يحط قال أبو بكر البرقاني ورواه شعبه وأبو عوانة ويحيى بن سعيد بن القطان عن موسى فقالوا ويحط بغير ألف هكذا في كتاب الحميدي -

২১৯১. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। এ সময় তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি একদিনে এক হাজার নেকী করতে সমর্থ? তার সাথে বসা লোকদের কেউ বললেন, আমাদের কেউ কিভাবে এ দিনে একশত নেকী করতে সমর্থ হবেন? তিনি তখন বললেন, যদি কেউ দৈনিক একশত বার "সুবহানাল্লাহি" পড়ে তাহলে এতে তার জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে। অথবা তার এক হাজার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।-মুসলিম

মুসলিম শরীফে মুসা জুহানীর সফল বর্ণনায়, 'أَوْ يُحِطُّ عَنْهُ' শব্দ উল্লেখ আছে শব্দটি নেই। তবে আবু বকর বারকানী বলেন, শোবা আবু আওয়ানা এবং ইয়াহুইয়া ইবনে সায়ীদ, কাস্তান, জুহানী যেসব বর্ণনা করেছেন তাতে 'وَيُحِطُّ' আছে। এতে 'و' এর আগে 'الف' অক্ষরটি নেই। হুমাইদীর কিতাবেও এরূপ রয়েছে।

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ করবে, সে দশটি নেক কাজের সওয়াব পাবে।

২১৯২. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَىَ الْكَلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ - رواه مسلم

২১৯২. হযরত আবু যর গিফারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন কালাম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ? একথা শুনে তিনি বললেন, যে কালাম আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের জন্য পসন্দ করেছেন। আর সে কালাম হলো, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’।—মুসলিম

২১৯৩. وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ مَسْجِدُهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَ مَا زِلْتُ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكَ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَوْ وَزَنْتُ بِمَا قُلْتُ مِنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنْتُهُنَّ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ - رواه مسلم

২১৯৩. উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামযের পর খুব ভোরে তাঁর নিকট হতে বের হলেন। তখন হযরত জুওয়াইরিয়া নিজ নামাযের জায়গায় বসা। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসলেন। তখন সূর্য বেশ উপরে উঠে এসেছে। আর জুওয়াইরিয়া তখনো নামাযের জায়গায় বসা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন। আমি তোমার কাছ থেকে যাবার সময় যে অবস্থায় তুমি ছিলে, এখনো সে অবস্থায় আছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কাছ থেকে যাবার পর আমি মাত্র চারটি কালাম তিনবার পড়েছি। তুমি এ পর্যন্ত যা পড়েছো তার সাথে যদি আমার পড়া কালাম ওয়ন দেয়া হয় তাহলে এর ওয়নই বেশি হবে। (আর সেই চারটি কালাম হলো) “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, আদাদা খালকিহী, ওয়া রেদা নাফসিহী, ওয়া যিনতা আরশিহী, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী।” অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পাক পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে, তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ, তাঁর সত্ত্বষ্টি পরিমাণ, তার আরশের ওয়ন পরিমাণ ও তাঁর বাক্যসমূহের সংখ্যা পরিমাণ।—মুসলিম

২১৯৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةٌ مَرَّةً كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَمُحِبَّتٌ عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ - متفق عليه

২১৯৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে একশত বার “লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লা হুলাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর” পড়বে তার দশটি গোলাম মুক্ত করে দেবার সমান সওয়াব হবে। তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে। তার একশতটি

গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ দোয়া তার জন্য ওই দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান হতে বেঁচে থাকার জন্য রক্ষা কবচ হবে। আর সে যে কাজ করেছে এর চেয়ে উত্তম কাজ অন্য কেউ করতে পারবে না। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে এর চেয়ে বেশী আমল করবে।-বুখারী, মুসলিম

২১৯৫. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْتُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِمَّنْ عُنُقِي رَاحِلَتِهِ قَالَ أَبُو مُوسَى وَأَنَا خَلْفَهُ أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فِي نَفْسِي فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بَنَ قَيْسٍ إِلَّا أَذْلَكَ عَلَى كُنْزٍ مِّنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - متفق عليه

২১৯৫. হযরত আবু মুসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। এ সময় (এক সুযোগে) লোকেরা উচ্চস্বরে তাকবীর বলছিলেন। তাকবীর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের নফসের উপর করুণা করো। (অর্থাৎ এতো উচ্চস্বরে তাকবীর বলো না) কারণ তোমরা তাকবীরের মাধ্যমে কোনো বধিরকে বা কোনো অনুপস্থিত সন্তাকে ডাকছো না। তোমরা ডাকছো এমন সন্তাকে যিনি তোমাদের সব কথা শুনে ও দেখেন। তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। তোমরা যাকে ডাকছো তিনি তোমাদের প্রত্যেকের সওয়ারীর গর্দান থেকেও বেশি নিকটে। হযরত আবু মুসা আশআরী রাঃ বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম। ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ’। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে কয়েস! (আবু মুসার ডাক নাম) আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারগুলোর একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দেবো না? আমি বললাম, অবশ্যই দেবেন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, সে ভাণ্ডার হলো, ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ’।-বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২১৯৬. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُفِرَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ - رواه الترمذی

২১৯৬. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি “সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী” বলবে, তার জন্য জান্নাতে খেজুর গাছ বপন করা হয়।-তিরমিযী

ব্যাখ্যা : খেজুর গাছ লাগানোকে বিশেষ করে বলার কারণ হলো, খেজুর গাছ খুবই উপকারী গাছ। এর ফলও খুবই সুস্বাদু ও উত্তম।

২১৯৭. وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مُنَادٍ يُنَادِي سَبِّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُّوسَ - رواه الترمذی

২১৯৭. হযরত যুবায়ের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোনো প্রভাত নেই যে প্রভাতে একজন ফেরেশতা আহ্বান করে বলেন না পবিত্র বাদশাহকে পবিত্রতার সাথে স্মরণ করো।-তিরমিযী

ব্যাখ্যা : পবিত্রতার সাথে স্মরণ করা অর্থ হলো 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস রাক্বুল মালয়িকাতি ওয়াক্বুহ' পড়া।

২১৯৮. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ - رواه الترمذی وابن ماجه

২১৯৮. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম যিক্রির হলো, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু" আর সর্বোত্তম দোয়া হলো, "আলহামদুলিল্লাহ"।-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

২১৯৯. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللَّهُ عَبْدٌ لَا يَحْمَدُهُ -

২১৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আলহামদুলিল্লাহ' হলো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সেরা কালেমা। যে বান্দাহ আল্লাহর শোকর আদায় করলো না সে তার প্রশংসা করলো না।

২২০০. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ - رواهما البيهقي في شعب الإيمان

২২০০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন যাদেরকে প্রথমে জান্নাতের দিকে ডাকা হবে তারা হলেন ওইসব ব্যক্তি যারা সুখে দুঃখে সব সময় আল্লাহর প্রশংসা করে থাকেন।-এ হাদীস দুটি বায়হাকী শোআবুল ইমানে বর্ণিত হয়েছে।

২২০১. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ وَأَدْعُوكَ بِهِ فَقَالَ يَا مُوسَى قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادٍ يَقُولُ هَذَا إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخْصُنِي بِهِ قَالَ يَا مُوسَى تَوَّانَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَعَامِرُهُنَّ غَيْرِي وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعِ وَضَعَنَ فِي كَفِّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كَفِّهِ لَمَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - رواه في شرح السنة

২২০১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একবার মূসা আঃ বললেন, হে রব! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দাও, যা দিয়ে আমি তোমার যিকির করতে পারি। অথবা তিনি বলেছেন, তোমার কাছে দোয়া করতে পারি। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, হে মূসা! তুমি বলো, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ তখন হযরত মূসা আঃ বললেন, হে রব! তোমার প্রত্যেকটা বান্দাহই তো এই ‘কালেমা’ বলেন। আমি তোমার কাছে আমার জন্য খাস করে একটি ‘কালেমা’ চাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা তখন বললেন, হে মূসা! সাত আকাশ ও আমি ছাড়া এর সকল অধিবাসী আর সাত যমীন এক পাল্লায় রাখা হয়, আর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে নিশ্চয়ই ‘লা ইলাহা’র পাল্লা ভারী হবে।—শরহুস সুন্নাহ

২২.২. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يَقُولُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمَهُ النَّارُ. رواه الترمذی وابن ماجه

২২০২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ ও হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা দু’জন বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার” বলেন, তার কথা সত্যায়িত করে আল্লাহ তাআলা বলেন, হ্যাঁ, “লা ইলাহা ইল্লা আনা, ওয়া আনা আকবার।” আর যখন বলেন, “লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু” আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, “লা ইলাহা ইল্লা আনা ওয়াহদী, লা শারীকা লী।” আর যখন কোনো বান্দাহ বলেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহল মুলকু ওয়া লাহল হামদু,” আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, “লা ইলাহা ইল্লা আনা লিয়াল মুলকু ওয়া লিয়াল হামদু।” কোনো বান্দাহ যখন বলেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহে।” আল্লাহ তাআলা বলেন, “লা ইলাহা ইল্লা আনা, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বী।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলতেন, যে ব্যক্তি এসব কলেমাগুলো নিজের রোগে শোকে পড়বে এরপর মৃত্যুবরণ করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন জ্বালাবে না।—তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

২২.৩. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَىٰ أَوْ حِصَىٰ تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ

ذَلِكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ . رواه الترمذی
وابو داؤد وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২২০৩. হযরত সাঈদ ইবনে আবু ওয়াককাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একটি মহিলার কাছে গেলেন। ওই মহিলার সামনে কিছু খেজুরের বিচি অথবা তিনি বলেছেন, কিছু কাঁকর ছিলো। এগুলো দিয়ে গুণে গুণে মহিলা তাসবীহ পড়ছিলো। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি কি এর চেয়ে তোমার পক্ষে ‘সহজ তাসবীহ অথবা বলেছেন, উত্তম তাসবীহ তোমাকে বলে দিবো না? আর তা হচ্ছে, “সুবহানাল্লাহ আদাদা মা খালাকা ফিস সামায়ে, ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ফিল আরদে, ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা বাইনা যালিকা ও সুবহানাল্লাহি আদাদা মাহুওয়া খালিকুন ওয়াল্লাহ আকবার মিসলু যালিকা আলহামদু লিল্লাহ মিসলু যালিকা ওয়ালা ইলাহা ইল্লাহ মিসলু যালিকা ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি মিসলু যালিকা” অর্থাৎ আল্লাহর জন্য তাঁর ওই সৃষ্টিজগতের সমান পাক পবিত্রতা যা আসমানে আছে। আল্লাহর জন্য পাক পবিত্রতা তাঁর ওই সৃষ্টিজগতের সমান যা যমীনে আছে। আল্লাহর জন্য সব পাক পবিত্রতা তার ওই সৃষ্টিজগতের সমান যা আসমান ও যমীনের মধ্যে আছে। আর আল্লাহর জন্য সব পাক পবিত্রতা যে পরিমাণ তিনি ভবিষ্যতে সৃষ্টি করবেন। আর এভাবে “আল্লাহ আকবারও” ‘আল হামদুলিল্লাহি’ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি’ও পড়বে।-তিরমিযী, আবু দাউদ। তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।

٢٢٠٤. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ وَمَنْ حَمِدَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ هَلَّلَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِّنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَحَدٌ بِأَكْثَرِ مِمَّا أَتَى بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ .

رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

২২০৪. হযরত আমর ইবনে শুআইব রাঃ তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তাঁর দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে একশ’ বার ও বিকালে একশ’ বার সুবহানাল্লাহ’ পড়বে, সে ব্যক্তি একশ’ বার হজ্জ করার মতো (সওয়াবের অধিকারী) হবে। যে ব্যক্তি সকালে একশ’ বার ও বিকালে একশ’ বার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ পড়বে সে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (যুদ্ধ করার জন্য) একশত ঘোড়ায় একশত মুজাহিদ রওনা করে দেয়া ব্যক্তির সমতুল্য (সওয়াবের অধিকারী) হবে। যে সকালে একশ’ বার ও বিকালে একশ’ বার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়বে, সে ব্যক্তি নবী ইসমাঈল

আলাইহিস সালামের বংশের একশত লোক মুক্ত করে দেয়া ব্যক্তির সমান (সওয়াবের অধিকারী) হবে। আর যে ব্যক্তি সকালে একশ বার ও বিকালে একশ বার ‘আল্লাহু আকবার’ পড়বে, সেদিন তার চেয়ে বেশি সওয়াবের কাজ আর কেউ করতে পারবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি অনুরূপ আমল করেছে অথবা এর চেয়ে বেশি করেছে সে ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম।

—তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

২২০৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللَّهِ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ - رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِي

২২০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘সুবহানাল্লাহ’ হলো পাল্লার অর্ধেক, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ একে পূর্ণ করে, আর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র সামনে আল্লাহর কাছে গিয়ে না পৌছা পর্যন্ত কোনো পর্দা নেই।—তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব। এর সনদ সবল নয়।

২২০৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا قَطُّ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكِبَائِرَ - رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২২০৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো বান্দা খালিস মনে পড়বে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ নিশ্চয়ই তা আল্লাহর আরশে না পৌছা পর্যন্ত তার জন্য জান্নাতের দরযাগুলো খোলা হবে। যদি সে কবিরার গুনাহ হতে বেঁচে থাকে।—তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

ব্যাখ্যা : ‘আরশে না পৌছা পর্যন্ত’ অর্থ এ কালাম আল্লাহর আরশ মুআল্লায় তাড়াতাড়ি পৌছে ও তাড়াতাড়ি কবুল হয়। গুনাহ কবীরার হতে বেঁচে থাকলে তা পৌছতে দেরী হয় না। আর না থাকলে দেরীতে পৌছে ও দেরীতে কবুল হয়। কারণ গুনাহ কোনো নেক আমলকে নষ্ট করতে পারে না। বরং নেক আমল গুনাহ মিটিয়ে দেয়।

২২০৭. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اقْرَأْ أَمْتَكَ مِنَ السَّلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيَعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ - رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا

২২০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মেরাজের রাতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে আমার দেখা হলে তিনি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ ! আপনি আপনার

উম্মতকে আমার সালাম বলবেন। তাদেরকে খবর দিবেন, জান্নাত হলো সুগন্ধ মাটি ও সুপেয় পানি বিশিষ্ট। জান্নাত হলো সমতল ভূমি, কিন্তু এতে কোনো গাছপালা নেই। এর গাছপালা হলো “সুবহানাল্লাহি, আলহামদুলিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।”-তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

২২০৮. وَعَنْ يُسَيْرَةَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهْجِرَاتِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْقِدْنَ بِالْأَتَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فِتْنَتَيْنِ الرَّحْمَةُ - رواه الترمذی وابو داؤد

২২০৮. হযরত ইউসায়রা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন মুহাজির রমণীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, তোমরা “সুবহানাল্লাহু”, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু”, “সুবহানাল মালিকির কুদ্দুস” নিজের আঙুলে গুণে গুণে পড়বে। কারণ আঙুলকে কথা বলার শক্তি দিয়ে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে, আল্লাহর যিকির করা হতে গাফেল হয়ো না। যাতে তোমরা আল্লাহর রহমত হতে বিন্ধত হও।-তিরমিযী ও আবু দাউদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২২০৯. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَلِمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ فَقَالَ فَهَؤُلَاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي شَكَ الرَّأْيِي فِي عَافِيَةٍ - رواه مسلم

২২০৯. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি পড়তে পারি এমন কিছু দোয়া-কলাম আমাকে শিখিয়ে দিন। (তার কথা শুনে) তিনি বললেন, তুমি, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, আল্লাহু আকবার কাবীরা, ওয়ালা হামদুলিল্লাহি কাসীরা, ওয়া সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামীন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম” পড়বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেখানো এ দোয়া শুনে ওই বেদুঈন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো আমার রবের জন্য (তাঁর প্রশংসা), আমার জন্য কি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি “আল্লাহুমাগফিরলী, ওয়ালা হামনী, ওয়াহদিনী, ওয়াযযুকুনী, ওয়া আফেনী পড়বে। শেষ শব্দ ‘আফেনী’ সম্বন্ধে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে যে, এ শব্দটি রাসূলের কথার মধ্যে আছে কিনা?

২২১০. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى شَجَرَةٍ يَابِسَةٍ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَازَرُ الْوَرَقُ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تُسَاقِطُ ذُنُوبُ الْعَبْدِ كَمَا يَتَسَاقِطُ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ . رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২২১০. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শুকনা পাতাবিশিষ্ট গাছের কাছে গেলেন। তিনি তার নিজের হাতের লাঠি দিয়ে গাছটিতে আঘাত করলেন। এতে গাছের পাতা ঝরেতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ, সুব্বহানালাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার”—এ কালামগুলো বান্দার গুনাহ এভাবে ঝরিয়ে দেয় যে, ওই গাছের যেভাবে পাতা ঝরে পড়ছে।—তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

২২১১. وَعَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلٍ لَأَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ مَكْحُولٌ قَمَنْ قَالَ لَأَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِّنَ الضَّرِّ أَدْنَاهَا الْفَقْرُ . رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

২২১১. তাবেয়ী হযরত মাকহুল হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে বললেন, “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ” বেশি বেশি করে পড়তে। কারণ এ কালামটি জান্নাতের ভাণ্ডারের কালাম বিশেষ। তাবেয়ী হযরত মাকহুল বলেন, যে ব্যক্তি “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহি, ওয়ালা মানজাআ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি” পড়বে আল্লাহ তার সমস্ত কষ্ট দূর করে দেবেন। এসব কষ্টের একেবারে ছোট্টা হলো দুর্ভিক্ষ।—তিরমিযী, তিনি বলেন, এ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়। মাকহুল হযরত আবু হুরাইরা হতে এ হাদীসটি শুনেছেন।

২২১২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دَوَاءٌ مِّنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً أَيْسَرُهَا اللَّهُمَّ

২২১২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” হলো নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ। যার সহজটা হলো দুচ্চিন্তা।

২২১৩. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِّنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ

كَتَبَ الْحَنَّةَ لِأَحْوَلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسَلَّمَ - رواه
البيهقي في الدعوات الكبير

২২১৩. হযরত আবু হুরাইরা হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাকে আরশের নীচের ও জান্নাতের ভাণ্ডারের একটি ‘কালেমা তোমাকে বলে দেবো না ? (সে কালেমাটি হলো) “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।” (এ কালেমাটি যখন কেউ পড়ে, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা সর্বতোভাবে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করলো (এ হাদীস দুটি বায়হাকী দাওয়াতে কবীরে বর্ণনা করেছেন)।

۲۲۱۴ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ هِيَ صَلَوةُ الْخَلَائِقِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَلِمَةُ الشُّكْرِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمَلُّاً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لِأَحْوَلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَسْلَمَ وَاسْتَسَلَّمَ - رواه رزين

২২১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “সুবহানাল্লাহ্” হলো আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সালাত। “আলহামদুলিল্লাহ্” হলো, কালেমাতুশ্ শোকর অর্থাৎ শোকর প্রকাশের কালেমা। “লা ইলাহা ইল্লাহ্” হলো তাওহীদের কালেমা। “আল্লাহ্ আকবার” আকাশ ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে ভরে দেয়। বান্দাহ যখন বলে, “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্,” আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, এ বান্দা পরিপূর্ণভাবে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।-রাযীন



২ - باب الاستغفار التوبة

২. ক্ষমা ও তাওবা

প্রথম পরিচ্ছেদ

২২১৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً - رواه البخارى

২২১৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি দিনে সত্তরবারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তাওবা করি।-বুখারী

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নিষ্পাপ। তার জীবনের সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিও আল্লাহ মাফ করে দেবার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। এরপরও তিনি দিনে সত্তরবার তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতেন, তাওবা করতেন। এ হাদীস হলো উম্মতের জন্য বেশি বেশি ক্ষমা ও তাওবা করার জন্য একটি বড় শিক্ষা।

২২১৬. وَعَنْ الْأَعْرَبِ الْمُزَنِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً - رواه مسلم

২২১৬. হযরত আগার মুযানী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার হৃদয়ে মরিচা পড়ে। আর আমি ওই মরিচা পরিষ্কার করার জন্য দিনে একশত বার করে ইস্তেগফার করি।-মুসলিম

২২১৭. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً - رواه مسلم

২২১৭. হযরত আগার মুযানী রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মানুষেরা! আল্লাহর কাছে তাওবা করো। আর আমি নিজেও দৈনিক একশতবার করে আল্লাহর কাছে তাওবা করি।-মুসলিম

২২১৮. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرَوِي عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يُعْبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالُمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمَكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي

اَكْسُكُمْ يَا عِبَادِي اِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
 فَسْتَغْفِرُونِي اَغْفِرْ لَكُمْ يَعْبادِي اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِيَّ فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي
 فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ اَنَّ اَوْلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاَنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى اتَقَى قَلْبِ
 رَجُلٍ وَّاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَعْبادِي لَوْ اَنَّ اَوْلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاَنْسَكُمْ
 وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا
 يَعْبادِي لَوْ اَنَّ اَوْلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاَنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَّاحِدٍ فَسَأَلُونِي
 فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مُسْئَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي اِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمُخِيطُ اِذَا
 اُدْخِلَ الْبَحْرُ يَعْبادِي اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ اَحْصَاهَا عَلَيْكُمْ ثُمَّ اَوْفَيْكُمْ اِيَّاهَا فَمَنْ وُجِدَ
 خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وُجِدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ - رواه مسلم

২২১৮. হযরত আবু যর গিফারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব হাদীস আব্দুল্লাহ তাআলার তরফ থেকে বর্ণনা করতেন তার একটি হলো তিনি বলেছেন যে, আব্দুল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার উপর যুলুমের কাজ করাকে হারাম করে দিয়েছি। (অর্থাৎ আমি যুলুম করা হতে পাক পবিত্র। যুলুম করা আমার জন্য যা, তোমাদের জন্যও তা। তাই আমি তোমাদের জন্যও যুলুম করা হারাম করে দিয়েছি। তাই (তোমরা একে অপরের উপর) যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট। কিন্তু আমি যাকে পথ দেখাই সে-ই পথের সন্ধান পায়।) অতএব তোমরা আমার নিকট পথের সন্ধান চাও। আমি তোমাদেরকে পথের সন্ধান দেবো। হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধাতুর। কিন্তু আমি যাকে খাবার দেই সেই খাবার পায়। তাই তোমরা আমার কাছে খাবার চাও। আমি তোমাদেরকে খাবার দেবো। হে আমার বান্দারা। তোমাদের প্রত্যেকেই নাগা। কিন্তু আমি যাকে পোশাক পরাই (সেই পোশাক পরে)। তাই তোমরা আমার নিকট পোশাক চাও। আমি তোমাদেরকে (পোশাক) পরাবো। হে আমার বান্দারা। তোমরা রাতদিন গুনাহ করে থাকো। আর আমি তোমাদের সকল অপরাধ মাফ করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষতিসাধন করার ক্ষমতা রাখো না যে, আমার ক্ষতি করবে। এভাবে তোমরা আমার কোনো উপকার করারও শক্তি রাখো না যে, আমার কোনো উপকার করবে। তাই হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন তোমাদের সর্বাপেক্ষা পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হৃদয় নিয়ে পরহেযগার হয়ে যায়। তাও আমার সাম্রাজ্যের কিছুমাত্র বৃদ্ধি করতে পারবে না। আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অত্যাচারী-অনাচারী ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হৃদয় নিয়েও অত্যাচার-অনাচার করে। তাদের এ কাজও আমার সাম্রাজ্যের কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি করতে পারবে না। আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন একই মাঠে দাঁড়িয়ে

একত্রে আমার কাছে চায়। আর আমি তোমাদের প্রত্যেককে তাদের চাওয়া জিনিস দান করি তাহলে তা আমার কাছে যা আছে, তার কিছুই কমাতে পারবে না। শুধু এতোখানি ছাড়া যতোখানি একটি সুঁই সমুদ্রে ডুবিয়ে অবার উঠিয়ে আনলে যতটুকু সমুদ্রের পানি কমায়ে। আমার বান্দাগণ! এখন বাকী রইলো তোমাদের (ভালো মন্দ) আমল। এ আমল আমি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করি। এরপর এর প্রতিদান আমি দেবো পরিপূর্ণভাবে। অতএব যে ব্যক্তি কোনো ভালো (ফল) লাভ করে সে যেনো আল্লাহর শোকর আদায় করে। আর যে মন্দ (ফল) লাভ করে সে যেনো নিজেকে ছাড়া অন্যকে তিরস্কার না করে (কারণ তা তার নিজ হাতের অর্জন)।

২২১৭. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ أَلَمْ تَوْتَهُ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَتَيْتَ قَرْيَةً كَذًا وَكَذَا فَادْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقْرُبِي وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعِدِي فَقَالَ قَيْسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِيرٍ فُغْفِرَ لَهُ - متفق عليه

২২১৯. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি নিরানব্বই জন মানুষ হত্যা করেছিলো। এরপর সে শরয়ী বিধান জানার জন্য এক পাদ্রীর কাছে গেলো। পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলো, এমন ধরনের মানুষের জন্য তাওবার পথ আছে কি? পাদ্রী বললেন, নাই। এরপর সে এ পাদ্রীকেও হত্যা করলো। এভাবে সে মানুষকে অনবরত জিজ্ঞেস করতে থাকলো। এক ব্যক্তি শুনে বললো, অমুক গ্রামে গিয়ে অমুককে জিজ্ঞেস করো। ঠিক এ সময়েই সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। মৃত্যুর সময় সে ওই গ্রামের দিকে নিজের সিনাকে বাড়িয়ে দিলো। এরপর রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতা পরস্পর ঝগড়া করতে লাগলো কে তার রুহ নিয়ে যাবে। এ সময় আল্লাহ তাআলা ওই গ্রামকে বললেন, তুমি মৃত ব্যক্তির কাছে আসো। আর নিজ গ্রামকে বললেন, তুমি দূরে সরে যাও। এরপর আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বললেন, তোমরা উভয় দিকের পথের দূরত্ব মেপে দেখো। মাপের পর ওই ব্যক্তিকে এ গ্রামের দিকে এক বিঘত নিকটে পাওয়া গেলো। সুতরাং তাকে মাফ করে দেয়া হলো।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : এ হাদীস হতে বুঝা গেলো তাওবার জন্য খালেস নিয়তে অগ্রসর হলে আল্লাহর রহমতও প্রস্তুত হয়। গুনাহ মাফ করাবার জন্য অনুতাপ মনে খালেসভাবে আল্লাহর দিকে এগুলো বড় বড় গুনাহগারকেও আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন।

২২২০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ - رواه مسلم

২২২০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সরিয়ে এমন জাতিকে সৃষ্টি করতেন। যারা গুনাহ করতো ও আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইতো। আর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : গুনাহ খাতা করার অবকাশ মানুষের জন্য রয়েছে। মানুষের জন্য তা করা প্রকৃতিগত ভাবেই সম্ভব। কিন্তু ফেরেশতাদের জন্য এ অবকাশই নেই। তাঁদের প্রকৃতিতেই গুনাহ খাতা করার বৈশিষ্ট্য নেই। আল্লাহ গুনাহ খাতা করার পর ‘মাফ’ চাওয়াকে খুবই পছন্দ করেন। এ হাদীসে ‘মাফ’ চাওয়াকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই একথা বলা হয়েছে।

۲۲۲۱. وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيئُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيئُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا - رواه مسلم

২২২১. হযরত আবু মুসা আশ্আরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাতে আল্লাহ তাআলা নিজের হাত বাড়িয়ে দেন। যাতে দিনের বেলায় গুনাহকারীর তাওবা কবুল করতে পারেন। আবার দিনের বেলায় তিনি তার হাত বাড়িয়ে দেন, যাতে রাতের বেলায় গুনাহকারীর তাওবা গ্রহণ করতে পারেন। এভাবে তিনি যতোদিন না পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হয় হাত প্রসারিত করতে থাকবেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : হাত বাড়িয়ে দেয়া অর্থাৎ বান্দাহর গুনাহখাতা মাফ করে দেবার জন্য তাওবাকারীকে তিনি ঝুঁজেন। সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়া অর্থ কিয়ামত পর্যন্ত।

۲۲۲۲. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ - متفق عليه

২২২২. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দাহ গুনাহ করার পর যদি তা স্বীকার করে (অনুতপ্ত হয়) আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। আল্লাহ মাফ করে দেন।—বুখারী, মুসলিম

۲۲۲۳. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ - رواه مسلم

২২২৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবার (কিয়ামত) আগে তাওবা করবে। আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করবেন।—মুসলিম

۲۲۲۴. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ رَاحِلَتُهُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَأَنْفَلَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيْسَرَ

مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ آيسَ مِنْ رَأَحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ - رواه مسلم

২২২৪. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তার বান্দার তাওবা করায় খুবই খুশী হন। যখন সে তার কাছে তাওবা করে। (আল্লাহর এ খুশী) ওই ব্যক্তির খুশীর চেয়ে অধিক যে ব্যক্তির আরোহণের বাহন গভীর বনজঙ্গলে তার কাছ থেকে ছুটে পালায়। আর এ বাহনের উপর আছে তার খাবার ও পানীয়। এ কারণে সে হতাশ-নিরাশ হয়ে পড়ে। এরপর একটি গাছের কাছে এসে সে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ে। তার আরোহণের বাহন সম্পর্কে সে একেবারেই নিরাশ। এ অবস্থায় সে হঠাৎ দেখে, বাহন তার কাছে এসে দাঁড়ানো। সে বাহনের লাগাম ধরে আর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বলে উঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা। আর আমি তোমার প্রভু। সে এ ভুল করে আনন্দের আতিশয্যে।—মুসলিম

২২২৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ فَأَغْفِرْهُ فَقَالَ رَبُّهُ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ فَأَغْفِرْهُ فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا آخَرَ فَأَغْفِرْ لِي فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ - متفق عليه

২২২৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো বান্দা অপরাধ করে যদি বলে, 'হে রব! আমি অপরাধ করে ফেলেছি। তুমি আমার এই অপরাধ মাফ করে দাও। আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, হে (আমার ফেরেশতাগণ!) আমার বান্দা কি জানে, তার একজন 'রব' আছেন? যে 'রব' অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা (এর জন্য) তাকে শাস্তি দেন? তোমরা (সাক্ষী) আমি তাকে মাফ করে দিলাম। এরপর যতোদিন আল্লাহ চাইবেন সে নিরপরাধ রইলো। তারপর আবার সে অপরাধ করলো ও বললো, 'হে রব! আমি আবার অপরাধ করেছি। আমার এ অপরাধ মাফ করো। আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, আমার বান্দা কি জানে, তার একজন 'রব' আছেন যে রব অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা এরজন্য শাস্তি দেন। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। অতপর আল্লাহ যতোদিন চাইলেন, সে কোনো অপরাধ না করে থাকলো। এরপর সে আবারও অপরাধ করলো এবং বললো, হে রব! আমি আবার অপরাধ করেছি। তুমি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করো। আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, আমার বান্দা কি জানে, তার একজন রব আছেন, যে রব অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের জন্য শাস্তি দেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম। সে যা চায় করুক।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ‘সে যা চায় করুক’। বাক্যটি দ্বারা আল্লাহর উদারতা, মহত্ত্ব ও ক্ষমাশীলতার প্রমাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দা যদি অপরাধ করে তা স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চায়, আল্লাহ ক্ষমা করবেন। যতবড় অপরাধ সেই করুক না কেনো ?

২২২৬. وَعَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ إِنِّي لَا أَغْفِرُ لِفُلَانٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَبْتُ عَمَلَكَ أَوْ كَمَا قَالَ - رواه مسلم

২২২৬. হযরত জুন্দুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক ব্যক্তি বললো আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তাআলা তখন বলেছেন। এমন কে আছে যে আমাকে কসম দিতে পারে ? (বা আমার নাম ধরে কসম করতে পারে) আমি অমুককে ক্ষমা করবো না। যাও আমি আমার এ বান্দাকে মাফ করে তোমার আমল নষ্ট করে দিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এরূপ অথবা অনুরূপ বলেছেন।—মুসলিম

২২২৭. وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيِّدُ الْأَسْتَغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مَوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ - رواه البخارى

২২২৭. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাইয়েদুল ইসতেগফার (অর্থাৎ গুনাহ মাফ চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দোয়া) তোমরা এভাবে পড়বে, “আল্লাহ্মা আনতা রাক্বী। লাইলাহা ইল্লা আনতা খালিকতানী, ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আ’লা আহদিকা, ওয়া ও’য়াদিকা মাসতাতাতু, আউযুবিকা মিন শাররি মা সানা’তু, আবুউ লাকা বিনি’মাতিকা আলাইয়া, ওয়া আবুউ বিজাবি ফাগফিরলী, ফাইল্লাহু লা ইয়াগফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আনতা। “আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি হাড়া কোনো উপাস্য নেই ; তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমার বান্দা ; আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার চুক্তি ও অংগীকারের উপর আছি। আমি আমার কৃতকার্যের মন্দ পরিণাম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমি স্বীকার করি আমার প্রতি তোমার দানকে এবং স্বীকার করি আমার অপরাধকে। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কেননা, তুমি হাড়া অপরাধরাশি ক্ষমা করার আর কেউ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এ সাইয়েদুল ইসতেগফারের উপর বিশ্বাসস্থাপন করে দিনে খালেস দিলে পড়বে আর সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে ব্যক্তি জান্নাতবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি এই দোয়া রাতে পড়বে আর সকাল হবার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতবাসী হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২২২৮. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنِ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيمَكَ وَلَا أَبَالِي يَا ابْنِ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانِ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي يَا ابْنِ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئًا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَا تَيْتَكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً - رواه الترمذی وَرَأَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّبَرَمِيُّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

২২২৮. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে বনী আদম! তুমি যে পর্যন্ত আমাকে ডাকবে ও ক্ষমার আশা পোষণ করবে, তোমার অবস্থা যা-ই হোক না কেনো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো, আমি কারো পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার অপরাধ যদি আকাশ পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। এরপর তুমি আমার কাছে মাফ চাও, আমি তোমাকে মাফ করে দেবো। (এ ব্যাপারে) আমি কারো পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবীসম অপরাধ নিয়েও আমার সাথে সাক্ষাত করো এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে সাক্ষাত করো, আমি পৃথিবীসম ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে উপস্থিত হবো।-তিরমিযী। আহমাদ ও দারেমী আবু যর হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।

২২২৯. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ عَلِمَ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي مَا لَمْ يُشْرِكْ بِي شَيْئًا - رواه فى شرح السنة

২২২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে জানে আমি গুনাহ মাফ করে দেবার মালিক। আমি তাকে মাফ করে দেবো+এ ব্যাপারে আমি কারো পরোয়া করি না। যে পর্যন্ত সে কাউকে আমার সাথে শরীক না করবে।-শারহুস সুন্নাহ

২২৩০. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَزِمَ الْأِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مُخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ - رواه احمد وابو داود وابن ماجه

২২৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্ষমা চাওয়া করে নিজের জন্য অবশ্যম্ভাবী করে নেয়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হতে বের হয়ে আসার পথ খুলে দেন। প্রত্যেক দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করেন। আর তাকে এমন জায়গা হতে রিয়িক দান করেন যা সে ভাবতেও পারেনি।-আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

২২৩১. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ نِ الصَّدِيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَصْرَ مَنْ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً - رواه الترمذی وابو داود

২২৩১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দিনে সত্তর বার করে একই গুনাহ করার পরও যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে এই গুনাহর জন্য ক্ষমা চাইবে, সে যেনো বাস্তব ক্ষেত্রে এই গুনাহ বার বার করেনি।-তিরমিযী ও আবু দাউদ।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ যে ব্যক্তি বার বার গুনাহ করে লজ্জিত হয় ও আল্লাহর কাছে এজন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে আল্লাহ তাকে বার বারই ক্ষমা করে দেন। সে যেনো কোনো গুনাহই করেনি। যতানের প্ররোচনায় বার বার একই গুনাহ করার পরও আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে। আল্লাহ মাফ করে দেবেন। তবে মাফ চাওয়ার সময় এ গুনাহ আর করবেনা এমন দৃঢ় মনোভাব পাষণ করতে হবে।

২২৩২. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِ التَّوَّابُونَ - رواه الترمذی وابن ماجه والدارمی

২২৩২. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক বনী আদমই অপরাধী। আর উত্তম অপরাধী হলো সে ব্যক্তি যিনি (অপরাধ করে) তাওবা করে।-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী।

২২৩৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ الْمُؤْمِنِ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ فذلِكُمُ الرَّاۓ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ سَكَرَ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ - رواه احمد والترمذی وابن ماجه وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح

২২৩৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন বান্দা অপরাধ করলে তার দিলে একটি কালো দাগ পড়ে। তারপর সে ব্যক্তি তাওবা করলে (ও আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাইলে, তার দিল পরিষ্কার হয়ে যায় (কালো দাগ থাকে না)। যদি গুনাহ বেশি হয় তাহলে কালো দাগও বেশি হয়। তারপর তা তার দিলকে ছেয়ে ফেলে। এটাই সেই মরিচা যার কথা কুরআনে পাকে আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কাল্লা বাল রানা আলা কুলুবিহিম, মাকানু ইয়াক সিবুনা” অর্থাৎ এটা অবশ্যই নয় বরং তাদের দিলের উপর গুনাহর মরিচা লেগে গেছে। যা তারা বরাবরই গমাই করেছে।-সূরা আল মুতাফফিফীন।-আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

২২৩৪. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ اللَّهُ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرَمْ - رواه الترمذی وابن ماجه

২২৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার প্রাণ (রুহ) ওষ্ঠাগত না হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।

২২৩৫. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أَغْوَى عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي. رواه احمد

২২৩৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তান আল্লাহ তাআলার কাছে বললো, তোমার ইয্যতের কসম হে পরওয়ারদিগারে আলাম! আমি তোমার বান্দাদেরকে সব সময় গুমরাহ করতে থাকবো, যতোদিন পর্যন্ত তাদের দেহে তাদের রূহ থাকবে। (শয়তানের একথা শুনে) আল্লাহ তাআলা বললেন, আমার ইয্যত আমার মর্যাদা ও আমার সুউচ্চ অবস্থানের কসম! (শুনাহ করার পর) আমার বান্দা যতোক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে। আমি সবসময় তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকবো।-আহমাদ

২২৩৬. وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يَغْلُقُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قَبْلِهِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ. رواه الترمذی وابن ماجه

২২৩৬. হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তাওবা কবুলের জন্য পশ্চিম দিকে একটি দরজা খুলে রেখেছেন। এ দরজার প্রশস্ততা সত্তর বছরের পথ। পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এ দরজা বন্ধ করা হবে না (অর্থাৎ পশ্চিম দিকে সূর্য উদয় হলে তাওবা কবুল হবে না)। আর এ অর্থই হলো আল্লাহ তাআলার এ বাণীরঃ “ইয়া ওমা ইয়াতি বা’জু আয়াতি রাব্বিকা, লা ইয়ানফাউ নাফসান ঈমানুহা, লাম তাকুন আমানাত মিন কাবলু” অর্থাৎ যেদিন তোমার ‘রবের’ (কিয়ামতের) কোনো বিশেষ নিদর্শন এসে পৌছবে, সেদিন (কেউ ঈমান আনলে) তার ঈমান কোনো কাজে আসবে না। যে ব্যক্তি এ নিদর্শন আসার আগে ঈমান আনেনি। (আনআম ১৫৮)।-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা : ‘কোনো এক নিদর্শন’ অর্থ কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের কোনো একটি। এখানে পশ্চিম দিকে সূর্য উদয় হওয়ার কথা বলে কিয়ামতের নিদর্শনের দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

২২৩৭. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْقُطُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقُطَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقُطُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. رواه احمد وابو داود والدارمی

২২৩৭. হযরত মুআবিয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হিজরাতের ধারাবাহিকতা বন্ধ হবে না, তাওবার দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত। আর তাওবার দরজা বন্ধ হবে না, সূর্য পশ্চিমাকাশে উদিত না হওয়া পর্যন্ত।

-আহমাদ, আবু দাউদ ও দারেমী

ব্যাখ্যা : হিজরতের ব্যাপক অর্থ। এখানে কুফরী হতে ঈমান ও গুনাহ হতে সওয়াবের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে হিজরত বুঝানো হয়েছে।

২২৩৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَحَابِّينِ أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ وَالْآخَرُ يَقُولُ مُذْنِبٌ فَجَعَلَ يَقُولُ أَقْصِرْ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ خَلْنِي وَرَبِّي حَتَّى وَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ نِ اسْتَغْطَمَهُ فَقَالَ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلْنِي وَرَبِّي أَبْعَثْ عَلَى رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَبَدًا وَلَا يَدْخِلُكَ الْجَنَّةَ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمَا مَلَكًا فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلْآخَرِ اتَّسْتَطِيعُ أَنْ تَحْظَرَ عَلَى عَبْدِي رَحْمَتِي فَقَالَ لَا يَا رَبِّ قَالَ أَذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ - رواه احمد

২২৩৮. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈলের দু' ব্যক্তি পরস্পর বন্ধু ছিলো। এদের একজন ছিলো বড় আবেদ আর অন্যজন নিজকে গুনাহগার বলতো। আবেদ তাকে বলতো, তুমি যেসব কাজে লিপ্ত আছো সেসব কাজ হতে ফিরে এসো। গুনাহগার বলতো, আমাকে আমার 'রবের' কাছে ছেড়ে দাও। এরপর একদিন আবেদ ব্যক্তি গুনাহগার ব্যক্তিকে এমন একটি বড় গুনাহের কাজে লিপ্ত পেলো, যা তার কাছে খুবই গুরুতর বলে মনে হলো। সে বললো, বিরত থাকো। সে বললো, আমাকে আমার 'রবের' কাছে ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার জন্য পাহারাদার নিয়োগ করে পাঠানো হয়েছে? আবেদ ব্যক্তি বললো, আল্লাহর কসম! তোমাকে কখনো আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। সেই ফেরেশতা তাদের উভয়ের রূহ কবয় করলো। তারা উভয়েই আল্লাহর দরবারে একত্র হলো। গুনাহগার ব্যক্তিকে আল্লাহ বললেন, আমার অনুকম্পায় তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। আর আবেদ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি আমাকে আমার বান্দাহর প্রতি অনুকম্পা করতে বাধা দিতে পারো? সে বললো, 'না, হেরব'। তখন আল্লাহ বললেন, একে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও।—আহমাদ

ব্যাখ্যা : গুনাহগার ব্যক্তি গুনাহ করলেও নিরহংকার ছিলো। আল্লাহর রহমতের আশা করতো। আর আবেদ ব্যক্তি নিজের নেককাজ ও ইবাদাতের জন্য অহংকার বোধ করতো। গুনাহগারকে আল্লাহ মাফ করবেন না বলে শাসাতো। ইবাদাতের উপর তার নির্ভরশীলতা ছিলো, আল্লাহর রহমতের উপর নয়। এ হাদীসে আল্লাহর রহমত ও অনুকম্পার প্রতি বেশি আস্থাশীল হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

২২৩৯. وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يُبَالِي - رواه احمد والترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ يَقُولُ بَدَلُ يَقْرَأُ

২২৩৯. হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনে কারীমের এ আয়াত পড়তে শুনেছি, “ইয়া ইবাদিয়াল্লাজিনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাহু মির্ রাহমাতিল্লাহ, ইল্লাল্লাহা ইয়াগফিরুয জুনুবা জামিআ” অর্থাৎ ওইসব বান্দারা যারা নিজেদের উপর গুনাহ করার মাধ্যমে বাড়াবাড়ি করেছে। আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সকল গুনাহ মাফ করে দেন।—সূরা আয যুমার : ৫৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আর এ ব্যাপারে আল্লাহ কারো পরোওয়া করেন না।—আহমাদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীস হাসান ও গরীব।

২২৪০. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى الْاَلُ لَلْمَمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِنْ تَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ تَغْفِرَ جَمًّا وَاَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا اَلْمَا - رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

২২৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ আল্লাহর কালামের এ বাণী, “ইল্লাল্লামামা” অর্থাৎ “সগীরা গুনাহ” ছাড়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ! যদি তুমি মাফ করো, মাফ করো বড়ো গুনাহ। কারণ এমন কোনো বান্দাহ আছে কি, যে সগীরা গুনাহ করেনি।—তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান।

ব্যাখ্যা : الْاَلُ لَلْمَمَ (ইল্লাল্লামামা) একটি আয়াতের অংশ। গোটা আয়াত হলো الَّذِينَ الْاَلُ لَلْمَمَ أَنْ رُبَّكَ وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ অর্থাৎ, যারা ছোট গুনাহ ছাড়া বড়ো গুনাহ ও অশ্লীল কাজ পরিহার করে চলে। নিশ্চয় তোমার ‘রব’ হচ্ছেন, উদার ক্ষমার মালিক।

২২৪১. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يِعْبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَاَسْتَلُونِي الْهُدَى اِهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فُقْرَاءُ اِلَّا مَنْ اَغْنَيْتُ فَاَسْتَلُونِي اَرْزُقْكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ اِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ اَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاَسْتَغْفِرْنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا اَبَالِي وَلَوْ اَنْ اُولَكُمْ وَاَخْرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرَطَبَكُمْ وَبَابِسْكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى اَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ اَنْ اُولَكُمْ وَاَخْرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرَطَبَكُمْ وَبَابِسْكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى اَشَقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ اَنْ اُولَكُمْ وَاَخْرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرَطَبَكُمْ وَبَابِسْكُمْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَّاحِدٍ فَسَالَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِّنْكُمْ مَا بَلَغَتْ اُمْنِيَّتُهُ فَاَعْطِيتُ كُلَّ سَائِلٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي اِلَّا كَمَا

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَعَمَسَ فِيهِ ابْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا ذَلِكَ بَأْتَى جَوَادٌ مَّاجِدٌ أَفْعَلُ
أُرِيدُ عَطَائِي كَلَامٌ وَعَذَائِي كَلَامٌ إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ
- رواه احمد والترمذی وابن ما

২২৪১. হযরত আবু যার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
আল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দাগণ! তোমাদের সকলেই
হারা, তারা ছাড়া যাদের আমি পথের সন্ধান দিয়েছি। তাই তোমরা আমার কাছে পথের
তান চাও, আমি তোমাদেরকে পথের সন্ধান দেবো। তোমাদের সকলেই অভাবগ্রস্ত তারা
হা আমি যাদেরকে অভাব মুক্ত করেছি। তাই তোমরা আমার কাছে চাও। আমি তোমাদেরকে
যেক দান করবো। তোমাদের সকলেই অপরাধী। তারা ছাড়া যাদেরকে আমি নিরাপদে
খেছি। তাই তোমাদের যে বিশ্বাস করে আমি ক্ষমা করে দেবার শক্তি রাখি, সে যেনো
মার কাছে ক্ষমা চায়। আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। (এ ব্যাপারে) আমি কারো পারোয়া করি
। যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ পর্যন্ত, তোমাদের জীবিত ও মৃত তোমাদের কাঁচা ও
মনো (শিশু ও বৃদ্ধ) সকলেই আমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তির
হয়ের মত হৃদয় হয়ে যায় এটা হবে আমার সাম্রাজ্যের একটি মাছির পালক সমানও
দ্রুতে পারবে না। আর যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ, জীবিত ও মৃত কাঁচা ও শুকনো
সকলেই আমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয়ের মতো এক হৃদয়
হয় যায়, তাও আমার সাম্রাজ্যের একটি মাছির পালক পরিমাণও কমাতে পারবে না।
তোমাদের প্রথম ও শেষ, জীবিত ও মৃত, কাঁচা ও শুকনো সকলেই যদি এক প্রান্তরে জমা হয়,
পর তোমাদের প্রত্যেকে তার কামনা অনুযায়ী আমার কাছে চায়। আর আমি তোমাদের
তাক প্রার্থনাকারীকে দান করি। তা আমার সাম্রাজ্যে কিছুমাত্র কমাতে পারবে না।
তোমাদের কেউ যেমন সমুদ্রের কাছে গিয়ে যদি ওতে একটি সুই ডুবিয়ে তা ওঠায় (তাতে সমুদ্রের
নিকি কমবে) ? এর কারণ হলো, আমি বড়ো দাতা—উদার মনের দাতা ; আমি যা চাই, তাই
হই। আমার দান হলো আমার কালাম মাত্র। আমার শাস্তি হলো, আমার হুকুম মাত্র। আর
যি কোনো কাজ করতে চাইলে শুধু বলি, হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।

-আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ।

٢٢٤٢. وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ قَالَ قَدْ
رُبُّكُمْ أَنَا أَهْلُ أَنْ أَتَقَى فَمَنْ أَتَقَانِي فَأَنَا أَهْلُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ

- رواه الترمذی وابن ماجه والداره

২২৪২. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ত বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি এ আয়াত, “হুয়া আহলুত তাকওয়া ওয়া আহলুল
গফিরাহ” (অর্থাৎ আল্লাহ হলেন, ভয় করার যোগ্য ও মাগফিরাত করার মালিক) পড়লেন।
নি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন, তোমাদের রব
লেন, আমি লোকের ভয় করার যোগ্য। তাই যে আমাকে ভয় করলো, তাকে আমি ক্ষমা
র দেবার মালিক। -তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী।

২২৪৩. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِائَةَ مَرَّةٍ - رواه احمد والترمذى وابو داؤد وابن ماجة

২২৪৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একই মজলিসে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইসতেগফার একশত বার গণতাম। তিনি বলতেন, ‘রাব্বিগফিরলী ওয়াতুব আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুল গাফুর’ অর্থাৎ হে রব! তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমার তাওবা কবুল করো। কারণ তুমি তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাশীল।-আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

২২৪৪. وَعَنْ بِلَالِ بْنِ يَسَارٍ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَالَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الرَّحْفِ - رواه الترمذى وابو داؤد لَكِنَّهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ هَلَالُ بْنُ يَسَارٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২২৪৪. হযরত বেলাল ইবনে ইয়াসার রাঃ (রাসূলের আযাদ করা গোলাম) বলেন, আমার পিতা আমার দাদার বরাত দিয়ে বলেন, আমার দাদা যায়েদ বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন। যে ব্যক্তি “আসতাগ-ফিরুল্লাহাজ্জী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি” বললো, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন, যদি সে যুদ্ধের সারি হতেও পালিয়ে এসে থাকে।-তিরমিযী, আবু দাউদ। তবে আবু দাউদ বলেন, হাদীসে বর্ণনাকারীর নাম হলো হেলাল ইবনে ইয়াসার।-তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২২৪৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ آتِنِي لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتَغْفَارٍ وَلَكَ لَكَ - رواه احمد

২২৪৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাঁর কোনো সালেহ বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন। এ অবস্থা দেখে সে সালেহ বান্দা বলবে, হে রব! এ মর্যাদা আমার? আল্লাহ তাআলা তখন বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানদের মাগফিরাত কামনা করার কারণে।-আহমাদ

২২৪৬. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا

كَالْفَرِيقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلَحُّقَهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِ دَعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْأَسْتِغْفَارُ لَهُمْ۔
رواه البيهقي في شعب الايمان

২২৪৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তি পানিতে পতিত ব্যক্তির তো সাহায্যপ্রার্থী। সে তার পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধুর দোআ পৌছার অপেক্ষায় থাকে। তার কাছে যতক্ষণ এ দোআ পৌছে, তখন তার কাছে গোটা দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল জিনিস অপেক্ষা এ দোআ বেশি প্রিয় হয়। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবাসীদের দোআয় কবরবাসীদেরকে সাহায্যসম রহমত পৌছান। মৃত ব্যক্তিদের জন্য হাদিয়া হলো জীবিতদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া।-বায়হাকী শোআবুল ইমান।

২২৪৭. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طُوْنِي لِمَنْ وَجَدَ مِنْ صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا۔ رواه ابن ماجة وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔

২২৪৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যার আমলনামায় ক্ষমা চাওয়া বেশি পাওয়া যাবে।-ইবনে মাজা। আর নাসাই তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন, আমল ইয়াওমিন ওয়া লাইলাতিন।

২২৪৮. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا۔ رواه ابن ماجة والبيهقي في الدعوات الكبير

২২৪৮. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ! যখন যারা ভালো কাজ করে খুশী হয় ও মন্দ কাজ করে ক্ষমা চায়। আমাকে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত করো।-ইবনে মাজাহ, বায়হাকী।

২২৪৯. وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنْ الْمُؤْمِنُ يَرَى ذَنْبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَةٍ يُخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذَنْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا أَوْ بِيَدِهِ فَذَيَّبَهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ فَطَلَبَهَا حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ

وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ
فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَشِرَاكُهُ
قَالَ اللَّهُ أَشَدُّ قَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ - رَوَى مُسْلِمٌ الْمَرْقُوعُ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَحَسَبَ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ الْمَوْقُوفَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا -

২২৪৯. তাবেয়ী হযরত হারিস ইবনে সুওয়াইদ রহঃ বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমাকে দুটো কথা বলেছেন। একটি কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে। আর একটি কথা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে। তিনি বলেছেন, মুমিন নিজের গুনাহকে মনে করে যেনো সে কোনো পাহাড়ের নীচে বসে আছে। এ পাহাড় তার উপর ভেঙ্গে পড়ার ভয় করে সে। অপরদিকে ফাজের ব্যক্তি নিজের গুনাহকে দেখে একটি মাছির মতো, যা তার নাকের উপর বসলো। আর তা সে হাত নাড়িয়ে তাড়িয়ে দিলো। এরপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার তাওবায় সে লোকের চেয়ে বেশি খুশী হন, যে লোক কোনো ধ্বংসকারী মরুভূমিতে পৌঁছেছে। তার সাথে তার বাহন রয়েছে। বাহনের উপর তার খাদ্য সমগ্রী রয়েছে। সে সেখানে যমীনে মাথা রাখলো। সামান্য ঘুমালো। জেগে দেখলো, তার বাহন চলে গেছে। বাহন খুঁজতে শুরু করলো সে। পরিশেষে গরম তৃষ্ণা ও অপরাপর দুঃখ-কষ্ট যা আল্লাহর মর্জি তাকে কাতর করে ফেললো। সে সিদ্ধান্ত নিলো, আমি যেখানে ছিলাম সেখানে গিয়ে আমৃত্যু হয়ে থাকবো। অতএব সে তথায় গিয়ে নিজের বাহর উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। যাতে সে এখানে মৃত্যুবরণ করে। এ সময় জেগে দেখে তার বাহন তার কাছে। বাহনের উপর তার খাবারের সবকিছু আছে। এ ব্যক্তি তার বাহন ও খাবার সামগ্রী ফেরত পেয়ে যেরকম খুশী হয়, আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার তাওবায় এর চেয়েও বেশি খুশী হন। মুসলিম শুধু মারফু অংশ। - বুখারী মওকুফ ও মারফু উভয় অংশ বর্ণনা করেছেন।”

২২৫০. وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفْتَنَ التَّوَّابَ -

২২৫০. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ওই মুমিন বান্দাকে ভালোবাসেন যে গুনাহ করে তাওবা করে।

২২৫১. وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا أَحَبُّ أَنْ لِيَ الدُّنْيَا بِهَذِهِ الْآيَةِ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا الْآيَةَ فَقَالَ رَجُلٌ فَمَنْ أَشْرَكَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِلَّا وَمَنْ أَشْرَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

২২৫১. হযরত সাওবান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “ইয়া ইবাদিআল্লাজিনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম, লা তাক্নাতু মিররাহমাতিল্লাহি আয়াতের শেষ পর্যন্ত। এ আয়াতের পরিবর্তে গোটা

দুনিয়া করতলগত হওয়াকেও আমি পছন্দ করি না। এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো, যে ব্যক্তি শিরক করেছে? তিনি তখন কিছু সময় চুপ থাকলেন। এরপর তিনবার বললেন, যে ব্যক্তি শিরক করেছে তার জন্যও একথা।

২২৫২. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْحِجَابُ قَالَ أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ -
- روى الاحاديث الثلاثة احمد وروى البيهقي الأخير في كتاب البعث والنشور -

২২৫২. হযরত আবু যর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন, যে পর্যন্ত (তার ও তার বান্দার মধ্যে) পর্দা না পড়ে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পর্দা কি? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তির মুশরিক হয়ে মৃত্যুবরণ।-উপরের তিনটি হাদীসই বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ। আর শেষ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন কিতাবুল বাসি ওয়াননুশুর।

২২৫৩. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَعْدِلُ بِهِ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ جِبَالِ دُثُوبٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ - رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور

২২৫৩. হযরত আবু যর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কাউকেও আল্লাহর সমান মনে না করে মৃত্যুবরণ করবে। তার পাহাড়তুল্য গুনাহ থাকলেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।-বায়হাকী

২২৫৪. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ - رواه ابن ماجة والبيهقي في شعب الايمان وقال تفرد به النهراني وهو مجهول وفي شرح السنة روى عنه موقوفًا قال الندم توبة والثائب كمن لا ذنب له -

২২৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গুনাহ হতে তাওবাকারী ওই ব্যক্তির মতো যার কোনো গুনাহ নেই।-ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী শোয়াবুল ইমানে বলেন, নাহরানী এটা একাই বর্ণনা করেছেন অথচ তিনি হলেন মাজহুল ব্যক্তি। আর শরহুসুন্নায়া ইমাম বাগবী এটাকে মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অনুশোচনাই হলো তাওবা। আর তাওবাকারী হলো ওই ব্যক্তির ন্যায় যার কোনো গুনাহ নেই।

৩- باب

৩. আল্লাহ তাআলার রহমতের ব্যাপকতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

২২৫৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ أَنْ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي وَفِي رِوَايَةٍ غَلَبَتْ غَضَبِي .

মতفق عليه

২২৫৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এ সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলে একটি কিতাব লিখলেন। এ কিতাব আরশের ওপর তাঁর নিকট আছে। এ কিতাবে আছে, আমার রহমত আমার রাগকে অতিক্রম করেছে। অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, আমার রাগের উপর (আমার রহমত) জয়লাভ করেছে।—বুখারী, মুসলিম

২২৫৬. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَأَحَدَةً بَيْنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِ فِيهَا يَتَعَاطَفُونَ فِيهَا يَتَرَاحَمُونَ فِيهَا تَعَطَّفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَآخِرُ اللَّهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يُرْحَمُ بِهَا عِبَادُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ .

মতفق عليه . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ نَحْوَهُ وَفِي آخِرِهِ قَالَ قَادًا كَانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ .

২২৫৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার একশটি রহমত রয়েছে। এর থেকে মাত্র একটি রহমত তিনি (দুনিয়ার) জিন, ইনসান, পশু ও কীট-পতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। এ একটি রহমত দিয়ে তারা একে অপরকে স্নেহ করে, এ রহমত দিয়ে তারা একে অপরকে সহমর্মিতা দেখায়, দয়া করে। এর দ্বারাই বন্য প্রাণীগুলো এদের সন্তানকে ভালোবাসে। আর বাকী নিরানব্বইটি রহমত আল্লাহ তাআলা পরবর্তী সময়ের জন্য রেখে দিয়েছেন। এগুলো দিয়ে তিনি কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদেরকে রহম করবেন।—বুখারী মুসলিম। মুসলিমের এক বর্ণনায় হযরত সালমান ফারসী হতে এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। এর শেষের দিকে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ওই সকল রহমত দিয়ে তাকে পরিপূর্ণ করবেন।

২২৫৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ .

মতفق عليه

২২৫৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট কি শাস্তি রয়েছে মুমিন বান্দা যদি তা জানতো, তাহলে তাঁর জান্নাতের আশা কেউ করতো না। আর কাফের যদি জানতো আল্লাহর কাছে কি দয়া রয়েছে তাহলে কেউ তাঁর জান্নাত হতে নিরাশ হতো না।-বুখারী, মুসলিম

২২৫৮. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِّنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ - رواه البخارى

২২৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো জন্য জান্নাত জুতার ফিতা হতেও বেশি কাছে। আর জাহান্নামও ঠিক এরূপ।-বুখারী

ব্যাখ্যা : এর অর্থ হলো দুনিয়ায় জান্নাতের কাজ করলে জান্নাতে যাওয়া যেমন সহজ। একইভাবে দুনিয়ায় জাহান্নামের কাজ করলে জাহান্নামে যাওয়াও বেশ সহজ। তাই দুনিয়ায় সন্তর্পণে পরকালের কথা স্মরণ করে সতর্ক হয়ে চলা উচিত।

২২৫৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَجُلٌ لَّمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ لَأَهْلِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أُسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ اذْرَوْا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَنُتَنِّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ الْبَحْرُ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ - متفق عليه

২২৫৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো সময় কোনো ভালো কাজ করেনি এমন এক ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনকে বললো, আর এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি নিজের উপর বাড়াবাড়ি করেছে। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে নিজের সন্তান-সন্ততিকে ওসিয়ত করলো সে মৃত্যুবরণ করলে তাকে যেনো পুড়ে ফেলা হয়। তারপর মৃতদেহের ছাইভস্মের অর্ধেক স্থলে ও অর্ধেক সমুদ্রে ছিটিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর কসম! যদি তিনি তাকে ধরতে পারেন তাহলে এমন শাস্তি দেবেন, যা দুনিয়ার কাউকেও কখনো দেননি। সে মরে গেলে তার নির্দেশ অনুসারেই তার সন্তানরা কাজ করলো। এরপর আল্লাহ তাআলা সমুদ্রকে আদেশ দিলেন। সমুদ্র তার মধ্যে যা ছাইভস্ম পড়েছিলো সব একত্র করে দিলো। ঠিক এভাবে স্থলভাগকে নির্দেশ করলেন, স্থলভাগ তার মধ্যে যা ছাইভস্ম ছিলো সব একত্র করে দিলো। অবশেষে আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেনো এই কাজ করলে? তোমার ভয়ে হে রব! তুমি তো তা জানো। তার একথা শুনে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।

ব্যাখ্যা : লোকটি মনে করেছিলো তাকে পুড়িয়ে তার দেহ ভস্ম জলেস্থলে ছিটিয়ে দিলে সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাকে আর পাওয়া যাবে না, ধরা যাবে না। এতোসব করার পরও

যে সে পাকড়াও হবে সে জানতো না। আল্লাহর অসীম কুদরতের জ্ঞান তার ছিলো না। কিন্তু মনে মনে আল্লাহকে ভয় করতো। তার ঈমান ছিলো। কিন্তু আল্লাহর মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানতো না। তাই তিনি তাকে মাফ করে দিলেন।

২২৬০. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ فَأِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْيُهَا تَسْعَى إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَالْصَّقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَتُرُونَ هَذِهِ طَارِحَةٌ وَلَدَهَا فِي النَّارِ فَقُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا - متفق عليه

২২৬০. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একদিন কিছু যুদ্ধবন্দী এলো। এ সময় দেখা গেলো, একটি মহিলার বুকের দুধ ঝরে পড়ছে। আর সে শিশু সন্তানের খোঁজে দৌড়াদৌড়ি করছে। এ সময়ই বন্দীদের মধ্যে একটি শিশু দেখতে পেলো। তাকে কোলে উঠিয়ে নিয়ে সে দুধ পান করালো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাদেরকে বললেন, তোমাদের কি মনে হয় এ মহিলাটি কি সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? উত্তরে আমরা বললাম, না, হে আল্লাহর রাসূল! কখনো না। যদি সে নিক্ষেপ না করার শক্তি রাখে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, নিশ্চয়ই এ মহিলার সন্তানের প্রতি মমত্ববোধের চেয়ে, বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার মমত্ববোধ অনেক বেশি।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : “নিজ সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?” একথার মর্ম হলো, মহিলা যখন অন্যের সন্তানের প্রতি এতো মমত্ব দেখায়, তখন নিজের সন্তানকে কি সে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?

২২৬১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يَنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ فَيَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْتَدُوا وَرَوْحُوا وَشَىءٌ مِّنَ الدَّلْجَةِ وَالْقَصْدُ الْقَصْدُ تَبَلَّغُوا - متفق عليه

২২৬১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কাউকেও তার আমল মুক্তি দিতে পারবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকেও না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, আমাকেও নয়। অবশ্য যদি আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে নেন। তবে তোমরা সঠিকভাবে আমল করতে থাকবে, মধ্য পন্থা অবলম্বন করবে। সকাল সন্ধ্যায় ও রাতে কিছু ইবাদাত করবে। অবশ্যই তোমরা ইবাদাতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। তাতে তোমরা তোমাদের মঞ্জিলে মাকসুদে পৌছতে পারবে।—বুখারী, মুসলিম

২২৬২. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا أَنَا إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ - رواه مسلم

২২৬২. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কাউকেই তার আমল জান্নাতে পৌছাতে পারবে না। তাকে জাহান্নাম হতেও নাজাত দিতে পারবে না। এমন কি আল্লাহর রহমত না হলে আমাকেও নয়।—মুসলিম

۲۲۶۳. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ الْقِصَاصِ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا رواه البخاری

২২৬৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যখন ইসলাম কবুল করে তার ইসলাম খাটি হয়। তার এ ইসলাম কবুল দ্বারা আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেন। এরপর তার নেক কাজ হয় পাপ কাজের বিনিময়ে। একটি নেক কাজের দশ দশ গুণ হতে সাতশ' গুণ বরং অনেক গুণ পর্যন্ত লেখা হয়। আর পাপ কাজের জন্য একগুণ মাত্র। তবে আল্লাহ যার এই পাপ কাজকে এড়িয়ে যান (সেতো এক গুণের শাস্তিও পাবে না)।—বুখারী

۲۲۶۴. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ هُوَ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ - متفق عليه

২২৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা নেক ও পাপ নির্ধারণ করে রেখেছেন। যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু তা করেনি আল্লাহ তাআলা তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিখে নেন। আর যদি নেক কাজের ইচ্ছা পোষণ করার পর তা বাস্তবে করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে এই একটি নেক কাজের জন্য দশ গুণ হতে সাতশ' গুণ বরং বহুগুণ পর্যন্ত নেক কাজ হিসাবে লিখেন। আর যে ব্যক্তি পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু বাস্তবে তা না করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য একে একটি পূর্ণ নেক কাজ হিসাবে লেখেন। আর যদি পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করার পর তা বাস্তবে করে তাহলে আল্লাহ এর জন্য তার একটি মাত্র পাপ লিখেন।—বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২২৬৫. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيْقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَّتْ حَلْقَةً ثُمَّ عَمِلَ أُخْرَى فَانْفَكَّتْ أُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ .

رواه فى شرح السنة

২২৬৫. হযরত ওকবা ইবনে আমের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করার পর আবার ভালো কাজ করে, তার দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো, যার গায়ে সংকীর্ণ বর্ম রয়েছে এবং তা তার গলা কষে ধরেছে। এরপর সে কোনো ভালো কাজ করলো যাতে তার একটি গিরা খসে পড়লো। এরপর আর একটি ভালো কাজ করলো এতে আর একটি গিরা খুলে গেলো। পরিশেষে বর্মটি খুলে মাটিতে পড়ে গেলো।—শরহে সুন্নাহ

২২৬৬. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْصُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَن - قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الثَّانِيَّةُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَن - فَقُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الثَّالِثَةُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَن - فَقُلْتُ الثَّالِثَةُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رواه احمد

২২৬৬. হযরত আবু দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিন্বারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করার সময় বলতে শুনেছেন, বক্তৃত্ত যখন তিনি বলছেন, “ওয়া লিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতানে”, অর্থাৎ “যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন হিসাব দেবার জন্য নিজের রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করেছে তার জন্য দুটি জান্নাত।” বর্ণনাকারী আবু দারদা বলেন, আমি একথা শুনে (বিস্মিত হয়ে) জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি এ ভয়কারী যিনাও করে থাকে অথবা চুরিও করে থাকে তারপরও সে দুটি জান্নাত পাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার পড়লেন, “ওয়া লিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতানে” আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যক্তি যিনা করে থাকলেও ও চুরি করে থাকলেও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়বারও বললেন, “ওয়া লিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতানে” আমি আবার তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে ব্যক্তি যিনা করে থাকলেও, চুরি করে থাকলেও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বললেন, আবু দারদার নাক কাটা গেলেও (অর্থাৎ তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও)।—আহমাদ

২২৬৭. وَعَنْ عَامِرِ بْنِ الرَّامِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ يَعْزِي عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ

عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدِ اتَّفَعْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَرْتُ بِغَيْضَةِ شَجَرٍ فَسَمِعْتُ فِيهَا أَصْوَاتَ فِرَاحٍ فَطَائِرٍ فَأَخَذْتُهِنَّ فَوَضَعْتُهِنَّ فِي كِسَائِي فَجَاءَتْ أُمُّهُنَّ فَسْتَدَارَتْ عَلَى رَأْسِي فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ فَلَفَفْتُهِنَّ بِكِسَائِي فَهُنَّ أُولَاءُ مَعِيَ قَالَ ضَعْنَهُنَّ فَوَضَعْتُهِنَّ وَابَّتْ أُمُّهُنَّ إِلَّا لَزُومَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّعْجِبُونَ لِرَحِمِ أُمِّ الْأَفْرَاحِ فِرَاحُهَا فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لِلَّهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الْأَفْرَاحِ بِفِرَاحِهَا إِرْجِعْ بِهِنَّ حَتَّى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ فَرَجَعَ بِهِنَّ - رواه أبو داود

২২৬৭. হযরত আমের রাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে পৌছলো, তার গায়ে একটি চাদর জাতীয় জিনিস পেছানো ছিলো। সে বললো, হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আমি বনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এ সময়ে বনে পাখির বাচ্চার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বাচ্চাগুলোকে আমার চাদরে রাখলাম। এমন সময় এদের মা এসে আমার মাথার উপর ঘুরতে লাগলো। আমি বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দিলাম। তখন মা পাখিটি ওদের মধ্যে এসে পড়লো। তখনি আমি এদের সকলকে আমার চাদরে জড়িয়ে ফেললাম। এই যে এগুলো এখনো আমার সাথে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এদেরকে ছেড়ে দাও। সাথে সাথে আমি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এদের মা এদের ছেড়ে গেলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, বাচ্চাদের প্রতি বাচ্চাদের মায়ের দয়া দেখে তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছে? কসম সেই সত্তার যিনি আমাকে সত্য নিয়ে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি বাচ্চাগুলোর মায়ের বাচ্চাদের প্রতি দয়ার চেয়েও বেশি দয়াবান। এগুলোকে নিয়ে যাও। যেখান থেকে নিয়ে এসেছো সেখানে তাদের মায়ের সাথে রেখে এসো। তাই সে ব্যক্তি বাচ্চাগুলো নিয়ে গেলো।-আবু দাউদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২২৬৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ قَالُوا نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ وَامْرَأَةٌ تَخْضِبُ بِقَدْرِهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجٌ تَنَحَّتْ بِهِ فَآتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي الْيَسَّ اللَّهُ أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ قَالَ بَلَى قَالَتْ الْيَسَّ اللَّهُ أَرْحَمَ بَعِبَادِهِ مِنَ الْأُمَّ بَوْلِدَهَا قَالَ بَلَى قَالَتْ إِنَّ الْأُمَّ لَا تُثْلَفِي وَلَكِنِّي فِي النَّارِ فَكَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبُكَيٍّ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى اللَّهِ وَآبِي أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - رواه ابن ماجه

২২৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোনো এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তিনি একটি জনসমষ্টির কাছে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এরা কোনো জাতি? তারা উত্তরে বললো, আমরা মুসলিম। একজন মহিলা তখন তার পাতিলের নীচে আগুন ধরাচ্ছিলো। তার কাছে ছিলো তার একটি শিশু সন্তান। তখন আগুনের একটি ফুলকি উপরের দিকে জ্বলে উঠলে সে তার সন্তানকে দূরে সরিয়ে দিলো। এরপর মহিলাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আপনি কি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে বললো, আপনার জন্য আমার মাতাপিতা উৎসর্গ হোক। বলুন! আল্লাহ তাআলা সর্বাপেক্ষা দয়ালু নন? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। মহিলাটি বললো, তবে আল্লাহ তাআলা কি তাঁর বান্দাদের প্রতি, সন্তানের প্রতি মায়ের দয়ার চেয়ে বেশি দয়ালু নন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই। মহিলা তখন বললো, মা তো কখনো তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করে না। মহিলার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীচের দিকে মাথা নুইয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি মাথা উঠিয়ে মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে একান্ত অবাধ্য ও বিদ্রোহী যারা “লাইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলতে অস্বীকার করে তাদের ছাড়া আর কাউকে (আগুনে জ্বালিয়ে) শাস্তি দেবেন না।

-ইবনে মাজাহ

২২৬৯. وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللَّهِ فَلَا يَزَالُ بِذَلِكَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَجِبْرِئِيلَ إِنْ فَلَانًا عَبْدِي يَلْتَمِسُ أَنْ يُرْضِيَنِي إِلَّا وَأَنْ رَحِمْتَنِي عَلَيْهِ فَيَقُولُ جِبْرِئِيلُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى فَلَانٍ وَيَقُولُهَا حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَّى يَقُولُهَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ثُمَّ تَهْبِطُ لَهُ إِلَى الْأَرْضِ - رواه احمد

২২৬৯. হযরত সাওবান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় আর এ সন্তুষ্টিলাভের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। তাই আল্লাহ তাআলা জিবরাঈলকে বলেন, আমার অমুক বান্দা আমাকে সন্তুষ্ট করতে চায়। জেনে রাখো, তার প্রতি আমার রহমত আছে। জিবরাঈল তখন বলেন, অমুকের প্রতি আল্লাহর রহমত আছে। আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও একথা বলতে থাকেন, বলতে থাকেন একথা তাদের আশেপাশের ফেরেশতাগণও। পরিশেষে সত্ত্ব আকাশের অধিবাসীগণও একই কথা বলেন। এরপর তার জন্য রহমত যমীনের দিকে নেমে আসতে থাকে।-আহমাদ

২২৭০. وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ قَالَ كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ - رواه البيهقي

فی کتاب البعث والنشور

২২৭০. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আল্লাহ তাআলার এ কালাম, “ফামিনহুম জালেমুন লিনাফসিহী, ওয়া মিনহুম মুকতাসিদ, ওয়া মিনহুম সাবেকুন বিল্ খাইরাতে” অর্থাৎ বান্দাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি যুলুম করে, তাদের মধ্যে কেউ ভালো মন্দ উভয়ই করে, আবার কেউ ভালোর দিকে এগিয়ে যায়। এরা সকলেই জান্নাতে যাবে।—বায়হাকী কিতাবুল বাসি ওয়ানুশূর।



২. باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

৪. সকাল সন্ধ্যা ও শয্যা গ্রহণকালে যা বলবে

প্রথম পরিচ্ছেদ

২২৭১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلْكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسَوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ - رواه مسلم

২২৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যার সময় বলতেন, “আমরা সন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম এবং সন্ধ্যায় প্রবেশ করলো সাম্রাজ্য আল্লাহর জন্য। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তার কোনো শরীক নেই। দুনিয়ার এ সাম্রাজ্য তাঁর। তাঁরই জন্য সব প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এ রাতের কল্যাণ চাই আর এতে যা আছে তার কল্যাণ চাই। আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে রাতের অকল্যাণ হতে আর তাতে যা আছে তার অকল্যাণ হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই, অলসতা, বার্ধক্য ও বার্ধক্যের অপকারিতা এবং দুনিয়ার বিপদাপদ ও কবরের আযাব হতে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভোরে প্রবেশ করতেন তখনও এরূপ বলতেন। তিনি বলতেন, আমরা ভোরে প্রবেশ করলাম, ভোরে প্রবেশ করলো সাম্রাজ্যসমূহ আল্লাহর জন্য। আর এক বর্ণনায় আছে, হে রব! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে জাহান্নামের আযাব ও কবরের শাস্তি হতে।—মুসলিম

২২৭২. وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَى وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ - رواه البخارى ومسلم عن البراء

২২৭২. হযরত হুযাইফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে শয্যাগ্রহণের সময় গালের নীচে হাত রাখতেন। তারপর বলতেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি ও তোমার নামেই জীবিত হই।” তিনি ঘুম থেকে জেগে বলতেন সব প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন। তারই দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হতে।—বুখারী। ইমাম মুসলিম বারান্না হতে।

২২৭৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَإِيكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ لِيَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقُلْ بِاسْمِكَ . متفق عليه وَفِي رِوَايَةٍ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَفَةِ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَأَغْفِرْهَا . متفق عليه

২২৭৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ বিছানায় শয়নকালে যেনো নিজের পরিধেয় বস্ত্রের ভিতর দিক দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেয়। কারণ সে জানে না তার (বিছানা থেকে উঠে যাবার) পর, বিছানায় কি এসে পড়েছে। এরপর সে যেনো এই দোয়া পড়ে, “হে রব! তোমার নামে আমার দেহ রাখলাম। তোমার নামেই আবার তা উঠাবো যদি তুমি আমার আত্মাকে (মৃত্যু হতে) ফিরিয়ে রাখো। অতএব তুমি আমার আত্মার উপর রহমত করো। আর যদি একে ছেড়ে দাও, তাহলে এর হিফায়ত করো, যা দিয়ে তুমি তোমার নেক বান্দাদেরকে হিফায়ত করে থাকো।” অন্য এক বর্ণনায় আছে, অতপর সে যেনো নিজের ডান প্রাশের উপর শয়ন করে। তারপর বলে, তোমারই নামে।—বুখারী, মুসলিম

অন্য আর এক বর্ণনায়, “তারপর সে যেনো পরিধেয় বস্ত্রের ভিতরের দিক দিয়ে (বিছানা) তিনবার ঝেড়ে নেয় এবং যদি তুমি আমার আত্মাকে রেখে দাও, ক্ষমা করে দিও একে।”

ব্যাখ্যাঃ তখনকার দিনের মুসলমানগণ খুব গরীব ছিলো। পরনের কাপড় ছাড়া তখন তাদের অন্য কোনো কাপড় থাকতো না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেবার কথা বলেছেন। তাদের পরিধেয় বস্ত্র ছিল সেলাইবিহীন। তাই ডান কোণের ভিতর দিয়ে বিছানা ঝাড়তে তাদের অসুবিধা হতো না।

২২৭৪. وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ هُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ يَا فَلَانُ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا لَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ اسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ إِلَى قَوْلِهِ أَرْسَلْتَ وَقَالَ فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتُ خَيْرًا . متفق عليه

২২৭৪. হযরত বারআ ইবনে আযেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় ডান কাত হয়ে শয়ন করতেন। তারপর তিনি বলতেন, “হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, তোমার দিকে মুখ ফিরালাম, আমার কাজ তোমার উপর সমর্পণ করলাম। ভয়ে ভয়ে ও আগ্রহ ভরে তোমার সাহায্যের উপর আমি নির্ভর করলাম। তুমি ছাড়া আর কারো কাছে আশ্রয় ও মুক্তি পাবার আর কোনো জায়গা নেই। যে কিতাব তুমি নাযিল করেছো, ও যে নবী তুমি পাঠিয়েছো, পরিপূর্ণভাবে আমি এর উপর বিশ্বাস করি।”

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এ দোআ পাঠ করবে তারপর ওই রাতেই মারা যাবে, সে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, বর্ণনাকারী ‘বারআ’ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন, হে অমুক! তুমি বিছানায় শয়নকালে নামাযের ওয়ুর মতো ওয়ু করবে এবং ডান কাত হয়ে শয়ন করবে তারপর বলবে, “হে আল্লাহ! আমি আমার নিজকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম হতে “পাঠিয়েছো” পর্যন্ত। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি এ রাতেই মৃত্যুবরণ করো, মৃত্যুবরণ করবে ইসলামের উপর। আর যদি ভোরে (জীবিত) ওঠো, উঠবে কল্যাণ নিয়ে।—বুখারী, মুসলিম

২২৭৫. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوَانَا فُكُم مِّمَّنْ لَا كُفَى لَهُ وَلَا مُوْءَى - رواه مسلم

২২৭৫. হযরত অনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় শোয়ার সময় বলতেন, “আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আত্আমানা ওয়া সাকানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা। ফাকাম মিয়ান লা কাফিয়া লাহ ওয়ালা মুবিয়া” (অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! যিনি আমাদেরকে খাবার দিলেন, পান করালেন, আমাদের প্রয়োজন পূরণ করলেন, আমাদেরকে আশ্রয় দিলেন। অথচ এমন কতো লোক রয়েছে যাদের না আছে প্রয়োজন মিটাবার কেউ আর না আছে কোনো আশ্রয়দাতা।—মুসলিম

২২৭৬. وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُرُ إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرُّحَى وَتَلْفَعُهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَتْ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى بَطْنِي فَقَالَ أَلَا أَدْلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِّمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا فَسَبَّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَآحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ - متفق عليه

২২৭৬. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ফাতিমা রাঃ (তাঁর পিতা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট (আটীর) চাক্কি পিষতে পিষতে তার হাতের দূরবস্থার ও দুঃখ-দুর্দশার অভিযোগ জানাতে আসলেন। হযরত ফাতিমা জানতে

٢٢٧٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَا
أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ خَادِمٍ تُسَبِّحِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا
وَتُحَمِّدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَتُحَمِّدِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَعِنْدَ مَنَامِكَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

رواه الترمذی وابو داؤد وابن ماجه

২২৭৮. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে বলতেন, “আল্লাহ্মা বিকা আস্‌বাহনা, ওয়া বিকা আম্‌সাইনা, ‘ওয়া বিকা নাহ্‌ইয়া, ওয়া বিকা নামুতু, ওয়া ইলাইকাল মাসিরু। অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তোমারই সাহায্যে আমরা সকালে (ঘুম থেকে) উঠি, তোমারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যায় পৌছি। তোমারই নামে আমরা বাঁচি ও তোমারই নামে আমরা মৃত্যুবরণ

করি। আর তোমার কাছেই আমরা ফিরে যাবো।” সন্ধ্যার সময় তিনি বলতেন, “আল্লাহ্‌য়া বিকা আমসাইনা, ওয়া বিকা আসবাহনা, ওয়া বিকা নাহইয়া, ওয়া বিকা নামুতু ওয়া ইলাইকান নুশুর” অর্থাৎ, “হে আল্লাহ! তোমারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যা বেলায় এসে উপস্থিত হয়েছি তোমারই সাহায্যে সকালে উঠি। তোমারই নামে আমরা বাঁচি, তোমারই নামে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই। আর তোমারই দিকে আমরা পুনঃ একত্রিত হবো।”

-তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

২২৭৯. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكُمْ قُلُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَخَذْتُ مَضْجَعَكَ .

رواه الترمذی وابو داؤد والدارمی

২২৭৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাঃ বলেছেন, একবার আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সকালে সন্ধ্যায় পড়ার জন্য আমাকে একটি দোয়ার নির্দেশ দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি পড়বে, “আল্লাহ্‌য়া আলিমিল গাইবে ওয়াশশাহাদাতে, ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে, রাব্বা কুল্লি শাইইন, ওয়া মালিকাহু আশহাদু আন্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আউজু বিকা মিন শাররি নাফসি, ওয়া মিন শাররিশ শাইতানে, ওয়া শিরকিহি” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক—আমি সাক্ষ দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি তোমার কাছে আমার আত্মার অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই। শয়তানের অনিষ্ট ও শিরক হতে পানাহ চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এই দোয়া সকালে সন্ধ্যায় ও শয্যা গ্রহণের সময় পড়বে।”—তিরমিযী, আবু দাউদ, ও দারেমী

২২৮০. وَعَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ فَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرْفُ فَالَجٍ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبَانُ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ أَمَا إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ وَلَكِنْ لَمْ أَقْلُهُ يَوْمَئِذٍ لِيَمْضِيَ اللَّهُ عَلَى قَدَرِهِ . رواه الترمذی وابن ماجه وابو داؤد وفي روايته لم تُصِبْهُ فُجَاءَةٌ بَلَاءٌ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ تُصِبْهُ فُجَاءَةٌ بَلَاءٌ حَتَّى يُمْسِيَ .

২২৮০. হযরত আবান ইবনে ওসমান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে একথা বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে বান্দা

দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় “বিসমিল্লাহিদ্দাজ্জি লা ইয়াদুরুকা মায়া ইসমিহি শাইউন ফিল আরদে ওয়ালা ফিস সামায়ে, ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম” অর্থাৎ “আল্লাহর নামে শুরু করছি, যে নামের সাথে যমীনে ও আসমানে কোনো কিছুই কোনো অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহই সব শুনে ও জানেন” এ দোয়া তিনবার করে পড়বে, কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারে না। পরবর্তী বর্ণনাকারী বলেন, আবান পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এজন্য হাদীস শ্রবণকারীরা তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলো। আবান তখন বললেন, আমার দিকে কি দেখছেন? নিশ্চয়ই হাদীস যা আমি বর্ণনা করছি তাই। তবে আমি যেদিন, এ রোগে আক্রান্ত হয়েছি সেইদিন আমি এ দোয়া পড়িনি। এজন্য আল্লাহ আমার কপালে যা লিখে রেখেছিলেন তা পূর্ণ হয়েছে।—তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

২২৮১. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَى أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ اسْتَلِكْ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوءِ الْكِبَرِ أَوْ الْكُفْرِ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ سُوءِ الْكِبَرِ وَالْكِبَرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ .

رواه أبو داود والترمذی وَفِي رِوَايَتِهِ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ سُوءِ الْكُفْرِ

২২৮১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “আমরা সন্ধ্যায় এসে পৌছলাম। গোটা সাম্রাজ্য সন্ধ্যায় এসে পৌছলো আল্লাহর জন্য। সব প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য সব প্রশংসা। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমি তোমার কাছে এ রাতে যা আছে তার কল্যাণ চাই এরপরে যা আছে তার কল্যাণ চাই। আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এ রাতে যা আছে তার অকল্যাণ হতে। এর পরে যা আছে তারও অকল্যাণ হতে। হে রব! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা হতে, বার্ধক্যের অমঙ্গল ও দান্তিকতা হতে। হে পরওয়ারদিগার! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জাহান্নাম ও কবরের শাস্তি হতে।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালেও এ দোয়া পড়তেন। তিনি পড়তেন, “আমরা সকালে এসে উপনীত হলাম। আর গোটা বিশ্বজগতও আল্লাহর উদ্দেশ্যে এসে উপনীত হলো।”—আবু দাউদ ও তিরমিযী। তবে ইমাম তিরমিযীর বর্ণনায় مِنْ سُوءِ الْكُفْرِ বাক্যটির উল্লেখ নেই।

২২৮২. وَعَنْ بَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْلَمُهَا فَيَقُولُ قَوْلِي حِينَ تُصْبِحِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَإِنَّهُ مَنْ

قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ حَفِظَ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي حَفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ .

রোহা আবু দাউদ

২২৮২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো কন্যা হতে বর্ণিত। তিনি তাঁকে শিখাতেন ও বলতেন, ভোরে বিছানা হতে উঠে বলবে, “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিলাহী, মা শাআল্লাহু কানা, ওয়ামালাম ইয়াশাআ লাম ইয়াকুন, আ’লামু আন্বাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, ওয়া আন্বাল্লাহা কাদ আহাতা বিকুল্লি শাইয়িন ইল্মা।” অর্থাৎ “আল্লাহ পাকের পবিত্রতা তাঁর প্রশংসার সাথে, আল্লাহর শক্তি ছাড়া কারো কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ যা চান তাই হয়, যা তিনি চান না তা হয় না। আমি জানি, আল্লাহ সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাশালী। সব জিনিসই আল্লাহ তার জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।” যে ব্যক্তি সকালে উঠে এ দোয়া পড়বে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত সে হিফায়তে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা হবার পর এ দোয়া পড়বে সে ব্যক্তি সকালে (ঘুম হতে ওঠা) পর্যন্ত হিফায়তে থাকবে।-আবু দাউদ

২২৮৩. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ إِلَى قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ . رواه ابو داؤد

২২৮৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে (ঘুম হতে) উঠে এ আয়াত পড়বে, “ফাসুবহানাল্লাহি হীনা তুমস্না ওয়া হীনা তুসবিহ্ন, ওয়া লাহল হামদু ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, ওয়া আশিয়্যাও ওয়া হীনা তুজহির্ন” পর্যন্ত। অর্থাৎ সুতরাং আল্লাহর পবিত্রতা যখন তোমরা সন্ধ্যায় এসে পৌছো এবং যখন তোমরা সকালে (ঘুম হতে) ওঠো। এবং আসমান ও যমীনে প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য। আর বিকালেও যখন তোমরা দুপুরে উপনীত হও, এভাবে বের হবে পর্যন্ত। (সূরা রুম-২১) সে লাভ করবে ওইদিন যা তার হারিয়ে গিয়েছে। আর যে এই দোয়া সন্ধ্যায় পড়বে সে লাভ করবে যা তার ওই রাতে হারিয়ে গিয়েছে।-আবু দাউদ

২২৮৪. وَعَنْ أَبِي عِيَّاشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطُّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ فَرَأَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرَى النَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبَا عِيَّاشٍ يُحَدِّثُ عَنْكَ بِكَذَا قَالَ صَدَقَ أَبُو عِيَّاشٍ . رواه ابو داؤد وابن ماجه

২২৮৪. হযরত আবু আইয়াশ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে (ঘুম থেকে) উঠে বলবে, “লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহল মুলকু, ওয়ালাহল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইইন কাদীর” অর্থাৎ “আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী।” তার জন্য এ দোয়া ইসমাইল বংশীয় একটি দাস মুক্ত করার সমান (সওয়াব) হবে এবং তার জন্য আরো দশটি সওয়াব লিখা হবে। তার দশটি গুনাহ মাপ করে দেয়া হবে, আর তার দশটি মর্যাদা উন্নত করে দেয়া হবে, সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত সে শয়তান হতে নিরাপদ থাকবে। আর যদি সে ব্যক্তি এ দোয়া সন্ধ্যায় পড়ে তাহলে আবার সকালে (ঘুম হতে) ওঠার আগ পর্যন্ত আগের মতো সওয়াব ও মর্যাদা পেতে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলো এবং বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আবু আইয়াশ আপনার নাম করে এসব কথা বলে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আবু আইয়াশ সত্য কথা বলছে।—আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

২২৮৫. وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ نِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَسْرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مِتُّ فِي لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازُ مِنْهَا وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ فَإِنَّكَ إِذَا مِتُّ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازُ مِنْهَا
- رواه ابو داؤد .

২২৮৫. হযরত হারিছ (তাবেয়ী) ইবনে মুসলিম তামীমী তাঁর পিতা হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপিসারে বললেন, তুমি মাগরিবের নামায হতে অবসর হবার পর কারো সাথে কথা বলার আগে, “আল্লাহ্‌মা আজিরনি মিনান্নারে” সাতবার পড়বে অর্থাৎ “হে আল্লাহ তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো”। এ দোয়া পড়ার পর তুমি ওই রাতে মারা গেলে তোমার জন্য জাহান্নাম হতে ছাড়পত্র লিখা হবে। একইভাবে তুমি ফজরের নামায পড়ার পর এ দোয়া পড়বে। তারপর তুমি ওই দিন মারা গেলে (তোমার জন্য) জাহান্নাম হতে ছাড়পত্র লেখা হবে।—আবু দাউদ

২২৮৬. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمَسِّي وَحِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي يَعْنِي الْخَسْفَ - رواه ابو داؤد

২২৮৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সকাল সন্ধ্যায় এই দোয়াটি না পড়ে ছাড়েননি।

(দোয়াটি হলো) “আল্লাহু ইন্নি আসআলুকাল আফিয়াতা ফিদু দুনিয়া ওয়াল আখিরাতে, আল্লাহু ইন্নি আসআলুকাল আফওয়া, ওয়াল আফিয়াতা ফি দীনি ওয়া দুনিয়াই ওয়া আহলী, ওয়া মালী। আল্লাহু আসতুর আওরাতী, ওয়া আমেন রাওয়াতী। আল্লাহু ফাজ্জী, মিম বাইনে ইয়াদাইয়ান ওয়া মিন খালফী, ওয়া মান ইয়ামানী, ওয়া আন শিমালী, ওয়া মিন ফাওকী। ওয়া আউজু বিআজমাতিকা আন উগ্‌তাল মিন তাহতী ইয়ানে আলখাসফা,” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার পরিজন, ধন-সম্পদ সম্পর্কে নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার অপরাধগুলো গোপন রাখো। ভীতিকর বিষয় হতে আমাকে নিরাপদ রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার সামনের দিক হতে পেছনের দিক হতে, আমার ডান দিক হতে, আমার বাম দিক হতে, আমার উপর হতে—আমাকে হিফায়ত করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার মর্যাদার কাছে। মাটিতে ধসে যাওয়া হতে পানাহ চাই।

—আবু দাউদ

২২৮৭. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ أَصْبَحْنَا نَشْهَدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدُّكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبٍ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبٍ. رواه الترمذی وابو داؤد وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২২৮৭. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে (ঘুম থেকে) উঠে বলবে, “আল্লাহু আস্বাহুনা নুশহেদুকা, ওয়া নুশহেদু হামলাতা আরশিকা, ওয়া মালায়িকাতাকা, ওয়া জমিয়া খালকিকা, আনুকা আনতাল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ আনতা ওয়াহদাকা, লা শারীকা লাকা, ওয়া আনু মুহাম্মাদান আব্দুকা ওয়া রাসূলুকা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি সকালের এ অবস্থায় তোমাকে, তোমার আরশের বহনকারীদেরকে, তোমার ফেরেশতাদেরকে, তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে সাক্ষী করছি। নিশ্চয়ই তুমিই আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তুমি এক। তোমার কোনো শরীক নেই। এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার বান্দা ও রাসূল।” নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাকে ওইদিন তার যে গুনাহ হবে তা মাফ করে দেবেন। আর সে যদি এ দোয়া সন্ধ্যায় পড়ে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ওই রাতে সংঘটিত হওয়া গুনাহ মাফ করে দেবেন।—তিরমিযী, আবু দাউদ।—তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেন।

২২৮৮. وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَقُولُ إِذَا أَمْسَى وَادَّأَصْبَحَ ثَلَاثًا رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. رواه احمد والترمذی

২২৮৮. হযরত সাওবান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো মুসলিম বান্দাহ সন্ধ্যার সময় ও সকালে উঠে “রাদিভুবিলাহি

রাব্বান, ওয়াবিল ইসলামে দীনান ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যান” অর্থাৎ “আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মাদ সঃ-কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি।” এ দোয়া তিনবার বলবে, সে কিয়ামতের দিন তাকে খুশী করানো আল্লাহর জন্য অবশ্যম্ভাবী হবে।

—আহমাদ, তিরমিযী

২২৮৭. وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ .

رواه الترمذی ورواه أحمد عن البراء

২২৮৯. হযরত হুযাইফাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাতে ইচ্ছা করলে হাত মাথার নীচে রাখতেন। এরপর বলতেন, “আল্লাহুমা কিনি আযাবাকা ইয়াওমা তাজমাউ ইবাদাকা, আও তাবআছু ইবাদাকা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ আমাকে তোমার শাস্তি হতে বাঁচিয়ে রেখো, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে একত্র করবে। অথবা তিনি বলেছেন, “যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে কবর থেকে উঠাবে।”

—তিরমিযী। ইমাম আহমাদ বারা হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২২৮৯. وَعَنْ حُفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . رواه ابو داؤد

২২৯০. হযরত হাফসা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোবার ইচ্ছা করলে গালের নীচে ডান হাত রাখতেন। এরপর তিনি তিনবার বলতেন, “আল্লাহুমা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআছু ইবাদাকা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ তুমি যেদিন তোমার বান্দাদেরকে কবর হতে উঠাবে, তোমার আযাব হতে আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে।”—আবু দাউদ

২২৯১. وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ الثَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْتَمَّ اللَّهُمَّ لَا يَهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ . رواه ابو داؤد

২২৯১. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোবার সময় বলতেন, “আল্লাহুমা ইন্নি আউজু বিওয়াজহিকাল কারীম, ওয়া কালেমাকাত তাম্মাতে মিন শাররি মা আন্তা আখ্যু বিনাসিয়াতিহি, আল্লাহুমা আনতা তাকশেফুল মাগরামা, ওয়ালা মাছামা। আল্লাহুমা লা ইয়াহজামু জুনদুকা, ওয়ালা ইয়ুখলাকু ওয়াদুকা ওয়ালা ইয়ানফাউ যালজাদ্দে মিনকাল জাদ্দু। সুবহানাকা, ওয়া বিহামদিকা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি যা তোমার অধীনে আছে তার মন্দ হতে তোমার মহান সত্তার ও তোমার পূর্ণ কালামের আশ্রয় চাই। আল্লাহ! তুমিই ঋণের চাপ ও গুনাহর ভার দূর করে দাও। হে আল্লাহ! তোমার দল পরাভূত হয় না, কখনো তোমার ওয়াদা ভঙ্গ হয় না। কোনো

সম্পদশালীর সম্পদ তাকে তোমা হতে রক্ষা করতে পারে না। তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসার সাথে।”-আবু দাউদ

২২৭২. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ أَوْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ أَوْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا - رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২২৯২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বিছানায় শোবার সময় “আসতাগফিরু-ল্লাহাল্লাজি লাইলাহা ইল্লা হুআল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতুব্ব ইলাইহি” অর্থাৎ “আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি চিরজীব ও চিরস্থায়ী। তার কাছে আমি তাওবা করি।” এ দোয়া তিনবার পড়বে, আল্লাহ তার গুনাহ-গুলো মাফ করে দেবেন। যদি তার গুনাহ সাগরের ফেনা, অথবা বালুর স্তূপ অথবা গাছের পাতার সংখ্যা অথবা দুনিয়ার দিনগুলোর সংখ্যার চেয়েও বেশি হয়।-তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

২২৭৩. وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ مُسْلِمٌ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ بِقِرَاءَةِ سُورَةِ مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا فَلَا يَقْرَأُ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهْبُ مَتَى هَبَّ - رواه الترمذی

২২৯৩. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো মুসলমান কুরআন শরীফের যে কোনো একটি সূরা পড়ে বিছানায় যাবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য নিশ্চয়ই একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেবেন। তাই কোনো অনিষ্টকারক জিনিস তার কাছে পৌছতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত শুম থেকে সে জেগে না ওঠে, যখন জেগে ওঠার সময় হয়।-তিরমিযী

২২৭৪. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُّسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَلَا وَهْمًا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا قَالَ فَآتَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ قَالَ فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ فِي اللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ يُسَبِّحُهُ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسُ مِائَةٍ سَبِّحَةً قَالُوا وَكَيْفَ لَأَنْحَصِيهَا قَالَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا

حَتَّى يَنْقُتِلَ فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ وَيَأْتِيهِ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ - رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاؤُدَ قَالَ خَصَلَتَانِ أَوْ خُلَّتَانِ لَا يَحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَكَذَا فِي رِوَايَتِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالْفُ وَخُمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثُلُثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَتَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثُلُثِينَ وَتُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثُلُثِينَ وَفِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

২২৯৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমান দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। জেনে রাখো, এ বিষয় দুটো সহজ। কিন্তু এর আমলকারী কম। তাহলো প্রত্যেক নামাযের পর ‘সুবহানাল্লাহ’ দশবার, ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ দশবার, ‘আল্লাহু আকবার’ দশবার পড়বে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দোয়া পড়ার সময় হাতে গুণতে দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ দোয়া মুখে (পাঁচ বেলায়) পঞ্চাশবার কিয়ামতে মীযানের পাল্লায় এক হাজার পাঁচ শ বার। আর যখন বিছানায় যাবে, ‘সুবহানাল্লাহ’ ও ‘আলহামদুলিল্লাহ’ ‘আল্লাহু আকবার’(এ তিনটি দোয়া মিলায়ে) একশ’ বার পড়বে। এ পড়া মুখে একশত বার বটে; কিন্তু মীযানে এক হাজার বার। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ একদিন এক রাতে দু’ হাজার পাঁচশ’ গুনাহ করে? (মানে কেউ এতো গুনাহ করতে পারে না।) সাহাবীগণ বললেন, আমরা কেনো এ দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে পারবো না? তিনি বললেন, এজন্য পারবে না যে, তোমাদের কারো কারো কাছে নামাযের সময় শয়তান এসে বলে, ওই বিষয় চিন্তা করো, ওই বিষয় স্মরণ করো। এরূপ নামায শেষ না করা পর্যন্ত চলতে থাকে। এরপর সে হয়তো তা না করেই উঠে যায়। এভাবে শয়তান তার শয়নকালে এসে তাকে ঘুম পাড়াতে থাকবে যতক্ষণ সে তা না করে ঘুমিয়ে পড়ে।—তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী।

আবু দাউদের আর এক বর্ণনায় আছে, “দুটি বিষয়ে যে কোনো মুসলমান লক্ষ রাখবে।” এভাবে তার বর্ণনায় আছে, “মীযানের পাল্লায় এক হাজার পাঁচ শত”—এ শব্দের পর আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে যখন বিছানায় যায়, “আল্লাহু আকবার’ চৌত্রিশবার, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ তেত্রিশবার ও ‘সুবহানাল্লাহ’ তেত্রিশবার পড়বে।

২২৯৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَنَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحَدِّكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ اَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمَسِّيْ فَقَدْ اَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ - رواه ابو داؤد

২২৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে গান্নাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে (ঘুম থেকে) উঠে, “আল্লাহুমা মা

আসবাহা বি মিন নে'মাতিন, আও বিআহাদিম মিন খালকিকা, ফামিনকা ওয়াহ্দাকা লা-শারীকা লাকা, ফালাকাল হামদু ওয়ালাকাশ শুকরু," অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! সকালে আমার প্রতি ও তোমার অন্য যে কোনো মাখলুকের কাছে যে নেয়ামত পৌছেছে তা একা তোমার পক্ষ থেকেই। এতে তোমার কোনো শরীক নেই। সুতরাং তোমারই প্রশংসা ও তোমারই শোকর"—এ দোয়া পড়বে, সেই ব্যক্তি তার ওই দিনের 'শুকুর' আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ দোয়া পড়লো, সে ব্যক্তি তার ওই রাতের শুকুর আদায় করলো।

—আবু দাউদ

২২৯৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ الْمُتَوَرِّهِ وَالْأَنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَأَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ أَخِذْ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ أَقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَآغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ - رواه ابو داؤد والترمذی وابن ماجه ورواه مسلم مع اختلاف يسير.

২২৯৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিছানায় শুতে গেলে বলতেন, “আল্লাহ্মা রাক্বাস সামাওয়াতে ওয়া রাক্বাল আরদে, ও রাক্বা কুল্লে শাইইন, ফালিকাল হাব্বি ওয়ান নাওয়া মুনযিলাত তাওরাতে, ওয়াল ইঞ্জিলে ওয়াল কুরআনে। ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি কুল্লি জি শাররি। আনতা আখেযু বিনাসিয়াতিহ্, আনতাল আওয়ালু, ফালাইসা কাবলাকা শাইয়ুন, ওয়া আনতাল আখেয়রু, ফালাইসা বা'দাকা শাইয়ুন, ওয়া আনতায় যাহেরু, ফালাইসা ফাওক্বাকা শাইউন। ওয়া আনতাল বাতেনু, ফালাইসা দুনাকা শাইয়ুন, এক্ষে আন্নিদাইনা, ওয়া আগনেনি মিনাল ফাকরে” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! যিনি আসমানের রব, যমীনের রব, তথা প্রতিটা জিনিসের রব, শস্যবীজ ও খেজুর দানা ফেড়ে গাছ-পালা উৎপাদনকারী, তাওরাত ইনজীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী, আমি তোমার কাছে এমন প্রতিটা মন্দের ‘অধিকারী জিনিসের মন্দ হতে আশ্রয় চাই যা তোমার অধিকার। তুমিই প্রথম, তোমার আগে কেউ ছিলো না। তুমি শেষ, তোমার পরে কেউ থাকবে না। তুমি প্রকাশ্য, তোমার চেয়ে প্রকাশ্য আর কিছু নেই। তুমি গোপন, তোমার চেয়ে গোপন আর কিছু নেই। তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও। আমাকে পরমুখাপেক্ষী হওয়ার থেকে বাঁচিয়ে রেখো।—আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। কিছু ভিন্নতাসহ মুসলিমেও।

২২৯৭. وَعَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنَبِي لِلَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَاخْسَأْ شَيْطَانِي وَفُكْ رَهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدَى الْأَعْلَى - رواه ابو داؤد

২২৯৭. হযরত আবুল আযহার আনমারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে বিছানায় যাওয়ার সময় বলতেন, “বিস্মিল্লাহ

ওয়াযাতু যাযি লিদ্ধাহি, আদ্বাহুমাগফিরলী যাযি ওয়াখসাআ শায়তানী ওয়া ফুকা রিহানী, ওয়াজ আলনী ফিন্ নাদিয়িল আলা” অর্থাৎ “আদ্বাহর নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম। হে আদ্বাহ! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করো, আমার কাছ থেকে শয়তানকে তাড়িয়ে দাও। আমার ঘাড়কে মুক্ত করো এবং আমাকে শীর্ষ আসনে সমাসীন করো।”-আবু দাউদ

২২৭৮. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَأَوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنُّ عَلَى فَأَفْضَلَ وَالَّذِي أَعْطَانِي فَاجْزَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَللَّهُمَّ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ وَإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ - رواه ابو داؤد

২২৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে শয়নকালে বলতেন, “আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি কাফানী, ওয়া আওয়ানী, ওয়া আতআমানী, ওয়া সাকানী, ওয়াদ্বাজি মান্না আলাইয়া ফাআফ্ যালা ওয়াদ্বাযী আতানী ফাজ্জালা, আলহামদুলিল্লাহে আলা কুন্নিহাল, আদ্বাহুমা রাব্বা কুল্লে শাইইন ওয়া মালিকাহ, ওয়া ইলাহা কুল্লে শাইইন আউযুবিকা মিনান্নারে।” অর্থাৎ “আদ্বাহর প্রশংসা, যিনি আমার প্রয়োজন নির্বাহ করলেন, আমাকে রাতে আশ্রয় দিলেন, আমাকে খাওয়ালেন, আমাকে পান করালেন, যিনি আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন, অনেক অনুগ্রহ করলেন, যিনি আমাকে দান করলেন এবং যথেষ্ট দান করলেন। সুতরাং আদ্বাহর শোকর সকল অবস্থায়। হে আদ্বাহ! যিনি প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক ও এর অধিকারী, প্রত্যেক জিনিসের উপাস্য। আমি তোমার কাছে জাহান্নামের আগুন হতে পানাহ চাই।-আবু দাউদ

২২৭৭. وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ شَكَى خَالِدُ بْنُ الْوَكِيدِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا آتَاكَ اللَّيْلُ مِنَ الْأَرْقِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَتُ وَرَبُّ الْأَرْضَيْنِ وَمَا أَقْلَتُ وَرَبُّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ كُنْ لِي جَارًا مِّنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَزَّ جَارَكَ وَجَلَّ تَنَازُوكٌ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَالْحَكِيمُ بْنُ ظَهْرِ بْنِ الرَّأوِي قَدْ تَرَكَ حَدِيثَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ

২২৯৯. হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার খালিদ বিন ওয়ালাদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অভিযোগ করে বললেন, হে আদ্বাহর রাসূল! রাতে স্বপ্নের কারণে আমি ঘুমাতে পারি না। আদ্বাহর নবী তার একথা শুনে বললেন, তুমি বিছানায় শুতে গেলে-এ দোয়া পড়বে, আদ্বাহুমা রাব্বাস সামাওয়াতিস সাবয়ে, ওয়ামা আযান্নাত, ওয়া রাব্বাল আরদিনা ওয়ামা আকান্নাত, ওয়া রাব্বাশ শায়াতিনি ওয়ামা আযান্নাত, কুনলি জারান মিন শাররে খালকিকা কুন্নিহীম জামিআ আঁইয়াফুরতা আলাইয়া আহাদুম মিন্‌হম আও আঁইইয়াবগীয়া আয্যা জারুকা ওয়া জাদ্বা ছানাউকা, ওয়া লাইলাহা

গাইরুকা, লা ইলাহা ইল্লা আনতা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! সাত আকাশের এবং এ সাত আকাশ যাকে ছায়া দিয়েছে তার রব! এবং যমীনসমূহ ও তা যাকে ধারণ করেছে তার রব। শয়তানগুলো ও তারা যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদের রব। তুমি আমাকে সকল সৃষ্টির অনিষ্ট হতে, তাদের কেউ যে, আমার উপর প্রভাব বিস্তার করুক অথবা আমার প্রতি অবিচার করুক তা থেকে আমাকে নিরাপত্তা দান করো। সেই বিজয়ী যাকে তুমি নিরাপত্তা দান করেছে। মহান তোমার প্রশংসা, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, কোনো ইলাহ নেই তুমি ছাড়া।”—তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসের সনদ দুর্বল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৩০০. عَنْ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحَ وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَهُ وَنَصَرَهُ وَثَوْرَةَ وَبَرَكَّتَهُ وَهَدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَمِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ - رواه ابو داؤد

২৩০০. হযরত আবু মালিক আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ সকালে ঘুম থেকে উঠলে যেনো বলে, “আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আল্লাহুয়া ইল্লি আস্আলুকা খায়রা হাযাল ইয়াওমি ফাতহাহু ওয়া নাসরাহু, ওয়া নূরাহু, ওয়া বারকাতাহু, ওয়া হুদাহ। ওয়া আউজু বিকা মিন শাররি মা ফিহে, ওয়া মিন শাররে মা বা’দাহ। হুম্মা ইয়া আম্সা, ফাল্ইয়াকুল মিছলা যালিকা” অর্থাৎ “আমরা সকালে এসে উপনীত হলাম আর রাজ্যও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে সকালে এসে উপনীত হলো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই এ দিনের কল্যাণ। এর সফলতা ও সাহায্য। এর জ্যোতি এর বরকত ও এর হেদায়াত তোমার কাছে। এতে যে অকল্যাণ রয়েছে ও এর পরে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে আশ্রয় চাই। তারপর সে সন্ধ্যা উপনীত হলেও যেনো এ একই দোয়া করে।—আবু দাউদ

২৩০১. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَابَتْ أَسْمَعُكَ تَقُولُ كُلُّ غَدَاةٍ اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَكْرِّرُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلَاثًا حِينَ تُمَسِّي فَقَالَ يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوْنَهُنَّ فَإِنَّا أَحِبُّ أَنْ أَسْتَنْ بِسُنَّتِهِ - رواه ابو داؤد

২৩০১. তাবেয়ী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, হে পিতা! আপনাকে প্রতিদিন সকালে বলতে শুনি, (আপনি বলেন) “হে আল্লাহ! আমাকে শারীরিকভাবে নিরাপদে রাখো, আমাকে শ্রবণ শক্তিতে নিরাপদে রাখো। হে আল্লাহ! আমাকে দৃষ্টিশক্তিতে নিরাপদে রাখো। তুমি ছাড়া কোনো

ইলাহ নেই।”—এ দোয়া সকালে তিনবার ও বিকালে তিনবার বলেন। তখন তার পিতা বললেন, বৎস! আমি এ বাক্যগুলো দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দোয়া করতে শুনেছি। তাই আমি তাঁর নিয়ম পালন করাকে ভালোবাসি।—আবু দাউদ

২৩.২. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْكَبَرِيَاءُ وَالْعِظْمَةُ لِلَّهِ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلَّهِ أَلَلَّهُمْ اجْعَلْ أَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ نَجَاحًا وَآخِرَهُ فَلَاحًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ذَكَرَهُ التَّوَاوِيُّ فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ - برواية ابن السني

২৩০২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে ঘুম হতে উঠে বলতেন, “আমরা সকালে এসে উপনীত হলাম, আর সকালে এসে উপনীত হলো আল্লাহর রাজ্য, আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। সব প্রশংসা আল্লাহরই। আল্লাহরই জন্য সব অহংকার ও সম্মান। সমগ্র সৃষ্টি কর্তৃত্ব, রাত-দিন, এতে যা বসবাস করে সবই আল্লাহর। হে আল্লাহ! তুমি এই দিনের প্রথমাংশকে কল্যাণকর করো, মধ্য অংশকে মুক্তির দিশারী করো, আর শেষাংশকে করো সাফল্যময়। হে সর্বাধিক রহমকারী।”—কিতাবুল আযকার-নববী

২৩.৩. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - رواه احمد والدارمي

২৩০৩. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আব্বা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরে উঠে বলতেন, “আমরা ইসলামের ফিতরাত ও কালেমায়ে তাওহীদ সহকারে ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীনের ও ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিল্লাতের উপর। আর তিনি মুশরিক ছিলেন না।—আহমাদ ও দারেমী, ইবনে সুন্নীর রেওয়ায়েতে।

ব্যাখ্যা : ‘ফিতরাত’ শব্দের অর্থই হলো স্বভাবজাত ভাবে সত্য গ্রহণ করার ঝোক প্রবণতা। ইসলামের বিধি-বিধান প্রাকৃতিক স্বভাবের সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল। তাই ইসলামকে ফিতরাতের দীন বলা হয়।

৫. باب الدغوات فى الاوقات

৫. বিভিন্ন সময়ের দোয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৩০৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنِ يُقَدِّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِى ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا - متفق عليه

২৩০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের ইচ্ছা পোষণ করলে সে যেনো বলে, “বিসমিল্লাহি আল্লাহুমা জান্নীবনাশ শাইতানা ওয়া জান্নীবিশ শাইতানা মা রাজাকাতানা।” “বিসমিল্লাহু হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান হতে দূরে রাখো এবং শয়তানকেও দূরে রাখো আমাদের জন্য তুমি যা নির্দিষ্ট করে রেখেছো তা হতে।” এ মিলনের ফলে যদি তাদের জন্য কোনো সন্তান মঞ্জুর হয় তাহলে কখনো শয়তান তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।-বুখারী, মুসলিম

২৩০৫. وَعَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ - متفق عليه

২৩০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিপদের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আজীমুল হালীম, লাইলাহা ইল্লাহু রাক্বুল আরাশিল আজীম; লাইলাহা ইল্লাহু রাক্বুল সামাওয়াতে, ওয়া রাক্বুল আরদে রাক্বুল আরশীল কারীম” অর্থাৎ “মহান ধৈর্যশীল আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি মহান আরশের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি সকল আসমানের রব, মহান আরশের রব।”-বুখারী, মুসলিম

২৩০৬. وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَتَحَنُّ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَاحِدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّى لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنِّى لَسْتُ بِمَجْنُونٍ - متفق عليه

২৩০৬. হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দু' ব্যক্তি একে অপরকে গাল-মন্দ বলতে

নাগলো। আমরা তখন তাঁর কাছে বসা ছিলাম। এদের একজন তার সাথীকে খুব রাগত করে গাল দিচ্ছিলো। এতে তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থা দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এমন একটি কালাম জানি যদি সে এ কালামটি পড়ে তাহলে তার রাগ চলে যাবে। সেই কালামটি হলো “আউজু বিল্লাহি মিনাশ গাইতানির রাজীম।” তখন সাহাবীগণ সেই লোকটিকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলছেন, তুমি কি শুনছো না? লোকটি বললো, আমি ভূতগ্রস্থ পাগল নই।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : লোকটি ভেবেছিলো শয়তান বা ভূত তাড়াবার জন্য এ কালাম পড়া হয়। নতুন মুসলমান ছিলো বোধ হয় লোকটি। তাই একথা বলেছিলো।

২৩.৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَسَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهْيَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا - متفق عليه

২৩০৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন মোরগের আওয়াজ শুনবে, আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ কামনা করবে। কারণ মোরগ ফেরেশতা দেখেছে। আর তোমরা যখন গাধার চৎকার শুনবে, বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে পানা চাইবে, কারণ সে শয়তান দেখেছে।—বুখারী, মুসলিম

২৩.৮. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ - اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ أَتُبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ - رواه مسلم

২৩০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে বের হবার কালে উটের উপর স্থির হয়ে বসার পর তিনবার “আল্লাহ্ আকবার” বলতেন। তারপর বলতেন, “সুবহানাল্লাজী সাখখারা লানা হাজা ওয়ামা কুন্না লাহ মুকরেনীন। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন কালেবুন” “আল্লাহুমা ইন্না নাস আলুকা ফি সাফারিনা হাজাল বিররা ওয়াততাকওয়া, ওয়া মিনাল আমালে মা গারদা।” “আল্লাহুমা হাওয়েন আলাইনা সাফারিনা হাজা ওয়া আত্য়ে লানা বু’দাহ” “আল্লাহুমা আনতাস ছাহেবু ফিস সফারি ওয়াল খালিফাতু ফিল আহলে” “আল্লাহুমা

ইন্নি আউজুবিকা মিন ওয়াছায়েস সাফারে ওয়া কা'বাতিল মানযারে ওয়া সুয়িল মুনকালাবে ফিল মালে ওয়াল আহলে", "অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা যিনি একে আমাদের অধীন করেছেন, অথচ আমরা একে অধীন করতে পারতাম না এবং আমরা আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাভর্তনকারী। আল্লাহ! আমরা আমাদের এ ভ্রমণে তোমার কাছে পুণ্য ও সংযম চাই এবং এমন কাজ যা তুমি পসন্দ করো। আল্লাহ, তুমি আমাদের প্রতি আমাদের এ ভ্রমণকে সহজ করো এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। আল্লাহ, তুমিই ভ্রমণে আমাদের সংগী এবং পরিবার ও ধন-সম্পদে আমাদের প্রতিনিধি। আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ভ্রমণের কষ্ট, খারাপ দৃশ্য ও ধন-সম্পদে অশুভ পরিবর্তন থেকে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে এসেও এসব দোয়া পড়তেন এবং এর মধ্যে বেশি বেশি বলতেন, "আয়েবুনা তায়েবুনা আবেদুনা লিরাব্বিনা হামেদুন" অর্থাৎ "আমরা প্রত্যাভর্তন করলাম তাওবাকারী, ইবাদাতকারী এবং আমাদের মহান রবের প্রশংসাকারীরূপে"।-মুসলিম

২৩০৯. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثِ السُّفْرِ وَكَأَبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ - رواه مسلم

২৩০৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে রওনা হতেন, তখন সফরের কষ্ট, প্রত্যাভর্তনের অহিতকারিতা, কল্যাণের পর অকল্যাণ, মযলুমের দোয়া ও পরিবার পরিজনের ব্যাপারে খারাপ দৃশ্য দেখা হতে আল্লাহর নিকট পানা চাইতেন।-মুসলিম

২৩১০. وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنَزِلِهِ ذَلِكَ - رواه مسلم

২৩১০. মহিলা সাহাবী হযরত খাওলা বিনতে হাকীম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো জায়গায় অবতরণ করে বলে, "আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতে মিন্ শাররি মা খালাকা" অর্থাৎ "আমি আল্লাহর পূর্ণ কালামসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্ট সকল কিছুর অনিষ্টকারিতা হতে পানাহ চাই" তাহলে কোনো জিনিস তার ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।-মুসলিম

২৩১১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغْتَنِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ - رواه مسلم

২৩১১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! গত রাতে

বিচ্ছুর দংশনে আমি কষ্ট পেয়েছি। একথা শুনে তিনি বললেন, তুমি যদি সন্ধ্যা হবার পর বলতে, “আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তান্মাতে মিন শাররি মা খালাকা” তাহলে বিচ্ছুর তোমাকে কষ্ট দিতে পারতো না।—মুসলিম

২৩১২. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بِلَاغِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبِنَا وَأَفْضَلُ عَلَيْنَا عَانِذًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ - رواه مسلم

২৩১২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে থাকতেন। ভোর হলে বলতেন, শ্রবণকারীরা শ্রবণ করুক (এবং সাক্ষী থাকুক) আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি, আমাদের প্রতি তাঁর মহা অবদানের স্বীকৃতি দিচ্ছি। হে রব! তুমি আমাদের সাথী হও ও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। আমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাই।—মুসলিম

২৩১৩. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حِجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَتُبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ - متفق عليه

২৩১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো যুদ্ধ, হজ্জ বা ওমরা হতে ফিরে আসতেন, প্রতিটা উঁচু জায়গায় তিনি তিনবার করে তাকবীর বলতেন। এরপর তিনি বলতেন, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহল মুলকু ওয়ালাহল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির। আয়েবুনা, তায়েবুনা আবেদুনা সাজেদুনা লিরাবিবনা হামেদুনা। সাদাকাল্লাহু ওয়াদাহু, ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাজামাল আহজাবা ওয়াহদাহু” অর্থাৎ “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, তাঁরই প্রশংসা। তিনি সব জিনিসের উপরই ক্ষমতাশালী। আমরা ফিরছি তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, সজদাকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী হিসেবে। আল্লাহ তার ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি তার বান্দাহকে সাহায্য করেছেন, পদানত করেছেন শত্রুর সম্মিলিত শক্তিকে একাই।—বুখারী, মুসলিম

২৩২৪. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلِ الْكِتَابِ سَرِيعِ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ - متفق عليه

২৩২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাব যুদ্ধের সময় মুশরিকদের জন্য বদদোয়া করে বলেছিলেন, “আল্লাহ্‌মা মুনজিলাল কিতাবে, সারিআল হিসাবে, আল্লাহ্‌মা আহজিমিল

আহযাবা, আল্লাহুমা আহজিমহুম, ওয়া জালজিলহুম” অর্থাৎ “হে কিতাব নাযিলকারী ও দ্রুত বিচারকারী আল্লাহ! হে আল্লাহ! তুমি পরাজিত করো শত্রুর সম্মিলিত শক্তিকে। হে আল্লাহ! তুমি পরাজিত করো তাদেরকে এবং তাদেরকে পর্যুদস্ত ও বিচলিত করে দাও।”

—বুখারী, মুসলিম

২৩১৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي فَقَرَّئْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوُطْبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أَتَى بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ اصْبَعَيْهِ وَجَمَعَ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى وَفِي رِوَايَةٍ فَجَعَلَ يُلْقِي النَّوَى عَلَى ظَهْرِ اصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى ثُمَّ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ فَقَالَ أَبِي وَآخَذَ بِلِجَامٍ دَابَّتِهِ أَدْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَآغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ - رواه مسلم

২৩১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বসর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতার নিকট এলেন। আমরা তাঁর সামনে রুটি ও মলীদা পেশ করলাম। এর থেকে তিনি কিছু খেলেন। এরপর তাঁর কাছে আরো কিছু খেজুর আনা হলো। তিনি তা খেতে লাগলেন। তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে তিনি খেজুরের পেট চিরে বিচি বের করতে লাগলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের পিঠের দিক দিয়ে বিচি ফেলতে থাকলেন। তাঁরপর তাঁর কাছে কিছু পানীয় আনা হলো, তিনি তা পান করলেন। তিনি ওখান থেকে রওনা হলে আমার পিতা তাঁর আরোহীর লাগাম ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি তখন বললেন, “আল্লাহুমা বারিক লাহুম ফিমা রাজাকতাহুম ওয়াগফির লাহুম, ওয়ারহামহুম” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যা দান করেছো তাতে বরকত দান করো। তাদেরকে মাফ করো এবং তাদের উপর দয়া করো।”—মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৩১৬. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهَيْلَالَ قَالَ اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ - رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

২৩১৬. হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখতেন বলতেন, “আল্লাহুমা আহিল্লাহ আলাইনা বিল আম্নে, ওয়াল ঈমানে, ওয়াসসালামাতি ওয়াল ইসলামে রাবি ওয়া রাব্বুকাল্লাহ” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! চাঁদকে উদয় করো আমাদের প্রতি নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। হে চাঁদ! আমার রব ও তোমার রব এক আল্লাহ।” তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব ও হাসান

২৩১৭. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلَى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَاقَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا إِلَّا لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ كَانَتْ مَأْكَانَ. رواه الترمذی ورواه ابنُ ماجه عن ابنِ عمرَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَعَمَرُو بْنُ دِينَارٍ الرَّأَوِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

২৩১৭. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ও হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়েই বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে বলবে, “আলহামদুলিল্লাহিল্লাজী আফানী মিম্মা ইবাতালাকা বিহ্ ওয়া ফাদ্দালানী আলা কাছিরিম মিম্মান খালাকা তাফজিলান” অর্থাৎ “আল্লাহর শোকর, যিনি আমাকে নিরাপদে রেখেছেন যাতে তোমাকে লিগু করেছেন।” আর আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেক জিনিস হতে বেশি মর্যাদা দান করেছেন। তার উপর এ বিপদ কখনো নিপতিত হবে না, যে যেখানেই থাকুক না কেনো।—তিরমিযী। ইবনে মাজা ইবনে ওমর হতে বর্ণনা করেছেন।—তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।

২৩১৮. وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخَيِّى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. رواه الترمذی وابن ماجه وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ مَنْ قَالَ فِي سُوْقٍ جَامِعٍ يَبَاعُ فِيهِ بَدَلٌ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ

২৩১৮. হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক বাজারে প্রবেশ করে, “লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহল মুলকু ওয়ালাহল হামদু ইয়ুহয়ী ওয়া ইউমিতু, ওয়া হুয়া হাইয়ুন, লাইয়ামুতু, বিইয়াদিহিল খায়রু, ওহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির” এ দোয়া পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য দশ লাখ সওয়াব লিখবেন। দশ লাখ গুনাহ মিটিয়ে দেন, তাছাড়া তার জন্য দশ লাখ মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরি করবেন।—তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। আর শরহে সুন্নায়ে রয়েছে বাজার শব্দের স্থলে বড় বাজার। যেখানে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

২৩১৯. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فَقَالَ أَى شَيْءٍ تَمَامَ النِّعْمَةِ قَالَ دَعْوَةُ أَرْجُو بِهَا خَيْرًا فَقَالَ إِنْ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ دُخُولُ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزُ مِنَ النَّارِ وَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

فَقَالَ قَدْ اسْتَجِيبَ لَكَ فَسَلْ وَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
الصَّبْرَ فَقَالَ سَأَلْتَ اللَّهَ الْبَلَاءَ فَاسْأَلْهُ الْعَافِيَةَ - رواه الترمذی

২৩১৯. হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে একথা বলে দোয়া করতে শুনলেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পূর্ণ নেয়ামাত চাই।” (তার দোয়া শুনে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পূর্ণ নেয়ামাত কি? সে বললো, এই দোয়া দিয়ে আমি সম্পদ লাভ করার আশা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পূর্ণ নেয়ামাত তো হলো জান্নাতে প্রবেশ করা ও জাহান্নাম হতে নাজাত লাভ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, “ইয়াজাল জালালি ওয়াল ইকরাম” অর্থাৎ “হে মহত্ব ও মর্যাদার অধিকারী।” তখন তিনি বললেন, তোমার দোয়া কবুল করা হবে, তুমি দোয়া করো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, সে বলছে, হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি ধৈর্যধারণের (সবর) শক্তি চাই। তিনি বললেন, তুমি তো আল্লাহর কাছে বিপদ চাইলে, বরং তুমি তাঁর কাছে নিরাপত্তা কামনা করো।—তিরমিযী

۲۳۲۰. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ -

رواه الترمذی والبيهقى فى الدعوات الكبير

২৩২০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বৈঠকে বসে অর্থহীন কথা বলে, আর বৈঠক হতে ওঠার আগে বলে, “সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু-ইল্লাইকা”, অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পাক পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ দিচ্ছি, তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আর তোমার নিকট তাওবা করছি” তাহলে ওই বৈঠকে সে যা করেছে আল্লাহ তাআলা তা মাফ করে দেবেন।

—তিরমিযী। বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে।

۲۳۲۱. وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَى بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيلَ مَنْ أَيْ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتَ ثُمَّ

ضَحِكَ فَقُلْتُ مَنْ أَيْ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْ رَبُّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَقُولُ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي . رواه احمد والترمذى وابو داؤد

২৩২১. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আরোহণ করার জন্য তাঁর কাছে একটি আরোহী আনা হলো। তিনি রেকাবে পা রাখলেন, বললেন, “বিসমিল্লাহি” যখন এর পিঠে আরোহণ করলেন, বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ্” এরপর বললেন, “সুবহানাল্লাজী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহ মুকরিনীন, ওয়া ইন্না ইলা রাক্বিনা লামুনকালিবুন” তারপর তিনি তিনবার বললেন, আলহামদুলিল্লাহি, তিনবার বললেন, “ওয়াল্লাহু আকবার” এরপর বললেন, সুবহানাকা ইন্নী জালামতু নাফসি, ফাগফিরলী, ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয য়নুবা ইল্লা আনতা।” অবশেষে তিনি হেসে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি হাসলেন কেনো? তিনি জবাবে বললেন, আমি যেরূপ করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি দেখলাম তিনি এরূপ করলেন, তারপর হাসলেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম কি কারণে আপনি হাসলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাহর প্রতি সন্তুষ্ট হন। যখন সে বলে, হে আল্লাহ! আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করো। আল্লাহ বলেন, সে বিশ্বাস করে, আমি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই।—আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ

২৩২২. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَدَّعَ رَجُلًا أَخَذَ بِيَدِهِ فَلَا يَدْعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدْعُ يَدَ النَّبِيِّ ﷺ وَيَقُولُ اسْتَوْدِعَ اللَّهُ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ . رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجة وَفِي رِوَايَتَيْهِمَا لَمْ يَذْكُرْ وَآخِرَ عَمَلِكَ .

২৩২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো লোককে বিদায় দিতেন তার হাত ধরতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নবী করীমের হাত না ছাড়তেন তিনি তাঁর হাত ছেড়ে দিতেন না। হাত ছেড়ে দেবার সময় তিনি বলতেন, “তোমার দীন, তোমার আমানত, তোমার শেষ আমলকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করলাম”।—তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু শেষ দুই ইমামের বর্ণনায় ‘শেষ আমল’ এর উল্লেখ নেই।

২৩২৩. وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ اسْتَوْدِعَ اللَّهُ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ . رواه ابو داؤد

২৩২৩. হযরত আবদুল্লাহ খাতামী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যদলকে বিদায় দেবার সময় বলতেন, “তোমাদের দীন, তোমাদের আমানত ও তোমাদের শেষ আমল আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলাম।—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : সফরে বা ভ্রমণে বিভিন্ন ধরনের মুয়ামালাত সংঘটিত হয়। তাই এসব মুয়ামালাতে সঠিকভাবে চলার জন্য নবী করীম সঃ দোয়া করতেন।

২৩২৪. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَرَزَوْنِي فَقَالَ زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى قَالَ زِدْنِي قَالَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ زِدْنِي بِأَبَى أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ وَبَسَّرَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ - رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

২৩২৪. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরে বের হবার ইচ্ছা করেছি। আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে তাকওয়া অবলম্বনের পাথেয় দান করুন। লোকটি বললো, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বলেন, আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করুন। লোকটি আবার বললো, আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহ যেনো তোমার জন্য কল্যাণকর কাজ করা সহজ করে দেন।—তিরমিযী

২৩২৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْوِينِ عَلَى كُلِّ شَرِّ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ - رواه الترمذی

২৩২৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরে বের হবার ইচ্ছা পোষণ করেছি। আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি সবসময় আল্লাহর ভয় মনে পোষণ করবে, আর পথের মধ্যে প্রতিটা উঁচু জায়গায় “আল্লাহু আকবার” অবশ্যই বলবে। সে লোকটি তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার পর তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ! লোকটির সফরের দূরত্ব কমিয়ে দাও, তার জন্য সফর সহজ করে দাও।—তিরমিযী

২৩২৬. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكَ وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ وَمِنْ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ - رواه ابو داؤد

২৩২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর করার সময় রাত হয়ে গেলে বলতেন, “হে যমীন! আমার রব ও তোমার রব আল্লাহ। তাই আমি তোমার অনিষ্ট হতে, তোমার মধ্যে যা আছে তার অনিষ্ট হতে, তোমার মধ্যে যা সৃষ্টি করা হয়েছে এর অনিষ্ট হতে এবং যা তোমার উপর হাটাচলা করে তার অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহর কাছে আমি আরো পানাহ চাই সিংহ, বাঘ, কালো সাপ ও সাপ-বিছা হতে, শহরের অধিবাসী ও পিতা-পুত্র হতে।”—আবু দাউদ

ব্যাখ্যাঃ পিতা-পুত্র বলতে এখানে ইবলীস শয়তান ও এর অনুগামীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

২৩২৭. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَصْدِي وَنَصِيرِي بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ - رواه الترمذی وابو داؤد

২৩২৭. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে বের হবার সময় বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার ভরসাহুল। তুমি আমার সাহায্যকারী। তোমার সাহায্যেই আমি শত্রুর চক্রান্ত ব্যর্থ করি। তোমার সাহায্যেই আমি আক্রমণ রচনা করি। তোমার সাহায্যে আমি যুদ্ধ পরিচালনা করি।

-তিরমিযী, আবু দাউদ

২৩২৮. وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ - رواه احمد وابو داؤد

২৩২৮. হযরত আবু মুসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো জাতি সম্পর্কে ভয় করতেন, বলতেন, “আল্লাহ্‌হু ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহীম, ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহীম” অর্থাৎ “হে আল্লাহ আমরা তোমাকে তাদের মুকাবিলায় স্থাপন করলাম এবং তোমার কাছেই তাদের অনিষ্ট হতে আশ্রয় গ্রহণ করলাম।”-আহমাদ ও আবু দাউদ

২৩২৯. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُزِلَّ أَوْ نُضِلَّ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا - رواه احمد والترمذی والنسائی وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَةَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرَفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

২৩২৯. হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হতে বের হবার সময় বলতেন, “বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আল্লাল্লাহী, আল্লাহ্‌হু ইন্না নাউজুবিকা মিন আন নাযিল্লা আও নাডিল্লা আও নাজলিমা আও নুজলামা আও নাজহালা আও ইউজহালা আলাইনা” অর্থাৎ “বিসমিল্লাহ, আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কল করলাম। হে আল্লাহ! আমি পদস্থলিত হওয়া, বিপথগামী হওয়া, উৎপীড়ন করা, উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কারো অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হতে তোমার দরবারে আশ্রয় চাই।”-আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহর অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত উম্মে সালামা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ঘর হতে বের হতেন, আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে বলতেন, “আল্লাহ্‌হু ইন্নি আউজু বিকা আন আদিল্লা আও উদাল্লা,

আও আজলিমা আও উজলিমা, আও আজহালা আও ইউজহালা আলাইয়া” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি বিপথগামী হওয়ায়, বিপথগামী করা, উৎপীড়ন করা, উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হতে তোমার কাছে পানাহ চাই।

২৩৩০. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يُقَالُ لَهُ حِينَئِذٍ هُدِيَ وَكُفِيََتْ وَوُقِيتَ فَيَتَنَحَّى لَهُ الشَّيْطَانُ وَيَقُولُ شَيْطَانُ أَخْرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ .

رواه ابو داؤد وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ إِلَى قَوْلِهِ لَهُ الشَّيْطَانُ

২৩৩০. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি ঘর হতে বের হবার সময় যখন বলে, “বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহী, লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহী।” অর্থাৎ “আল্লাহর নামে বের হলাম, আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, আল্লাহ ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই, শক্তি নেই।” তখন তাকে বলা হয়, পথ পেলো, উপায় পেলো, এবং রক্ষিত হলে। সুতরাং তার নিকট হতে শয়তান দূর হয়ে যায়। অপর এক শয়তান এই শয়তানকে বলে, যে ব্যক্তিকে পথ দেখানো হয়েছে, উপায় উপকরণ দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে তাকে তুমি কি করতে পারবে?—আবু দাউদ। আর তিরমিযী, তখন শয়তান দূর হয়ে যায় পর্যন্ত।

২৩৩১. وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ نِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ . رواه ابو داؤد

২৩৩১. হযরত আবু মালিক আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যখন ঘরে প্রবেশ করে, সে যেনো বলে, “আল্লাহুমা ইন্নি আসআলুকা খায়রাল মাওলাজে ওয়া খায়রাল মাখরাজে বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা ওয়া আলাল্লাহি রাব্বানা তাওয়াক্কালনা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঘরে প্রবেশ করা ও ঘর হতে বের হবার জন্য কল্যাণ চাই। তোমার নামে আমি প্রবেশ করি ও বের হই। হে আমাদের বর! আল্লাহর নামে ভরসা করলাম”। এরপর সে যেনো আপন পরিবারের লোকদেরকে সালাম দেয়।—আবু দাউদ

২৩৩২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانُ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ . رواه احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجه

২৩৩২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ বিয়ে করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলতেন, “বারাকাল্লাহ লাকা ওয়া বারাকা আলাইকুমা ওয়া জামাআ বাইনাকুমা ফি খায়রীন” অর্থাৎ “আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন, তোমাদের উভয়কে বরকতময় করুন এবং তোমাদের কল্যাণের সাথে একত্রিত রাখুন।”

—আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

২৩৩৩. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاِذَا اشْتَرَى بَعِيْرًا فَلْيَاْخُذْ بِذُرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَفِيْ رَوَايَةٍ فِى الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ ثُمَّ لِيَاْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلِيَدْعُ بِالْبِرْكَهٖ . رواه ابو داؤد وابن ماجه .

২৩৩৩. হযরত আমর ইবনে শুআইব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো রমণীকে বিয়ে করে অথবা কোনো খাদেম ক্রয় করে সে যেনো তখন বলে, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তার কল্যাণ এবং তাকে যে সৎ স্বভাবের সাথে সৃষ্টি করেছো তার কল্যাণ চাই। আর তোমার কাছে আমি তার মন্দ ও তাকে যে মন্দ স্বভাবের সাথে সৃষ্টি করেছো তা হতে পানাহ চাই। যখন কোনো ব্যক্তি উট কিনে, তখন যেনো ঠোঁটের চূড়া ধরে আগের মতো দোয়া পড়ে। অন্য এক বর্ণনায় নারী ও খাদেম সম্বন্ধে বলা হয়েছে, “তখন সে যেনো তার সামনের চুল ধরে বরকতের জন্য দোয়া করে।—আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

২৩৩৪. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ دَعَوَاتُ الْمَكْرُوْبِ اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ . فَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةً عَيْنٍ وَّاَصْلِحْ لِيْ شَانِيْ كُلَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ .

رواه ابو داؤد

২৩৩৪. হযরত আবু বাকরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিপন্ন ব্যক্তির দোয়া হলো, “আল্লাহুমা রাহমাতাকা আরযু ফালা তাকিলুনী ইলা নাফসী তারফাতা আইনিল, ওয়া আসলেহ লি শানী কুল্লাহ, লাইলাহা ইল্লা আনতা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমত কামনা করি। তুমি আমাকে আমার নিজের উপর এক মুহূর্তের জন্যও ছেড়ে দিওনা। বরং তুমি নিজে আমার সকল ব্যাপার সংশোধন করে দাও। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।—আবু দাউদ

২৩৩৫. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ هُمُوْمٌ لَزِمْتَنِيْ وَدَيُّوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَقْلًا اَعْلَمُكَ كَلَامًا اِذَا قُلْتَهُ اَذْهَبَ اللّٰهُ هَمُّكَ وَقَضٰى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ قُلْ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ هَمِّىْ وَقَضٰى عَنِّيْ دَيْنِىْ . رواه ابو داؤد

২৩৩৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বড়ো চিন্তায় পড়েছি, আমার ঘাড়ে ঋণ চেপেছে।

তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কালাম বলে দেবো না, যদি তুমি এ কালাম পড়ো, আল্লাহ তোমার চিন্তা দূর করবেন ও ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। সে ব্যক্তি বললো, হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় পড়বে, “আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিনাল হাম্মে ওয়াল হুজ্জে, ওয়া আউজুবিকা মিনাল আয়যে ওয়াল কাস্লে, ওয়া আউজু বিকা মিনাল বুখলে, ওয়াল জুবুনে, ওয়া আউজুবিকা মিন গালবাতেন দাইনে, ওয়া কাহরির রিজালে”। অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুচ্চিন্তা হতে মুক্তি চাই। অপারগতা ও অলসতা এবং কৃপণতা ও ভীৰুতা হতে পানাহ চাই, ঋণের বোঝা ও মানুষের কঠোরতা হতে মুক্তি চাই।” সে লোকটি বললো, অবশেষে আমি তাই করলাম। আল্লাহ আমার চিন্তা দূর করে দিলেন এবং ঋণও পরিশোধ করে দিলেন।—আবু দাউদ

২৩৩৬. وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَاءَهُ مُكَاتِبٌ فَقَالَ أَنِّي عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعْنِي قَالَ أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمْنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ كَبِيرٍ دَيْتًا أَدَاهُ اللَّهُ عَنْكَ قُلِ اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ . رواه الترمذی والبيهقي في الدعوات الكبير وسندكُرُ حَدِيثُ جَابِرٍ إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ فِي بَابِ تَغْطِيَةِ الْإِوَانِي أَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

২৩৩৬. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাঁর কাছে একজন ‘মুকাতাব’ এসে বললো, আমি আমার কিতাবাতের মূল্য পরিশোধ করতে পারছি না, আমাকে সাহায্য করুন। উত্তরে হযরত আলী বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু ‘কালাম’ শিখিয়ে দেবো যা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন? এর দ্বারা, যদি তোমার উপর বড়ো পাহাড় সমান ঋণও চেপে থাকে, আল্লাহ তোমার এ ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। তুমি পড়বে, “আল্লাহুম্মাক্ফিনি বিহালালিকা আন্ হারামিকা, ওয়া আগনেনি বিফাদলিকা আম্মান সেওয়াকা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হালাল (বস্তুর) সাহায্যে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখো এবং তুমি তোমার রহমত দ্বারা আমাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে রক্ষা করো।”—তিরমিযী। বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে। আর হযরত জাবিরের। إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ

ব্যাখ্যা : ‘মুকাতাব’ ওই গোলামকে বলে, যে মালিকের সাথে এতো দিনের মধ্যে এতো মূল্য পরিশোধ করলে ‘আযাদ’ হয়ে যাবে বলে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হয়। ওই নির্ধারিত মূল্যকে ‘কিতাবাত’ বলা হয়। এর বিবরণ পরিপূর্ণভাবে পরে আসবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৩৩৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ إِنَّ تَكْلِمَ بَخِيرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَمَةِ وَإِنْ تَكَلَّمْتَ بِشَرٍّ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ - رواه النسائي

২৩৩৭. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মজলিসে বসলে অথবা নামায পড়লে তিনি কিছু 'কালাম' পড়তেন। একবার আমি সে সব কালাম সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (মজলিসে) যদি ভালো কথা আলোচনা হয়ে থাকে তবে তা তার জন্য কিয়ামাত পর্যন্ত 'মোহর' হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি (মজলিসে) মন্দ কথা হয়ে থাকে তবে তা তার জন্য কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে। কালামটি হলো, "সুবহানাকা আল্লাহু ওয়া বিহামদিকা, লাইলাহা ইল্লা আনুতা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তুমি ছাড়া কোনো 'ইলাহ' নেই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তোমার কাছে তাওবা করি।"-নাসাই

২৩৩৮. وَعَنْ قَتَادَةَ بَلَّغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهَلَالَ قَالَ هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ أَمَّنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا - رواه ابو داود

২৩৩৮. তাবেয়ী হযরত কাতাদা রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখলে বলতেন, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়াতের চাঁদ। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি আমি ঈমান আনলাম। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বলতেন। এরপর তিনি বলতেন, "সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি অমুক মাস শেষ করলেন ও এ মাস আনলেন।"-আবু দাউদ

২৩৩৯. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ وَفِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَاؤِكَ أَسْئَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَلْهَمْتَ عَبْدًا أَوْ اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِي مَكْنُونِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِبْعَ قَلْبِي وَجَلَاءَ هَمِّي وَغَمِّي مَا قَالَهَا عَبْدٌ قَطُّ إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ غَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ بِهِ قَرَجًا - رواه رزين

২৩৩৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে বেশি বেশি চিন্তা ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে সে যেনো বলে, "আল্লাহু ইল্লি আব্দুকা, ওয়া ইবনু আবদিকা ওয়া ইবনু আমাতিকা, ওয়া ফি কাবজাতিকা, না-সিয়াতি বিইয়াদিকা মাযা ফিয়া হুকমুকা আদলুন ফিয়া কাযাউকা

আসআলুকা বিকুল্লে ইসমিন, হওয়া লাকা সাম্মাইতা বিহি নাফসাকা, আও আন্থালতাহ্ ফি কিতাবিকা, আও আল্লামতাহ্ আহাদাম মিন খালকিকা, আও আলহামতা ইবাদাকা, আয়িস্তাসারতা বিহি ফি মাকনুলিল গাইবে ইন্দাকা আন তাজ আলাল কুরআনা রাবিআ কালবি ওয়াজাআলা হাম্মী ওয়া গাম্মি,” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দাহ, তোমার বান্দাহর পুত্র, তোমার দাসীর পুত্র। আমি তোমার হাতের মুঠে, আমার অদৃষ্ট তোমার হাতে। তোমার হুকুম আমাতে কার্যকর, তোমার আদেশ আমার জন্য ন্যায়। আমি তোমার কাছে তোমার সেন্সব নামের উচ্ছিন্ন য়াতে তুমি নিজকে অভিহিত করেছো প্রার্থনা করি, অথবা তুমি তোমার কিতাবে নাখিল করেছো অথবা তুমি তোমার সৃষ্টির কাউকেও তা শিক্ষা দিয়েছো অথবা তুমি তোমার বান্দাহদের উপর ইলহাম করেছো অথবা তুমি গায়েবের পর্দায় তা তোমার কাছে গোপন রেখেছো—তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্তকাল স্বরূপ চিন্তা-ধান্দা দূর করার উপায় স্বরূপ গঠন করো।” যে বান্দাহ যখনই তা পড়বে আল্লাহ তার চিন্তা দূর করে দেবেন। এর জায়গায় তার মনে নিশ্চিন্ততা দান করবেন।—রাযীন

২৩৪০. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبْرُنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبْحْنَا - رواه البخارى

২৩৪০. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাস্তার উপরে উঠতাম, ‘আল্লাহ্ আকবার’ ও যখন রাস্তা হতে নামতাম ‘সুবহানাল্লাহ্’ বলতাম।—বুখারী

২৩৪১. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَرِهَ أَمْرًا يَقُولُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ. رواه الترمذی. وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.

২৩৪১. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যাপারে চিন্তাক্রিষ্ট হয়ে পড়লে বলতেন, “ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়ুমু বিরাহুমাতিকা আস্তাগিছু” অর্থাৎ “হে চিরঞ্জীব! হে চির প্রতিষ্ঠিত! তোমার রহমতের সাথে আমি তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি।”—তিরমিযী, তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও গায়রে মাহফুয।

২৩৪২. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَوْمَ الْخُنْدَقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ فَقَدْ بَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ نَعَمْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَامِنْ رَّوْعَاتِنَا قَالَ فَضَرَبَ اللّٰهُ وُجُوْهَ اَعْدَائِهِ بِالرِّيْحِ هَزَمَ اللّٰهُ بِالرِّيْحِ - رواه احمد

২৩৪২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কি কিছু বলার আছে? আমাদের প্রাণ তো ওষ্ঠাগত। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, ইয়া আছে। তোমরা বলা, “আল্লাহুমা স্তুর আওরাতিনা ওয়া আমেন রাওআতেনা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দোষগুলো ঢেকে রাখো, আমাদের ভয়গুলো নিরাপত্তায় পরিণত করো। বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী বলেন, অতএব আল্লাহ তাআলা তার শত্রুদের চোখকে ঝড়ো হাওয়া দিয়ে দমন করে দিলেন। আর এ ঝড়ো হাওয়া দিয়েই তাদেরকে পরাজিত করলেন।—আহমাদ

২৩৪৩. وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ

أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً - رواه البيهقي في الدعوات الكبير

২৩৪৩. হযরত বুরাইদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বাজারে প্রবেশ করতেন, বলতেন, “বিসমিল্লাহি আল্লাহু ইন্নি আসআলুকা খায়রা হাজিহিস সাওকে ওয়া খায়রা মা ফিহা। ওয়া আউজুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফিহা। আল্লাহু ইন্নি আউজুবিকা আন উসিবা ফিহা ছাফকাতান খাসিরাতান” অর্থাৎ “আল্লাহর নামের সাথে হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এ বাজারের কল্যাণ, এতে যা রয়েছে তার কল্যাণ চাই। আমি পানাহ চাই এর অকল্যাণ হতে, এতে যা আছে তার অকল্যাণ হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই, এতে যেনো কোনো ক্ষতি ও বেচাকেনার ফাঁদে না পড়ি।”-বায়হাকী দাওয়াতুল কবীর



৬- باب الاستعاذة

৬. আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৩৪৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ - متفق عليه

২৩৪৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা বিপদ মুসিবতের কষ্ট ও দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, ভাগ্যের অনিষ্ট বিপন্নতায় শত্রুর পরিহাস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।-বুখারী, মুসলিম

২৩৪৫. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ - متفق عليه

২৩৪৫. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুশ্চিন্তা, শোক-তাপ, অক্ষমতা-অলসতা, ভীর্ণতা-কৃপণতা মনের বোঝা ও মানুষের জোর-জবরদস্তি হতে আশ্রয় চাই।-বুখারী, মুসলিম

২৩৪৬. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَائِمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدُّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَتَقِّ قَلْبِي كَمَا تَقْيُ الثُّوبَ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - متفق عليه

২৩৪৬. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “আল্লাহুমা ইন্নি আউজু বিকা মিনাল কাসলে, ওয়াল হারামে, ওয়াল মাগরামে, ওয়াল মা'সামে। আল্লাহুমা ইন্নি আউজুবিকা মিন আযাবিন্নারে ওয়া ফিতনাতিল কারবে, ওয়া আযাবিল কাবরে, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল গেনা ওয়াশাররে ফিতনাতিল ফাকরে, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জাল। আল্লাহুমাগসিল খাতায়ায়া বিমায়িছালজি ওয়াল বারাদে, ওয়া নাক্কি কালবি কামা ইউনাককিস ছাওবাল আবইয়াদ মিনাদ দানাसे। ওয়া বায়েদ বাইনি ওয়া বাইনা খাতায়া কামা বাআদুতা বাইনাল মশরিকি ওয়াল মাগরেবে” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অলসতা, বার্ধক্য, ঋণ ও পাপ থেকে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের আগুন, জাহান্নামের পরীক্ষা, কবরের পরীক্ষা

ও শাস্তি হতে, সম্বলতার পরীক্ষার অনিষ্ট ও দারিদ্রের পরীক্ষার অনিষ্ট হতে এবং কানাদাজ্জালের পরীক্ষার অনিষ্ট হতে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহ বরফের ও শিলার পানি দিয়ে ধুয়ে দাও। আমার হৃদয়কে পরিষ্কার করে দাও যেভাবে সাদা কাপড়, ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। আমার ও আমার গুনাহর মধ্যে এমন দূরত্বের সৃষ্টি করে দাও যেমন দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে।”-বুখারী, মুসলিম

২৩৪৭. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ اتِّ نَفْسِي تَقْوِيهَا وَزَكَّيْهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّيْهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا - رواه مسلم

২৩৪৭. হযরত য়ায়েদ ইবনে আরকাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, ভীকতা, কৃপণতা, বার্ষ্য ও কবর আযাব হতে তোমার নিকট পানাহ চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার আত্মাকে সংযম দান করো। একে পবিত্র করো, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারক ও এর অভিভাবক ও রব। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ওই জ্ঞান লাভ হতে আশ্রয় চাই, যে জ্ঞান কোনো উপকারে আসে না। ওই হৃদয় হতে মুক্তি চাই যে হৃদয় তোমার ভয়ে ভীত হয় না। ওই মন হতে পানাহ চাই যে মন তৃপ্তি লাভ করে না, আর ওই দোষ হতে, যে দোয়া কবুল হয় না।-মুসলিম

২৩৪৮. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ - رواه مسلم

২৩৪৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়াগুলোর মধ্যে এটাও একটা দোয়া, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (আমার প্রতি) তোমার নেয়ামতের কমে যাওয়া, (আমার উপর হতে) তোমার নিরাপত্তার আবর্তন, (আমার উপর) তোমার শাস্তির আকস্মিক আক্রমণ ও তোমার সকল প্রকার অসন্তোষ হতে পানাহ চাই।-মুসলিম

২৩৪৯. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ - رواه مسلم

২৩৪৯. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, “আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শাররি মা আমিলতু ওয়ামিন শাররি মালাম আ‘মাল” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই যা আমি করেছি ও যা আমি করিনি তার অনিষ্ট হতে।”-মুসলিম

২৩৫০. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ

وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْتَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ - متفق عليه

২৩৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, “আল্লাহ্‌মা লা কা আসলামতু, ওয়া বিকা আমানতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু, ওয়া ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খাসামতু, আল্লাহ্‌মা ইন্নি আউযু বিইযযাতিকা লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আন তুদিহ্লানি। আনতাল হাইয্যুল্লাযি লা ইয়ামুতু, ওয়াল জিন্ন ওয়াল ইনসু ইয়ামুতুনা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমারই কাছে নিজকে সমর্পণ করলাম, তোমারই উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই উপর ভরসা করলাম, তোমারই দিকে নিজকে ফিরালাম, তোমারই সাহায্যে তোমার শত্রুর সাথে লড়াই করলাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার ইয্যতের (প্রতাপ প্রতিপত্তির) কাছে আশ্রয় গ্রহণ করছি পথ ভ্রষ্টতা হতে। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তুমি চিরজীব, তোমার মৃত্যু নেই; মানুষ আর জিন মৃত্যুবরণ করবে।—বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৩৫১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ - رواه احمد وابوداؤد وابن ماجة ورواه الترمذی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُمَا -

২৩৫১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমি চারটি ব্যাপারে তোমার কাছে পানাহ চাই। (১) যে জ্ঞান কোনো কাজে আসে না। (২) যে অন্তর ভীত হয় না। (৩) যে মন তৃপ্তি লাভ করে না। (৪) যে দোয়া কবুল হয় না।—আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে এবং নাসায়ী উভয় হতে।

২৩৫২. وَعَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسَوْءِ الْعُمْرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ - رواه ابو داؤد والنسائي

২৩৫২. হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (১) ভীরাভা-কাপুরুষতা, (২) কৃপণতা, (৩) বয়সের অনিষ্টতা (৪) মনের ফিতনা ও (৫) কবরের আযাব—এ পাঁচটি জিনিষ হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতেন।

—আবু দাউদ, নাসায়ী

২৩৫৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ - رواه ابو داؤد والنسائي

২৩৫৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, -রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, “আল্লাহ্‌য়া ইন্নি আউযুবিকা মিনাল ফাকরে, ওয়াল কিল্লাতে ওয়াযযিল্লাতে ওয়া আউযুবিকা মিন আন আযলিমা আও উজলিমা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অভাব, স্বল্পতা, লাঞ্ছনায় পতিত হওয়া হতে পানাহ চাই। আমি অত্যাচারী অথবা অত্যাচারিত হওয়া হতেও তোমার কাছে পানাহ চাই।

-আবু দাউদ, নাসায়ী

২৩৫৪. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ

وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ - رواه ابو داؤد والنسائي

২৩৫৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, “আল্লাহ্‌য়া ইন্নি আউযুবিকা মিনাশ শিকাকে, ওয়াননিফাকে ওয়া সুয়িল আখলাকে”, অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি সত্যের বিরোধিতা, মুনাফিকী ও চরিত্রহীনতা হতে তোমার কাছে পানাহ চাই।”-আবু দাউদ, নাসায়ী

২৩৫৫. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَنْسُ

الضُّجُوعَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بَنَسَتْ الْبَطَانَةَ - رواه ابو داؤد والنسائي وابن ماجة

২৩৫৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, “আল্লাহ্‌য়া ইন্নি আউযুবিকা, মিনাল জুয়ে ফাইন্নাহ্‌ বি'সাদদাজ্জিউ, ওয়া আউযুবিকা মিনাল খিয়ানাতে ফাইন্নাহ্‌ বি'সাতিল বিতানাভু” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষুধার তাড়না হতে পানাহ চাই, কারণ তা মানুষের কতই না খারাপ নিদ্রা-সাথী এবং তোমার কাছে পানাহ চাই বিশ্বাসঘাতকতা করা হতে। কেননা বিশ্বাসঘাতকতা কতইনা খারাপ গোপন চরিত্র।-আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ

২৩৫৬. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ

وَالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ - رواه ابو داؤد والنسائي

২৩৫৬. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, “আল্লাহ্‌য়া ইন্নি আউযুবিকা মিনাল বারাহে, ওয়াল জুযামে, ওয়াল জুনুনে, ওয়া মিন সাইয়েয়িল আসকামে,” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ, পাগলামী ও খারাপ রোগসমূহ হতে তোমার কাছে পানাহ চাই।”

-আবু দাউদ ও নাসাই

২৩৫৭. وَعَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ

الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ - رواه الترمذی

২৩৫৭. হযরত কুতবা ইবনে মালিক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, “আল্লাহ্‌য়া ইন্নি আউযুবিকা মিন মুনকারাতিল

আখলাকে, ওয়াল আ'মালে, ওয়াল আহওয়ায়ে” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে খারাপ চরিত্র, খারাপ কাজ ও খারাপ আশা আকাংখা হতে আশ্রয় চাই।”—তিরমিযী

২৩৫৮. وَعَنْ شُعْبَةَ بْنِ شَكْلٍ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلِمْنِي تَعْوِذًا اتَّعَوَّذُ بِهِ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِيِّ. رواه أبو داود والترمذی والنسائی

২৩৫৮. তাবেয়ী হযরত শুভাইর ইবনে শাকাল ইবনে হুমাঈদ তাঁর পিতা শাকাল হতে বর্ণনা করেন। তার পিতা বলেন, আমি একবার বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন একটি দোআ শিখিয়ে দিন, যা দিয়ে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে পারি। তিনি তখন বললেন, পড়ো, “আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শাররি সাময়ী, ওয়া শাররি বাসারী, ওয়া শাররি লিসানী ওয়া শাররি কালবী ওয়া শাররি মানীয়ায়ী” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (১) আমার কানের অনিষ্টতা, (২) চোখের অনিষ্টতা (৩) আমার মুখের অনিষ্টতা আমার কালবের অনিষ্টতা ও (৪) আমার বীর্যের অনিষ্টতা হতে রক্ষা পাবার জন্য আশ্রয় চাই।”—আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই

২৩৫৯. وَعَنْ أَبِي الْيَسْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدَى وَمِنَ الْفَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَحَبَّطُنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُذْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا. رواه أبو داود والترمذی وزَادَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَالْغَمَّ

২৩৫৯. হযরত আবুল ইয়াসার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দোয়া করতেন, “হে আল্লাহ! আমার উপর কিছু ধসে পড়া হতে আমি তোমার কাছে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! উপর হতে পড়া, পানিতে ডুবা, আগুনে পোড়া ও বার্ষক্য হতেও আমি তোমার কাছে পানাহ চাই। আরো পানাহ চাই তোমার কাছে মৃত্যুর সময় শয়তানের গুমরাহীতে পড়া হতে। আর তোমার পথ (জিহাদের ময়দান) হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা হতেও পানাহ চাই। আরো পানাহ চাই দংশিত হয়ে মৃত্যুবরণ করা হতে।—আবু দাউদ, নাসাই

২৩৬০. وَعَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى طَبْعٍ.

رواه احمد والبيهقى فى الدعوات الكبير

২৩৬০. হযরত মুআয রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহর নিকট লোভ লালসা হতে পানাহ চাও, যে লোভ লালসা মানুষকে দোষের দিকে নিয়ে যায়।—আহমাদ। বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে।

২৩৬১. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اسْتَعِذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ. رواه الترمذی

২৩৬১. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন, “হে আয়েশা! আল্লাহর কাছে এর অপকারিতা হতে পানাহ চাও। কারণ এটা হলো সেই গাসেক যখন অন্ধকার হয়ে যায়।—তিরমিযী

ব্যাখ্যা : সূরা ফালাকে, “ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইয়া ওয়াকাব” উল্লেখ হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় এখানে ‘গাসেক’ অর্থ চাঁদ যখন তা অন্ধকার হয়ে যায়। চাঁদকে যখন ‘গ্রহণে’ ধরে তখন তা আলোহীন হয়ে যায় অথবা চাঁদ ডুবে গেলে পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে যায়। ‘অন্ধকার একটা খারাপ সময়। এ সময়ে অপকারিতা হতে পানাহ চাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন।

২৩৬২. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا بِيَّ يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلَهًا قَالَ أَبِي سَبْعَةً فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ قَالَ فَأَيُّهُمْ تَعْبُدُ لِرَعْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ قَالَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ قَالَ يَا حُصَيْنُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلِمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ قَالَ فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِي فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ الْهَمْنِي رُشْدِي وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي. رواه الترمذی

২৩৬২. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতা হুসাইনকে জিজ্ঞেস করলেন, কতজন ‘ইলাহর’ তুমি এখন ইবাদাত করছো। আমার পিতা বললেন, সাতজনের। এদের ছয়জন মাটিতে আর একজন আকাশে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আশা নিরাশার ও ভয়-ভীতির সময় এদের কাকে মানো? আমার পিতা বললেন, যিনি আকাশে আছেন তাকে মানি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, শোনো হুসাইন! যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, আমি তোমাকে দুটি কালেমা শিখাবো, যা তোমার উপকারে আসবে। বর্ণনাকারী ইমরান বলেন, আমার পিতা হুসাইন ইসলাম গ্রহণ করার পর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ওই কালেমা দুটি শিখিয়ে দিন, যার কথা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সেই আসমানের ইলাহকে বোলো, “আল্লাহুমা আলহিমনী রুশদী, ওয়া আয়েযিনী মিন শাররি নাকসী” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমার দিলকে সত্য পথের সন্ধান দাও। আমাকে আমার নফসের অপকারিতা হতে রক্ষা করো।”—তিরমিযী

২৩৬৩. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا فَرَّغَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يَخْضُرُونَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكِّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ. رواه ابو داؤد والترمذی وهذا لفظه

২৩৬৩. হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে সে যেনো বলে, “আউযু বিকালেমাতিল্লাহিত তাম্মাতে মিন গাযাবিহি ওয়া ইকাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহি ওয়া মিন হামাযাতিশ শাইতানি ওয়া আনইয়াহদুরন।” অর্থাৎ “আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে পানাহ চাচ্ছি, আল্লাহর রোষ ও তার শাস্তি হতে। তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হতে এবং শয়তানের ঝটকা হতে। আর তারা যেনো আমার কাছে হাজির হতে না পারে। এতে ঝটকা তার ক্ষতি করতে পারবে না।” বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর তাঁর সন্তানদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হতেন তাদেরকে এই দোয়া শিখিয়ে দিতেন। আর যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক এ দোয়া কাগজে লিখে তাদের গলায় লটকিয়ে দিতেন।—আবু দাউদ, তিরমিযী। ভাষা তিরমিযীর।

২৩৬৪. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ ادْخُلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللَّهُمَّ اجِرْهُ مِنَ النَّارِ - رواه الترمذی والنسائي

২৩৬৪. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর কাছে জান্নাতের জন্য দোয়া করবে, জান্নাত বলবে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইবে, জাহান্নাম বলবে, হে আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও।

—তিরমিযী, নাসাই

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৩৬৫. عَنْ الْقَعْقَاعِ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ قَالَ لَوْلَا كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَنِي يَهُودُ حِمَارًا فَقِيلَ لَهُ مَا هُنَّ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَنَاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَيَأْسَمَاءُ اللَّهُ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرٍّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ - رواه مالك

২৩৬৫. তাবেয়ী হযরত কা'কা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত কা'ব আহবার বলেছেন, যদি আমি এ বাক্যগুলো না বলতাম, তাহলে ইয়াহুদীরা আমাকে গাধা বানিয়ে ফেলতো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, সে বাক্যগুলো কি? তিনি বললেন, “আউযু বেওয়াজহিল্লাহিল আযীম আল্লাযী লাইসাত্ শাইয়ুন আ'যামু মিনহু, ওয়া বিকালি-মাতিল্লাহিত তাম্মাতিল্লাতি লা ইউজায়েযুহুনা বারকুন ওয়ালা ফাজেরুন, ওয়া বিআসমায়েল্লাহিল হুস্না, মা আলিমতু মিনহা, ওয়া মা লাম আলাম মিন শাররি মা খালাকা ওয়া যারাতা ওয়া বারাতা” অর্থাৎ “আমি মহান আল্লাহর সন্তার পানাহ গ্রহণ করছি। তাঁর অপেক্ষা মহান আর কেউ নেই। আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি যা অতিক্রম করার শক্তি ভালো-মন্দ কোনো

লোকের নেই। আমি আরো আশ্রয় নিচ্ছি আল্লাহর ‘আসমায়ে হুসনার’ যা আমি জানি আর যা আমি জানি না, তাঁর সৃষ্টির অপকারিতা হতে যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন ও পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন।—মালেক

ব্যাখ্যা : হযরত কা’ব আহবার একজন প্রখ্যাত ইহুদী আলেম ছিলেন। তিনি হযরত ওমরের খিলাফত কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহুদী গোষ্ঠী তার ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলো। তিনি এ বাক্যসমূহ পাঠ করে তাদের অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন, ‘তা না হলে তারা আমাকে গাধা বানিয়ে দিতো’ অর্থাৎ আমার মাথা নষ্ট করে দিতো।

২৩৬৬. وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَكُنْتُ أَقُولُهُنَّ فَقَالَ أَيُّ بَنِي عَمْنٍ أَخَذْتَ هَذَا قُلْتُ عَنْكَ قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ - رواه النسائي والترمذي إلا أنه لم يذكر في دُبْرِ الصَّلَاةِ وَرَوَى أَحْمَدُ لَفْظَ الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ -

২৩৬৬. তাবেয়ী হযরত মুসলিম ইবনে আবু বাকরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আবু বাকরা নামাযের পরে বলতেন “আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুফরী, পরমুখাপেক্ষিতা ও কবর আযাব হতে পানাহ চাই।” আর আমিও তাই বলতাম। একবার তিনি আমাকে বললেন, বৎস! তুমি এ বাক্য কার থেকে গ্রহণ করেছো? আমি বললাম, আপনার কাছ থেকেই তো। তখন তিনি বললেন, তবে শোনো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাক্য নামায শেষ হবার পর বলতেন।—তিরমিযী, নাসাই, নামায শেষে শব্দ ছাড়া। ইমাম আহমদ শুধু দোয়াটি বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনা আছে প্রত্যেক নামায শেষে।

২৩৬৭. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالذِّينِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّعَدِلُ الْكُفْرَ بِالذِّينِ قَالَ نَعَمْ وَفِي رَوَايَةِ اللَّهِمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ قَالَ رَجُلٌ وَيَعْدِلَانِ قَالَ نَعَمْ - رواه النسائي

২৩৬৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুফরী ও ঋণ হতে পানাহ চাই। একথা শুনে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঋণকে কুফরীর সমান মনে করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুফরী ও পরমুখাপেক্ষিতা হতে পানাহ চাই। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ দুটো কি এক রকম? তিনি বললেন, হ্যাঁ।—নাসায়ী

ব্যাখ্যা : ঋণী ও অভাবী ব্যক্তি পাওনাদারের সাথে নানা টালবাহানা করে। এটা মুনাফেকী আচরণ। অনেক সময় তারা এমনভাবে কথা বলে যা কুফরীর পর্যায়ে পড়ে। তাই এ মুসিবত থেকে পানাহর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতে বলেছেন।

৭- باب جامع الدعاء

৭. সামগ্রিক দোয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৩৬৮. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَائِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - متفق عليه

২৩৬৮. হযরত আবু মুসা আশআরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এরূপ দোয়া করতেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমার অপরাধ মাফ করো। আমার অজ্ঞতা ও আমার কাজে সীমালংঘন, আর যা আমার চেয়েও তুমি বেশি জানো। হে আল্লাহ! তুমি আমার তত্ত্বের বিষয়, খামখেয়ালী করা, অনিচ্ছায় করা, আমার অপরাধ মাফ করো, যা সবই আমি করি। আল্লাহ! তুমি আমার আগের গুনাহ ও পরের গুনাহ, গোপন গুনাহ ও প্রকাশ্য গুনাহ মাফ করে দাও। যা তুমি আমার চেয়েও বেশি জানো। তুমিই আগে বাড়াও, তুমিই পেছনে হটাও। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তুমি ক্ষমতা রাখো।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : বিনয়বশতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব দোয়া করেছেন, করেছেন আমাদের শিক্ষার জন্য। তিনি তো নিজে বেগুনাহ ছিলেন।

২৩৬৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَاصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَاصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ - رواه مسلم

২৩৬৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য আমার দীনকে ঠিক করে দাও, যা ঠিক করে দেবে আমার কর্ম। তুমি ঠিক করে দাও আমার দুনিয়া। যাতে রয়েছে আমার জীবন। তুমি ঠিক করে দাও আমার আখিরাত, যেখানে আমি ফিরে যাবো। আমার হায়াত প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের জন্য বাড়িয়ে দাও, আর আমার মৃত্যুকে আমার জন্য প্রত্যেক অকল্যাণকর কাজ হতে শান্তিদায়ক কর।”—মুসলিম

২৩৩৭. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعِفَافَ وَالْغِنَى - رواه مسلم

২৩৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, হারাম থেকে বেঁচে থাকা ও অমুখাপেক্ষী থাকতে চাই।”-মুসলিম

২৩৩৮. وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسِدِّدْنِي وَادْكُرْ بِالْهُدَى هَذَا يَتَكَ الطَّرِيقَ وَبِالسَّدَادِ سَدَادَ السُّهُمِ - رواه مسلم

২৩৩৮. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি দোয়া করো, হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াতের পথ দেখাও। আমাকে সরল-সোজা রাখো। আর ‘হিদায়াত’ অর্থ মর্শে করবে তুমি আল্লাহর পথ, আর ‘সোজা’ অর্থে খেয়াল করবে তীরের মতো সোজা।-মুসলিম

২৩৩৯. وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ بْنِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي - رواه مسلم

২৩৩৯. তাবেয়ী হযরত আবু মালেক আশআরী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তার পিতা বলেছেন, যখন কোনো লোক ইসলাম গ্রহণ করতো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রথম নামায শিক্ষা দিতেন। তারপর তাকে এ পূর্ণ বাক্যগুলো পড়ে দোয়া করতে বলতেন, “আল্লাহুখাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদেনী, ওয়া আফেনী, ওয়ারজুকনী,” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করো, আমাকে দয়া করো, আমাকে পথ দেখাও, আমাকে শান্তিতে রাখো এবং আমাকে রিযিক দান করো।”-মুসলিম

২৩৪০. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُمَّ إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - متفق عليه

২৩৪০. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময়ই এ দোয়া করতেন, “আল্লাহুহু আতেনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান্নারে” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো। আর জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখো।”-বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৩৭৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو يَقُولُ رَبِّ اَعْنِي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ
وَاَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَاْمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاَهْدِنِي وَتَسِّرِ الْهُدَى لِي
وَاَنْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ
مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوْهَا مُنِيئًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي
وَتَبِّتْ حُجَّتِي وَسِدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي . رواه الترمذی وابو
داؤد وابن ماجه

২৩৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন ও বলতেন, “হে রব! আমাকে সাহায্য করো, আমার বিপক্ষে সাহায্য করো না। আমাকে মদদ করো আমার বিরুদ্ধে মদদ করো না। আমার পক্ষে উপায় উপকরণ উদ্ভাবন করো, আমার বিরুদ্ধে উপায় উপকরণ উদ্ভাবন করো না। আমাকে পথ দেখাও, আমার জন্য পথ সহজ করে দাও। যে আমার উপর শক্তি প্রয়োগ করে তার উপর আমাকে বিজয়ী করো। হে রব! আমাকে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ বানাও। আমাকে তোমার যিকিরকারী করো, তোমার ভয়ে আমাকে ভীত করো। তোমার অনুগত করো, তোমারই প্রতি বিনম্র করো। তোমার কাছে মনের দুঃখ জানাতে শিখাও, তোমার প্রতি আমাকে বুকাও। হে রব! তুমি আমার তাওবা কবুল করো, আমার গুনাহ ধুয়ে দাও। আমার ডাকে সাড়া দাও, আমার ঈমান ময়বুত করো, আমার মুখ ঠিক রাখো। আমার হৃদয়কে হেদায়াত দান করো, আমার হৃদয়ের কালিমা বিদূরিত করো।”

-তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

২৩৭৫. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ سَلُوا اللَّهَ
الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَإِنْ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ . رواه الترمذی
وابن ماجه وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا

২৩৭৫. হযরত আবু বকর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিন্বরের উপর দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললেন, এরপর বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং শান্তি চাও। কারণ ঈমান গ্রহণ করার পর কাউকেও শান্তির চেয়ে উত্তম আর কিছু দেয়া হয় না।-তিরমিযী ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। তবে সনদ হিসেবে গরীব।

২৩৭৬. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ
قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ لَهُ
مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ - رواه
الترمذی وابن ماجه وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ اسْتَدَّ

২৩৭৬. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলো এবং তাঁকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ দোয়া সর্বোত্তম? উত্তরে তিনি বলেন, তোমার রবের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করো। এরপর সেই ব্যক্তি আবার দ্বিতীয় দিন এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ দোয়া সর্বোত্তম? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আগের দিনের মতো বললেন। আবার সেই ব্যক্তি তৃতীয় দিন আসলো (ও তাঁকে একই প্রশ্ন করলো) তিনি আগের মতই উত্তর দিলেন। এরপর তিনি বললেন, দুনিয়া ও আখিরাতে যখন শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করলে, তখন নাজাত লাভ করলে।

-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

ব্যাখ্যা : মূল হাদীসে ‘মুআফাত’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ অন্যের হাত থেকে নিরাপদ থাকা। আবার নিজের হাত থেকেও অন্যকে নিরাপদ রাখা।

۲۳۷۷. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطَمِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ
اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ مَارَزَقْتَنِي مِمَّا أَحَبُّ فَاجْعَلْهُ
قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ اللَّهُمَّ مَارَزَوْتَنِي عَنْيَ مِمَّا أَحِبُّهُ فَاجْعَلْهُ فِرَاقًا لِي فِيمَا تُحِبُّ -

رواه الترمذی

২৩৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ খাতমী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দোয়া করার সময় বলতেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার ভালোবাসা এবং যার ভালোবাসা তোমার নিকট আমার কাজে আসবে বলে জানানো তার ভালোবাসা আমাকে দান করো। হে আল্লাহ! আমি ভালোবাসি এমন যা তুমি আমাকে দান করেছো, একে তুমি আমার পক্ষ অবলম্বন করার সুযোগ দাও যা তুমি ভালোবাসো তার জন্য। হে আল্লাহ! আমি যা ভালোবাসি তার যতোখানি তুমি আমার কাছ হতে দূরে রেখেছো তাকে তুমি যা আমার পক্ষে ভালোবাসো তা করার জন্য সুযোগ দান করো। -তিরমিযী

۲۳۷۸. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ
بِهَؤُلَاءِ الدُّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ اللَّهُمَّ أَقْسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تَهْوَنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ
الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ

ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمًّا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا - رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

২৩৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মজলিস হতে খুব কমই উঠতেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার সাথী সঙ্গীদের জন্য এ দোয়া না করতেন। “হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে ওই পরিমাণ তোমার ভীতি দান করো যা দিয়ে তুমি আমাদের মাঝে ও তোমার নাফরমানীর মধ্যে বাধা সৃষ্টি করবে। তোমার ইবাদাত-আনুগত্যের ওই পরিমাণ আমাদেরকে দান করো, যা দিয়ে তুমি আমাদেরকে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং তোমার প্রতি বিশ্বাস ওই পরিমাণ দান করো, যা দিয়ে তুমি আমাদের দুনিয়ার বিপদসমূহ সহজ করে দেবে। হে আল্লাহ! আমাদের উপকার করো আমাদের কান দ্বারা, আমাদের চোখ দ্বারা, আমাদের শক্তি দ্বারা, যতোদিন তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উত্তরাধিকারী জারী রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতিশোধ স্পৃহাকে সীমাবদ্ধ রাখো, তাদের প্রতি যারা আমাদের প্রতি যুলুম করেছে এবং আমাদের সাহায্য করো তাদের বিরুদ্ধে যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। হে আল্লাহ! আমাদের দীন সম্পর্কে আমাদেরকে কোনো বিপদে ফেলো না। দুনিয়াকে আমাদের মূল চিন্তার বিষয় ও জ্ঞানের পরিসীমা বানিও না। হে আল্লাহ! যারা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে না তাদেরকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না।”-তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব ও হাসান।

২৩৭৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ - رواه الترمذی وابن ماجه وَقَالَ الترمذی هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا

২৩৭৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, “হে আল্লাহ! যা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে তা আমাদের কাজে লাগাও, আর আমাদেরকে আমাদের উপকারে আসে এমন শিক্ষাদান করো এবং আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করো। প্রত্যেক অবস্থায়ই আল্লাহর শোকর আদায় করছি জাহান্নামীদের অবস্থা হতে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসের সনদ গরীব।

২৩৮০. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سَمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوًى كَدَوِي النَّحْلِ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَّثْنَا سَاعَةً فَسُرِّيَ عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَآكِرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاعْظِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا

وَأَثَرِنَا وَلَا تُؤْتِرُ عَلَيْنَا وَأَرْضَنَا عَنَّا ثُمَّ قَالَ أَنْزَلَ عَلَى عَشْرٍ آيَاتٍ مِّنْ أَمَامِهِ
دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَأَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى خَتَمَ عَشْرَ آيَاتٍ . رواه احمد والترمذی

২৩৮০. হযরত ওমর ইবনুল খাতাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ওহী নাযিল হতো তাঁর মুখে মৌমাছির গুন গুন শব্দের মতো এক প্রকার আওয়াজ শোনা যেতো। এভাবে একদিন তাঁর উপর ওহী নাযিল হা হলো। আমরা কিছু সময় তাঁর কাছে অপেক্ষা করলাম। তিনি স্বাভাবিক হয়ে কেবলার দিকে ফিরলেন। হাত উঠিয়ে বললেন, “হে আল্লাহ! তোমার দান আমাদের জন্য বাড়িয়ে ও। কমিয়ে দিও না আমাদেরকে। আমাদেরকে সম্মানিত করো, আপমানিত করো না। আমাদেরকে দান করো, বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে কবুল করো। কাউকেও আমাদের পক্ষে গ্রহণ করো না। তুমি আমাদেরকে খুশী করো, আমাদের প্রতিও তুমি খুশী থাকো।” এরপর তিনি বললেন, এখন আমার উপর দশটি আয়াত নাযিল হলো। যে ব্যক্তি এ আয়াতগুলো বাস্তবে কায়ম করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর তিনি (সূরা মুমিনূনের রূ) হতে তিলাওয়াত করতে লাগলেন, “কাদ আফলাহাল মুমিনুন” অর্থাৎ “মুমিনগণ তাকার্য হয়েছে—এভাবে তিনি দশটি আয়াত তিলাওয়াত শেষ করলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৩৮১. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا ضَرَبَ الْبَصَرَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَدْبَلَهُ اللَّهُ أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ إِنَّ شَيْئًا دَعَوْتُ وَإِنْ شَيْئًا صَبَرْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قَالَ فَادْعُهُ قَا فَاَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَآتَوْبَةً إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي لِيَقْضِيَ لِي فِي حَاجَتِي هَذِهِ اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ . رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

২৩৮১. হযরত ওসমান ইবনে হুনাইফ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি যেনো আমাকে (চোখ) ালো করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি চাইলে আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করবো। কিন্তু তুমি যদি চাও সবর করতে পারো, আর এটাই হবে আমার জন্য উত্তম। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দোয়া করুন। র্ণনাকারী ওসমান বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভালো করে যু করতে ও এ দোয়া পড়তে বললেন, “হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মদ, রহমতের বী। তাঁর মাধ্যমে আমি তোমার কাছে মিনতি জানাচ্ছি ও তোমার দিকে ফিরছি। হে নবী আমি আপনার মাধ্যমে আমার রবের দিকে রুজু হচ্ছি। তিনি যেনো আমার এ প্রয়োজন রণ করেন। হে আল্লাহ! তুমি আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল করো।—তিরমিযী। গনি বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

২৩৮২. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبًّا وَحُبًّا مِنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَمَالِي وَأَهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَعْبَدَ الْبَشَرِ - رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

২৩৮২. হযরত আবু দারদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত দাউদ নবীর দোয়া ছিলো এই—তিনি বলতেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা কামনা করি। আর যে ব্যক্তি তোমাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসা চাই। আর আমি ওই কাজের শক্তি চাই যে শক্তি আমাকে তোমার ভালোবাসার দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ! তোমার ভালোবাসাকে আমার কাছে আমার জীবন, আমার সম্পদ, আমার পরিজন ও ঠাণ্ডা পানি অপেক্ষাও বেশি প্রিয় করে তোলো। হযরত আবু দারদা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত দাউদকে স্মরণ করতেন, তাঁর কাহিনী বর্ণনা করতেন। তিনি বলতেন, দাউদ ছিলেন তাঁর যুগের সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী।

—তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

২৩৮৩. وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ صَلَوةً فَأَوْجَزَ فِيهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفُفْتَ وَأَوْجَزْتَ الصَّلَوةَ فَقَالَ أَمَا عَلَى ذَلِكَ لَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هُوَ أَبِي غَيْرَ أَنَّهُ كُنِيَ عَنْ نَفْسِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِهِ الْقَوْمَ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَيْتَنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَوةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّيْتَنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فَتَنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِرِيتَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْدِيَيْنِ - رواه النسائي

২৩৮৩. তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে সায়েব রঃ তার পিতা হযরত সায়েব হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, একবার সাহাবী আশ্খার ইবনে ইয়াসির আমাদেরকে এক নামায পড়ালেন। এতে তিনি সংক্ষেপ করলেন। পরে নামাযীদের একজন বলে উঠলো, আপনি এতো তাড়াতাড়ি নামায পড়ালেন ও সংক্ষেপ করলেন, তিনি বললেন, এতে আমার ক্ষতি হবে না। কারণ এতে আমি যেসব দোয়া পড়েছি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

কাছে গুনেছি। এরপর এক ব্যক্তি তার অনুকরণ করলো। হযরত আতা বলেন, তিনি হলেন আমার পিতা সায়েবই। তবে তিনি নিজের নাম প্রকাশ না করে ইঙ্গিতে বললেন। তিনি হযরত আম্মারকে দোয়াটি কি তা জিজ্ঞেস করলেন। পরে এসে লোকদেরকে তা জানালেন। দোআটি হলো, “হে আল্লাহ! আমি তোমার গায়েবের ইলম ও সৃষ্টির উপর তোমার ক্ষমতা রাখার দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমাকে ততোদিন জীবিত রাখবে যতোদিন আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর বলে মনে করবে। আর আমাকে মৃত্যুদান করবে যখন তুমি মৃত্যুকে আমার জন্য কল্যাণকর জানবে। হে আল্লাহ! আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে যেনো তোমাকে ভয় করি, তোমার কাছে সন্তোষ ও অসন্তোষ অবস্থায় সত্য বলার সাহস ও হিম্মত চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভাব ও স্বচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বনের তাওফিক চাই। তোমার নিকট চাই এমন নেয়ামত যা কখনো শেষ হবে না। আমি তোমার কাছে আরো চাই চোখ জুড়াবার বিষয়, যা কখনো ছিন্ন হবে না। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার হুকুমের উপর সম্ভ্রুটি থাকতে চাই। তোমার কাছে চাই মৃত্যুর পরের উত্তম জীবন। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (জান্নাতে) তোমার প্রতি দৃষ্টি দেবার স্বাদ গ্রহণ করতে চাই এবং ক্ষতিকর কষ্ট ও পথ বিভ্রান্তির ফাসাদে নিপতিত হওয়া ছাড়া তোমার সাক্ষাতের আশা করি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের ভূষণে ভূষিত করো আর আমাদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও হেদায়াত প্রদর্শনকারী বানাও।—নাসাই

ব্যাখ্যা : হযরত আম্মার রাঃ এ দোয়া নামাযের শুরুতে ‘সুবহানা’র জায়গায় পড়েছিলেন। অথবা পড়েছিলেন শেষের দিকে দরুদ শরীফ পড়ার পর। সংক্ষেপে নামায পড়ার প্রশ্নের উত্তরের মর্ম হলো, লম্বা কেরাআতের সওয়াব লাভ না করলেও একটি উত্তম দোয়ার সওয়াব লাভ করবো।

দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখতে না পারলেও জান্নাতে আল্লাহকে দেখতে পাওয়া যাবে— এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত। মুতাখিলার মত হলো, জান্নাতেও আল্লাহকে দেখতে পাওয়া যাবে না। চোখ জুড়াবার ব্যাপার হলো নেক সন্তান-সন্ততি।

২৩৮৪. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبْرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا - رواه احمد وابن ماجة والبيهقي

فی الدعوات الكبير

২৩৮৪. হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায শেষ করে বলতেন, “আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, কবুল হবার মতো আমল ও হালাল রিযিক চাই।—আহমাদ ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী দাওয়াতুল করীরে।

২৩৮৫. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دُعَاءُ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا أَدْعُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَكْثَرُ شُكْرَكَ وَأَكْثَرُ ذِكْرَكَ وَأَتَّبِعْ نَصِيحَكَ وَأَحْفَظْ وَصِيَّتَكَ - رواه الترمذی

২৩৮৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একটি দোয়া মুখস্থ করেছি। এ দোয়া আমি কখনো পরিত্যাগ

করি না, তাহলে হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাওফীক দাও, আমি যাতে তোমার বেশি বেশি শোকর আদায় করতে পারি। বেশি বেশি তোমার যিকির করতে পারি, তোমার নসীহত পালন করতে পারি ও তোমার অসিয়তের স্মরণ রাখতে পারি।

২৩৮৬. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَى بِالْقَدْرِ .

২৩৮৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সুস্বাস্থ্য, পবিত্রতা, আমানতদারী, উত্তম চরিত্র এবং তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক কামনা করছি।

২৩৮৭. وَعَنْ أُمِّ مَعْبُدٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّبَا وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ . رواهما البهقي في الدعوات الكبير

২৩৮৭. হযরত উম্মে মা'বাদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি দোয়া করতেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমার মনকে মুনাফিকী হতে, আমার কাজকে লৌকিকতা হতে, আমার মুখকে মিথ্যা বলা হতে, আমার চোখকে খিয়ানত করা হতে পাক-পবিত্র করো। তুমি অবশ্যই চোখের খিয়ানত ও মনের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবগত আছো।—হাদীস দু'টিই বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে বর্ণিত।

২৩৮৮. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتْ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ كُنْتَ تَدْعُو اللَّهَ بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتُ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجَلَهُ لِي فِي الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تَطِيقُهُ وَلَا تَسْتَطِيعُهُ أَفَلَا قُلْتَ اللَّهُمَّ إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ فَذَعَا اللَّهُ بِهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ . رواه مسلم

২৩৮৮. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলিম রোগীকে দেখতে গেলেন। সে শুকিয়ে পাখির বাচ্চার মতো দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহর কাছে কোনো ব্যাপারে দোয়া করেছিলে অথবা তা তাঁর নিকট চেয়েছিলে? উত্তরে সে বললো, হ্যাঁ বলতাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আখিরাতে যে শাস্তি দিবে তা দুনিয়াতেই আগেভাগে দিয়ে দাও। একথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! আখিরাতের শাস্তি তুমি দুনিয়াতে সহ্য করতে পারবে না। আখিরাতেও সহ্য করতে পারবে না। তুমি এভাবে বলোনি কেনো—“হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে কল্যাণ দাও, বাঁচাও আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব

থেকে।” হযরত আনাস বলেন, পরে ওই ব্যক্তি এভাবে দোয়া করলো এবং আল্লাহ তাআলা তাকে ভালো করে দিলেন।—মুসলিম

২৩৮৯. وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ - رواه الترمذی وابن ماجه والبيهقی فی شعب الایمان وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

২৩৮৯. হযরত হুযাইফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজকে লাঞ্ছিত করা মুমিনের উচিত নয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! নিজকে লাঞ্ছিত করে কিভাবে? তিনি বললেন, এমন বিপদ কামনা করে বসা যা সহ্য করার সাধ্য তার নেই (ওই ব্যক্তি যেমন করেছিলো)। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। বায়হাকী শোআবুল ইমানে। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।

২৩৯০. وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ - رواه الترمذی

২৩৯০. হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই দোয়াটি শিখিয়েছেন, তিনি বলেছেন, তুমি বলো, “হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপনকে প্রকাশ্য হতে উত্তম করো, আমার প্রকাশ্য কাজকে মার্জিত করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভালো চাই যা তুমি মানুষকে দান করেছো—পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ, সন্তান সম্ভতি, যারা পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী নয়।—তিরমিযী



হজ্জ ফরয, এর ফযীলত ও মীকাত

২৩৯১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلُ عَامِرًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَكْثَرَةٍ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ . رواه مسلم

২৩৯১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করার সময় বললেন, হে মানবজাতি! আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন, অতএব তোমরা হজ্জ পালন করবে। সে সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এ হজ্জ পালন কি প্রত্যেক বছর? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। এমন কি লোকটি তিনতিন বার জিজ্ঞেস করলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আমি হ্যাঁ বলতাম (হজ্জ প্রতি বছর) ফরয হয়ে যেতো। তখন তোমরা (প্রতি বছর হজ্জ পালন করতে) পারতে না। তারপর তিনি বললেন, দেখো, যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে কিছু বলিনি সে ব্যাপারটি সেভাবে থাকতে দাও। কারণ তোমাদের আগের লোকেরা বেশি প্রশ্ন করে ও তাদের নবীদের সাথে মতপার্থক্য করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাই আমি তোমাদেরকে যখন কোনো ব্যাপারে কোনো নির্দেশ দেবো তা যথাসাধ্য পালন করবে। আর যে ব্যাপারে নিষেধ করবো তা পরিত্যাগ করবে।

২৩৯২. وَعَنْهُ قَالَ سُنِّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مُبْرُورٌ . متفق عليه

২৩৯২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করা। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো এরপরে কোন্ আমল? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, এরপর কোন্টি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হজ্জে মাবরুর' অর্থাৎ কবুল হওয়া হজ্জ।—বুখারী, মুসলিম

২৩৯৩. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْقُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. متفق عليه

২৩৯৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক আল্লাহরই জন্য হজ্জ করেছে, এতে অশ্লীল কথাবার্তা বলেনি বা অশ্লীল কাজকর্ম করেনি। সে লোক হজ্জ হতে এমন (বেগুনাহ) হয়ে বাড়ী ফিরবে যেন ওইদিনই তার মা তাকে প্রসব করেছে।

২৩৯৪. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. متفق عليه

২৩৯৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক উমরা অপর উমরা পর্যন্ত সময়ের কাফ্যারা স্বরূপ আর কবুল করা হজ্জের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।—বুখারী, মুসলিম

২৩৯৫. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً. متفق عليه

২৩৯৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমযান মাসে উমরা পালন হজ্জের মতো সওয়াবের।—বুখারী, মুসলিম

২৩৯৬. وَعَنْهُ قَالَ إِنْ النَّبِيُّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرُّوحَاءِ فَقَالَ مِنَ الْقَوْمِ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ إِلَهُذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ. رواه مسلم

২৩৯৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের পথে ‘রাওহা’ নামক জায়গায় এক আরোহী কাফেলার দেখা পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? তারা বললো, ‘আমরা মুসলমান’। এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘আপনি কে?’ তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল! একথা শুনে একজন মহিলা একটি শিশুকে উপরে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এ শিশুর কি হজ্জ হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ হবে। তবে সওয়াব হবে তোমার।—মুসলিম

২৩৯৭. وَعَنْهُ قَالَ إِنْ امْرَأَةٌ مِنْ خَنَعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَرِضَتِ اللَّهُ عَلَيَّ عِبَادَهُ فِي الْحَجِّ أَذْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَادَاعِ. متفق عليه

২৩৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার খাসআম গোত্রের এক মহিলা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দাহদের

উপর আল্লাহ তাআলার ফরয করা হজ্জ আমার পিতার উপরও ফরয হয়েছে, কিন্তু আমার পিতা খুবই বৃদ্ধ, সওয়ারীর উপর বসে থাকার শক্তি তাঁর নেই। তাই আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ পারো। এটা বিদায় হজ্জের ঘটনা।

-বুখারী, মুসলিম

২৩৭৮. وَعَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ نِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضِ دَيْنَ اللَّهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ - متفق عليه

২৩৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বোন হজ্জ পালন করার জন্য মানত করেছিলেন। কিন্তু তা আদায় করার আগেই তিনি মারা গেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার বোনের কোনো ঋণ থাকলে তুমি আদায় করতে কিনা? সে বললো, নিশ্চয়ই আদায় করতাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমি আল্লাহর ঋণ আদায় করো। এই ঋণ আদায় করার অধিক উপযোগী।-বুখারী, মুসলিম

২৩৭৭. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُتِبَتْ لِي غَزْوَةٌ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَةً قَالَ أَذْهَبَ فَأَحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ - متفق عليه

২৩৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো পুরুষ যেনো কোনো সময় কোনো স্ত্রীলোকের সাথে এক জায়গায় একত্র না হয়, আর কোনো স্ত্রীলোক যেনো কখনো আপন কোনো মাহরাম ব্যক্তির সাথে ছাড়া একাকিনী সফরে বের না হয়। সেই সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক যুদ্ধে আমার নাম লেখানো হয়েছে। আর আমার স্ত্রী একাকিনী হজ্জে রওয়ানা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করো।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ঈমাম আবু হানীফা রঃ ঈমাম আহমাদ রঃ এ হাদীসের আলোকেই বলেন, মাহরাম ব্যক্তি (অর্থাৎ স্বামী, পিতা, ভাই, যাদের সাথে বিয়ের সম্পর্ক হারাম) না থাকলে মহিলাদের উপর হজ্জ ফরয নয়।

২৪০০. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُمْ الْحُجَّ -

متفق عليه

২৪০০. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি নিজের জিহাদে যাবার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চাইলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের জিহাদ হলো হজ্জ।

-বুখারী, মুসলিম

২৪০১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مُسِيرَةَ يَوْمٍ وَكَيْلَةَ الْيَوْمِ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ - متفق عليه

২৪০১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মহিলা কোনো মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া একদিন এক রাতের পথও যেনো (অন্য কারো সাথে) সফর না করে।—বুখারী, মুসলিম

২৪০২. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَمَ فَهَنٌ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ ذُوْنَهُنَّ فَمَهْلُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يَهْلُونَ مِنْهَا - متفق عليه

২৪০২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের জন্য ‘যুলহলাইফাকে’ মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন। শামবাসীদের জন্য ‘জুহফা’কে আর নজদবাসীদের জন্য ‘কারনুল মানাযিল’কে এবং ইয়েমেনবাসীদের জন্য ‘ইয়ালামলাম’কে। এসব স্থান এসব স্থানের লোকজনের জন্য আর অন্য স্থানের লোকেরা যখন এ পথ দিয়ে আসবে তাদের জন্য, যারা হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা করে। আর যেসব লোক এ সীমার ভিতরে থাকবে, তাদের ইহরামের স্থান তাদের ঘর। এভাবে, এভাবে (যারা যতো নিকটে হবে) এমন কি মক্কাবাসীরা ইহরাম বাঁধবে মক্কা হতে।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ‘মীকাত’ হলো ওই জায়গা, যেখান থেকে খানায়ে কাবার চারদিকে বহির্বিষয়ের মুসলমানদেরকে ইহরাম বেঁধে হজ্জের জন্য আসতে হয়। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মীকাতের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

২৪০৩. وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ وَمَهْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عَرِيقٍ وَمَهْلُ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ وَمَهْلُ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَمُ - رواه مسلم

২৪০৩. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, মদীনাবাসীদের ‘মীকাত’ হলো ‘যুলহলাইফা’। ইরাকবাসীদের মীকাত হলো ‘জাতু-ইরক’। আর নজদবাসীদের মীকাত হলো ‘কারনুল মানাযিল’ এবং ইয়েমেনবাসীদের মীকাত হলো ‘ইয়ালামলাম’।—মুসলিম

২৪০৪. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ الْآتِيَةِ كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ عُمَرَةٌ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي

ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِّنَ الْجَعْرِائَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مَّعَ حَجَّتِهِ - متفق عليه

২৪০৪. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি ‘উমরা’ পালন করেছেন। হজ্জের সাথে করা ‘উমরা’ ছড়া প্রত্যেকটি ‘ওমরা’ পালন করেছেন ‘যিলকদ’ মাসে। এক উমরা করেছেন হুদাইবিয়া নামক স্থান হতে ‘যিলকদ’ মাসে এক ‘উমরা’ করেছেন পরের বছর যিলকদ মাসে। এক উমরা করেছেন, ‘জিরানা’ নামক স্থান থেকে যেখানে তিনি হুনাইন যুদ্ধের পর গনীমতের মাল বণ্টন করেছিলেন যিলকদ মাসে। আর এক উমরা তিনি পালন করেছেন দশম হিজরীতে তাঁর বিদায় হজ্জের মাসে।

-বুখারী, মুসলিম

٢٤٠٥. وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يُحْجَّ مَرَّتَيْنِ - رواه البخاري

২৪০৫. হযরত বারআ ইবনে আযেব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দশম হিজরীতে) হজ্জ পালন করার আগে যিলকদ মাসে দু’বার ‘উমরা’ করেছেন।-বুখারী

ব্যাখ্যা : হযরত বারআ সম্ভবত হুদাইবিয়া ও হজ্জের সাথে পালন করা উমরাহকে এ হাদীসে উমরা হিসেবে গণ্য করেননি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

٢٤٠٦. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَفَى كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ قُلْتُهَا نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا وَالْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ -

رواه احمد والنسائي والدارمي

২৪০৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মানব জাতি! আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন (অতএব তোমরা হজ্জ পালন করবে)। ঠিক এ সময় হযরত আকরা ইবনে হাবেস রাঃ দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই হজ্জ কি প্রতি বছর? তিনি বললেন, যদি আমি বলতাম হ্যাঁ, তবে ফরয হয়ে যেতো। আর যদি ফরয হয়ে যেতো, তোমরা তা পালন করতে না এবং করতে সমর্থও হতে না। হজ্জ (জীবনে) একবার। যে বেশি করলো সে নফল কাজ করলো।-আহমাদ, নাসাই, দারেমী।

٢٤٠٧. وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَأَحِلَةً تَبْلِغُهُ إِلَى بَيْتِ

اللَّهُ وَلَمْ يَحْجْ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَهَلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَجْهُولٌ وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ .

২৪০৭. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি 'বায়তুল্লাহ' পৌছার পথের খরচের মালিক হয়েছে অথচ হজ্জ পালন করেনি সে ইহুদী হয়ে মৃত্যুবরণ করুক অথবা নাসারা হয়ে—এতে কিছু যায় আসে না। আর এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, “মানুষের জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ পালন করা ফরয, যে ব্যক্তি ওখানে পৌছার সামর্থ লাভ করেছে।—তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এটি গরীব। এর সনদে কথা আছে। এর এক রাবী হেলাল ইবনে আবদুল্লাহ অপরিচিত। অপর রাবী হাকেম দুর্বল।

٢٤٠٨. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ . رواه ابو داؤد

২৪০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হজ্জ পালন না করে থাকা ইসলামে নেই।

—আবু দাউদ

٢٤٠٩. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَا الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ . رواه داؤد والدارمی

২৪০৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করার ইচ্ছা পোষণ করেছে সে যেনো তাড়াতাড়ি হজ্জ পালন করে।—আবু দাউদ, দারেমী

٢٤١٠. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذُّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ . رواه الترمذی والنسائی ورواه أحمد وابن ماجه عَنْ عُمَرَ إِلَى قَوْلِهِ خَبَثَ الْحَدِيدِ

২৪১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হজ্জ ও উমরা সাথে সাথে করো। কারণ হজ্জ ও উমরা দারিদ্র ও গুনাহ দূর করে, যেমন হাঁপর লোহা সোনা-রূপার ময়লা দূর করে। কবুল করা হজ্জের সওয়াব জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।—তিরমিযী, নাসায়ী। কিন্তু আহমদ ও ইবনে মাজাহ্ হযরত ওমর হতে লোহার ময়লা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

٢٤١١. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ

الْحَجَّ قَالَ الرِّأْدُ وَالرَّاحِلَةُ . رواه الترمذی وابن ماجه

২৪১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আব্দাহর রাসূল! কি হলে হজ্জ ফরয হয়? তিনি বললেন, পথ খরচ ও বাহনে।—তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

২৪১২. وَعَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا الْحَاجُّ قَالَ الشَّعْتُ التَّفِلُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ قَالَ الْحَجُّ وَالشَّجُّ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ قَالَ زَادَ وَرَاحِلَةً. رواه في شرح السنة وَرَوَى ابْنُ مَاحَةَ فِي سُنَنِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْفَصْلَ الْآخِرَ.

২৪১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হাজী কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে লোকের (ইহ্রাম বাঁধার জন্য) এলোমেলো চুল এবং দুর্গন্ধ শরীর। এরপর আবার এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আব্দাহর রাসূল! কোন হজ্জ বেশি ভালো? তিনি বললেন, লাকবাইকার সাথে আওয়াজ সুউচ্চ করা এবং কোরবানীর রক্ত প্রবাহিত করা। এরপর তৃতীয় আর এক ব্যক্তি দাঁড়ালো ও বললো, হে আব্দাহর রাসূল!। কুরআনে বর্ণিত 'সাবীলের' সামর্থ্য রাখে এর অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পথের খরচ ও বাহন।—বাগবী শরহে সুন্নাহ, ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিনি শেষাংশ বর্ণনা করেননি।

২৪১৩. وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ بْنِ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الطَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ. رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

২৪১৩. হযরত আবু রযীন উকাইলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আব্দাহর রাসূল! আমার পিতা খুবই বৃদ্ধ, হজ্জ ও উমরা করার সামর্থ্য রাখেন না, বাহনে বসতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উমরা করে দাও।—তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৪১৪. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَيْكَ عَنْ شَبْرَمَةَ قَالَ مَنْ شَبْرَمَةُ قَالَ أَخِي أَوْ قَرِيبِي لِي قَالَ أَحَبَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شَبْرَمَةَ. رواه الشافعی وابو داؤد وابن ماجه

২৪১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনলেন, এক ব্যক্তি বলছে, আমি শুবরামার পক্ষ হতে হজ্জ পালনের ইচ্ছা পোষণ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শুবরামা কে? সে বললো, আমার এক ভাই, অথবা বললো, আমার এক আত্মীয়। তখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজের হজ্জ করছো কি ? লোকটি বললো, জি-না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমি প্রথমে নিজের হজ্জ করো। পরে শুবারামার হজ্জ করবে।-শাফেয়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

২৬১৫. وَعَنْهُ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ.

رواه الترمذی وابو داؤد

২৪১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বকালের লোকজনের জন্য ‘আকীক’ নামক স্থানকে ইহরাম বাঁধার জন্য মীকাত নির্ধারণ করেছেন।-তিরমিযী ও আবু দাউদ

২৬১৬. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عَرِيقٍ.

رواه ابو داؤد والنسائی

২৪১৬. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাকীদের জন্য ‘যাতে ইরককে’ মীকাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

-আবু দাউদ ও নাসাই

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, ইরাকীদের জন্য দুটি ‘মীকাত’ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

২৬১৭. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَهْلٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مَنِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. رواه ابو داؤد وابن ماجه

২৪১৭. হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মসজিদে আকসা থেকে মসজিদে হারামের দিকে হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধবে তার পূর্বের ও পরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। অথবা তিনি বলেছেন, জান্নাত প্রাপ্তি অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে যাবে।

-আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৬১৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحْجُونَ فَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَاتَزَلَّ اللَّهُ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. رواه البخاری

২৪১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়েমেন-বাসীরা হজ্জ পালন করতো, পথের খরচ সঙ্গে আনতো না। তারা বলতো, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী। কিন্তু মক্কায় পৌঁছে মানুষের কাছে ডিন্দা চাইতো। এ সময় আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন, “ওয়া তাযওয়াদু, ফাইন্না খাইরায যাদিততাকওয়া।

অর্থাৎ “তোমরা পথের খরচ সাধে নাও। আর উত্তম পাথেয় তো “তাকওয়া” (অর্থাৎ অন্যের নিকট হাত না পাতা)।

২৬১৭. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لِقِتَالِ فِيهِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ - رواه ابن ماجه

২৪১৯. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের উপর কি জিহাদ ফরয? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের উপর জিহাদ ফরয। যে জিহাদে কাটাকাটি অর্থাৎ যুদ্ধ নেই, আর তাহলো হজ্জ ও উমরা।-ইবনে মাজাহ

২৬২০. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيٌّ وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيٌّ - رواه الدارمی

২৩২০. হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কঠিন অভাব অথবা অত্যাচারী শাসকের বাধা, অথবা সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হওয়া ছাড়া হজ্জ পালন না করে মৃত্যু পথের যাত্রী হয়ে-বসেছে, সে যেনো মৃত্যুবরণ করে ইহুদী হয়ে অথবা নাসারা হয়ে।-দারেমী

২৬২১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْحَاجُّ وَالْعُمْرَارُ وَقَدْ لَهِ الْإِنْدَاءُ إِنْ دَعَا جَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَعْفَرُوهُ غُفِرَ لَهُمْ - رواه ابن ماجه

২৪২১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শর্গনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হজ্জ ও উমরাকারীরা হলো আল্লাহর দাওয়াতী কাফেলা বা প্রতিনিধি দল। তাই তারা যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করেন। আর তারা যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।-ইবনে মাজাহ

২৬২২. وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَقَدْ لَهِ الْإِنْدَاءُ ثَلَاثَةُ الْغَارِي وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ - رواه النسائي والبيهقي فى شعب الايمان

২৪২২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহর প্রতিনিধি দল হলো তিনটি গাযী, হাজী ও উমরাহ পালনকারী।-নাসাই, বায়হাকী শোআবুল ইমানে।

২৬২৩. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَامْرَأَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ - رواه احمد

২৪২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি কোনো হাজীর সাক্ষাত পাবে তাকে সালাম করবে, মুসাফাহা করবে। তাকে অনুরোধ জানাবে, তিনি যেনো তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান তার ঘরে ঢোকান আগে। কারণ হাজী হলো শুনাহ মাফ করা পবিত্র ব্যক্তি।—আহমদ

২৪২৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِيِ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ. رواه البيهقي في شعب الإيمان

২৪২৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ, উমরা অথবা আল্লাহর পথে জিহাদের নিয়তে বের হয়েছে এরপর এ পথে সে মৃত্যুবরণ করেছে, তার জন্য গাযী, হাজী বা উমরাহ পালনকারীর সওয়াব লেখা হবে।—বায়হাকী, শোআবুল ইমান।



১- باب الاحرام والتلبية

১. ইহরাম ও তালবিয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৪২৫. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُطَوَّفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ - متفق عليه

২৪২৫. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইহরামের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং ইহরাম খোলার জন্য (দশ তারিখে) কাবার তাওয়াফ করার পূর্বে খুশবু লাগিয়েছি। এমন খুশবু যাতে মিশক ছিলো। আমি যেনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিঁথিতে এখনো খুশবু দ্রব্যের উজ্জ্বলতা প্রত্যক্ষ করছি অথচ তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ইহরাম বাধা অবস্থায় সুগন্ধি লাগানো নিষেধ। আয়েশা রাঃ-এর কথা, ‘তিনি তখন মুহরিম ছিলেন’ অর্থাৎ আমার সুগন্ধি লাগাবার পর পরই তিনি ইহরাম বেঁধেছিলেন। ফলে ইহরাম বাধার পরও তাঁর শরীরে খুশবুর ক্রিয়া ছিলো। এতে বুঝা গেল আগে লাগানো সুগন্ধি ইহরাম অবস্থায় বাকী থাকলে ইহরামের ক্ষতি হয় না।

২৪২৬. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ مُلِيدًا يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ - متفق عليه

২৪২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথার চুল জড়ানো অবস্থায় বলতে শুনেছি, “লাব্বাইক আব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নালা হামদা ওয়ান নি’য়মাতা লাকা, ওয়াল মুলক; লাশারীকা লাকা” অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত! আমি তোমার খিদমতে দণ্ডায়মান। তোমার কোনো শরীক নেই। আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। সব প্রশংসা, সব নেয়ামত তোমারই, সমগ্র রাজত্ব তোমার, তোমার কোনো শরীক নেই। এ কয়টি বাক্যের বেশি কিছু তিনি বলেননি।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : এ দোয়াটির নামই তালবিয়া বা ইহরামের দোয়া।

২৪২৭. وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ادْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهْلًا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ - متفق عليه

২৪২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জের সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহলায়ফা মসজিদের কাছে নিজের পা রিকাবে রাখার পর উটনী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাড়ালে তিনি তালবিয়া বলেছিলেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করার পর মদীনায়াই যোহরের নামায পড়েছেন, আসরের নামায পড়েছেন যুল হলাইফায়। এটাই মদীনাবাসীদের ‘মীকাত’ তথা ‘ইহরাম’ বাঁধার জায়গা। এখানেই তিনি রাত কেটেছেন। সকালে তিনি ‘ইহরাম’ বেঁধেছেন।

এ হাদীসে থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটে ওঠার পর উট দাঁড়িয়ে গেলে তিনি ‘লাক্বাইকা’ বলেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, ইহরাম বাঁধার জন্য দু রাকআত নফল নামায পড়ার পর তিনি ‘লাক্বাইকা’ পড়েছেন। আর এক বর্ণনায় আছে— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘বায়দা’ নামক স্থানে পৌছে ‘লাক্বাইকা’ বলেছেন। তাই তালবিয়া পড়ার ব্যাপারে তিন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়।

এসব বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য হলো—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ে মুসাল্লায় বসে ‘লাক্বাইকা’ বলেছেন। তারপর উটের উপর বসে আর একবার ‘লাক্বাইকা’ বলেছেন, এরপর বায়দা নামক স্থানে পৌছে আর একবার ‘লাক্বাইকা’ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার লাক্বাইকা বলেছেন। যে বর্ণনাকারী যে জায়গায় লাক্বাইকা বলতে শুনেছেন, তিনি বুঝেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝি এখানেই ‘লাক্বাইকা’ বলা শুরু করেছেন। তাই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শোনার জায়গার নাম তালবিয়া শুরু করার জায়গা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কাজেই রাবীদের বর্ণনার মধ্যে আর কোনো বিরোধ থাকে না।

২৪২৮. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صَرَخًا - رواه مسلم

২৪২৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং উচ্চস্বরে হজ্জের ‘তালবিয়া’ বলতে থাকলাম।—মুসলিম

২৪২৯. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ وَانْتَهُمْ لِيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ - رواه البخاری

২৪২৯. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু তালহার সাথে একই সওয়ারীতে সওয়ার ছিলাম। আমি শুনেছি তারা একত্রে হজ্জ ও উমরা উভয়ের ‘তালবিয়া’ বলছিলেন।—বুখারী

ব্যাখ্যা : তারা হজ্জ ‘কিরানের’ নিয়ত করেছিলেন।

২৪২৯. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهْلَ

بَعْمَرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِالْحَجِّ أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَأَمَّا
مَنْ أَهْلٌ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهْلٌ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ
يَوْمُ النُّحْرِ - متفق عليه

২৪৩০. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে বিদায় হজ্জের বছর হজ্জ করার জন্য রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ শুধু উমরার জন্য 'ইহরাম' বেঁধেছিলেন, আবার কেউ হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে 'ইহরাম' বেঁধেছিলেন, আবার কেউ শুধু হজ্জের জন্য 'ইহরাম' বেঁধেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। অতএব যারা শুধু উমরার 'ইহরাম' বেঁধেছিলেন তারা তো তাওয়াফ ও সায়ীর পর হালাল হয়ে গেলেন (অর্থাৎ ইহরাম খুলে ফেলেন)। আর যারা শুধু হজ্জ অথবা হজ্জ ও উমরার উভয়ের জন্য 'ইহরাম' বেঁধেছে তারা হালাল হয়নি। এভাবে কুরবানীর দিন এসে গেলো।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : হজ্জ পালনকারীরা তিন রকমের (১) 'মুফরিদ' (২) 'কারেন' (৩) 'মুতামাত্ত' যারা শুধু হজ্জের 'ইহরাম' বাঁধেন তারা 'মুফরিদ' (হাজী)। এটা হজ্জে ইফরাদ। যারা হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরা পালন করেন তারপর হজ্জ করেন তারা হলেন 'কারেন' (হাজী)। এটা 'হজ্জে কেরান'। আর যারা উমরার ইহরাম বেঁধে এসে 'উমরাহ' (তাওয়াফ সায়ী) করে ফেলেন তারা 'মুতামাত্তে' (হাজী), এটাই হজ্জে 'তামাত্ত'। উমরা করার পর তারা হালাল হয়ে যায়, অর্থাৎ ইহরাম খুলে ফেলেন, আবার হজ্জের সময় হারাম থেকে ইহরাম বাঁধেন।

এখন প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিদায় হজ্জে কোন্ রকম হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন? এ ব্যাপারে কোনো কোনো হাদীস থেকে বুঝা যায়, তিনি 'মুফরিদ' ছিলেন। এ হাদীস থেকেও তাই মনে হয়। অধিকাংশ হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কারেন' ছিলেন। কোনো কোনো হাদীস থেকে বুঝা যায় তিনি 'মুতামাত্তে' ছিলেন।

এসব হাদীসের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয় যে—তাঁর কোনো কোনো সঙ্গী ইহরাম বাঁধার সময় রাসূলের মুখে 'লাক্বাইকা বিহাজ্জাতিন' শুনেছেন 'ওমরাহ' শব্দ শুনেনি, তারা বুঝেছেন তিনি 'মুফরিদ' ছিলেন।

আবার কেউ কেউ, 'লাক্বাইকা বিহাজ্জাতিন ওয়া উমরাতিন' শুনেছেন। তারা তাঁকে 'কারেন' মনে করেছেন। আবার কেউ 'লাক্বাইকা বেউমরাতিন' শুনেছেন, তারা তাঁকে 'মুতামাত্তে' মনে করেছেন। আর এটা তো খুবই স্বাভাবিক যে, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো 'লাক্বাইকা বিহাজ্জাতিন' বলেছেন, কখনো 'লাক্বাইকা বেউমরাতিন', আবার কখনো 'লাক্বাইকা বেহাজ্জাতিন ওয়া উমরাতিন' বলেছেন। কাজেই যে যা শুনেছেন তাই বর্ণনা করেছেন। তাছাড়াও 'কেরান' ও 'তামাত্ত'র মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য আছে। তাই কেউ বুঝেছেন, তিনি কেরান, কেউ বুঝেছেন তিনি তামাত্ত করেছেন। তাদের জানা মতে তারা বর্ণনা করেছেন।

٢٤٣١. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
بَدَأَ فَأَهْلٌ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلٌ بِالْحَجِّ - متفق عليه

২৪৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সঙ্গে উমরাকেও মিলিয়েছিলেন এবং তিনি এভাবে শুরু করেছিলেন। প্রথমে উমরার তালবিয়া বলেছিলেন। এরপর হজ্জের তালবিয়া।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : এর অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে মুতামাতে ছিলেন। পরে 'কারেন' হয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৪৩২. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِأَهْلَالِهِ وَاعْتَسَلَ - رواه الترمذی

والدارمی

২৪৩২. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরামের জন্য সেলাইবিহীন কাপড় পড়তে ও গোসল করতে দেখেছেন।—তিরমিযী, দারেমী

২৪৩৩. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالْغَسَلِ - رواه ابو داؤد

২৪৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঠালো পদার্থ দিয়ে মাথার চুল জট করেছিলেন।—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল ছিলো বাবরী। ইহরামের সময় মাথায় চিরুণী করা বা তেল নেয়া নিষেধ। চুলগুলো যেনো এলোমেলো হয়ে না যায় তাই তিনি এরূপ করতেন।

২৪৩৪. وَعَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُمَرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْقَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْأَهْلَالِ أَوْ التَّلْبِيَةِ - رواه مالك

والترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجه والدارمی

২৪৩৪. হযরত খালাদ ইবনে সায়েব তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত জিবরাঈল এসে আমাকে বলেছেন, আমি যেনো আমার সাহাবীদেরকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে নির্দেশ দেই।—মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী।

ব্যাখ্যা : তালবিয়া উচ্চস্বরে পড়ার অর্থ এতো উচ্চস্বরে পড়া যাতে কষ্ট না হয়। মহিলারা তাদের নিজেদের শোনার মতো স্বরে তালবিয়া পাঠ করবে।

২৪৩৫. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّيَ إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ

يُمِينُهُ وَشَمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا - رواه الترمذى وابن ماجه

২৪৩৫. হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান যখন লাকবাইক বলেন, তখন তার সাথে সাথে তার ডান বামের প্রতিটা জিনিস, চাই পাথর হোক কিংবা গাছ-গাছড়া কিংবা মাটির টেলা লাকবাইক বলতে থাকে। এমনকি এখান থেকে ডান ও বামদিকের ভূখণ্ডের শেষ সীমা পর্যন্ত।-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

٢٤٣٦. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكُعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِي ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهْلُ بِهِؤَلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ - متفق عليه وكلفظه لمسلم.

২৪৩৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহলাইফায় ইহরাম বাঁধার সময় দুই রাকআত নামায পড়েছেন। এরপর যুলহলাইফার মসজিদের কাছে তাঁর উটনী তাঁকে নিয়ে দাঁড়ালে তিনি এ সকল শব্দের সমন্বয়ে তালবিয়া পাঠ করলেন, “লাকবাইকা আল্লাহুমা লাকবাইকা; লাকবাইকা ও সাআদাইকা, ওয়াল খায়রু ফি ইয়াদাইকা লাকবাইকা; ওয়াররাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমালু।” অর্থাৎ প্রভু হে! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। আমি তোমার দরবারে হাজির। আমি উপস্থিত আছি ও তোমার দরবারের সৌভাগ্য লাভ করেছি। সব কল্যাণ তোমার হাতে নিহিত। আমি উপস্থিত। সকল আশা আকাংখা তোমার হাতে। সকল আমল তোমার নির্দেশে।-বুখারী, মুসলিম। পাঠ মুসলিমের।

٢٤٣٧. عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَعَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ - رواه الشافعى

২৪৩৭. হযরত উমারা ইবনে খুযাইমা ইবনে সাবিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তালবিয়া শেষ করলেন, আল্লাহর কাছে তিনি তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করলেন, তাঁর কাছে জান্নাত চাইলেন। এরপর তিনি তাঁর রহমতের দ্বারা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি চাইলেন।-শাফেয়ী

ভৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٤٣٨. عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ الْحَجَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ - رواه البخارى

২৪৩৮. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজ্জের ইচ্ছা পোষণ করলেন, মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন। তাই লোকেরা দলে দলে একত্র হলো। তিনি ‘বায়দা’ বামক জায়গায় পৌছলে ‘ইহরাম’ বাঁধলেন।

—বুখারী

ব্যাখ্যা : উল্লেখ্য, এ হজ্জই মদীনা থেকে রাসূলের প্রথম ও শেষ হজ্জ। হিজরতের আগেও তিনি হজ্জ করেছেন। কিন্তু তখন খানায় কা'বা মূর্তি ও ভাঙ্কর্য মুক্ত হয়নি। দশম হিজরীতে তাই তিনি হজ্জ পালনের ঘোষণা দিলে দলে দলে মানুষ এসে তাঁর হজ্জ কাফেলায় একত্র হতে লাগলেন। এক লাখের অধিক সাথী-সংগী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিদায় হজ্জে যোগ দেন।

২৪৩৯. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكُمْ قَدْ قَدْ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلِكٌ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوقُونَ

بِالْبَيْتِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৪৩৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘তালবিয়ায়’ মুশরিকরা বলতো, “লাক্বাইকা লা শারীকা লাকা” অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমরা উপস্থিত। তোমার কোনো শরীক নেই।” এসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “তোমাদের সর্বনাশ হোক, থামো থামো (আর সামনে অগ্রসর হয়ো না। কিন্তু তারা আগে বেড়ে বলতো) অবশ্য যে শরীক তোমার আছে, যার মালিক তুমি। সে তোমার মালিক নয়। মুশরিকরা একথা বলতো আর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতো।—মুসলিম



ক. باب قصة حجة الوداع

২. বিদায় হজ্জের বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৬৬. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ اصْتَعُ قَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَشْفِرِي بِشَوْبٍ وَآخِرِمِي فَصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلٌ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَطَافَ سَبْعًا فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ط فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصُّفَا فَلَمَّا دَنَى مِنَ الصُّفَا قَرَأَ إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَبَدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصُّفَا فَرَفَعِي عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ وَمَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصُّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ نَادَى وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَتَقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ

اللہ الْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا بَدَّ فَنَسَبُكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلْتُ
الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلَّ لَا بَدَّ أَبَدٍ وَقَدِمَ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ بِيَدِنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ
مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلٌ بِمَا أَهْلُ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ فَإِنْ
مَعِيَ الْهَدْيُ فَلَا تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي
أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ
هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَيَّ مِنْى فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى
بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ
وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِّنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَشْكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ
وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاجَّازَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَتَزَلَّ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ
أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَاتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ
حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ
الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَنْ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَاءِ نَا
دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ هُذَيْلٌ وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ
مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رَبَا أَضَعُ مِنْ رَبَانَا رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا
اللَّهَ فِي النِّسَاءِ وَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَنِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِينَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا
غَيْرَ مُبْرِجٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا
بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْتَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَانِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ
أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدْبَيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَابَةَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا
إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ
أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ
نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصُّخْرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ

يَزَلْ وَأَقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ وَارْدَفَ أَسَامَةُ
وَدَفَعَ حَتَّى آتَى الْمَزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَأَقَامَتَيْنِ وَلَمْ
يَسِجْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ
بِأَذَانٍ وَأَقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى آتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَسَتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ
وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَأَقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جَدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَارْدَفَ
الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ حَتَّى آتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي
تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى آتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ
حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ
انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَتَنَحَّرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَتَنَحَّرَ مَا غَبَرَ
وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبُضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرِ فَطْبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ
لَحْمِهَا وَشَرَبَا مِنْ مَرْقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَقَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى
بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَاتَى عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ أَنْزِعُوا بَنِي
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يُغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوهُ دَلُورًا
فَشَرِبَ مِنْهُ - رواه مسلم

১৪৪০. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো হজ্জ পালন না করেই মদীনায়ে নয় বছর অতিবাহিত করেন। এরপর দশম বছর মানুষের মধ্যে প্রচার করে দেয়া হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর হজ্জ করতে যাবেন। তাই মদীনায়ে অসংখ্য লোক আগমন করলো। অতপর আমরা তাঁর সাথে হজ্জ করতে রওয়ানা হলাম। ‘যুলহুলাইফা’ নামক স্থানে পৌছলে (হযরত আবু বকরের স্ত্রী) আসমা বিনতে উমাইস মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরকে প্রসব করলেন। তাই বিবি আসমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন, “আমি এখন কি করবো?” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে পাঠালেন, “তুমি গোসল করো। কাপড়ের নেকড়া দিয়ে টাইট লেঙ্গুট পড়ো। এরপর ইহরাম বাঁধো। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত জাবির বলেন, এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে (দু রাকআত ইহরামের) নামায পড়লেন। এরপর কাসওয়া নামক উটনীর উপর আরোহণ করলেন। এরপর ‘বায়দা’ নামক জায়গায় তাঁকে নিয়ে উটনী সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি আল্লাহর তাওহীদ সম্বলিত এ তালবিয়া পড়লেন, “লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা; লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা; ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিয়ামাতা লাকা ওয়াল মুলক, লাশরীকা লাকা।”

হযরত জাবের রাঃ বলেন, আমরা হজ্জ ছাড়া আর অন্য কিছুই নিয়ত করিনি। (হজ্জের সাথে উমরা করা যেতে পারে কিনা) আমরা তা জানতাম না। অবশেষে আমরা তাঁর সাথে বায়তুল্লাহর হেরেমে পৌঁছলাম। তিনি ‘হাজারে আসওয়াদে’ হাত লাগিয়ে চুমু খেলেন। এরপর সাত বার খানায় কা’বা (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করলেন। তিনবার জোরে জোরে ও চার বার স্বাভাবিকভাবে তাওয়াফ করলেন। এরপর তিনি মাকামে ইবরাহীমের দিকে এগোলেন। সেখানে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, “ওয়াস্তাখজু মিম মাকামে ইবরাহীমা মুসাল্লা” অর্থাৎ “এবং মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থানে রূপান্তরিত করো” (অর্থাৎ এর কাছে নামায পড়ো)। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও বায়তুল্লাহর মাঝখানে রেখে (অর্থাৎ তাঁর সামনে মাকামে ইবরাহীম ও বায়তুল্লাহ) দুই রাকআত নামায পড়লেন। আর এক বর্ণনায় আছে এ দু রাকআত নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘কুলহয়াল্লাহু আহাদ ও কুল ইয়া আইয়্যাহাল কাফেরুন’ পড়েছিলেন। এরপর হাজারে আসওয়াদের দিকে ফিরে গেলেন, একে চুমু খেলেন। তারপর দরজা দিয়ে সাফা পর্বতের দিকে বের হয়ে গেলেন। সাফার কাছে পৌঁছে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, “ইন্না সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআয়েরিল্লাহ” অর্থাৎ নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।” তিনি বললেন, আমি তা ধরে গুরু করবো যা ধরে আল্লাহ গুরু করেছেন। তাই তিনি সাফা হতে গুরু করলেন। এর উপরে চড়লেন। এখান থেকে তিনি আল্লাহর ঘর দেখতে পেলেন, তারপর তিনি কেবলার দিকে মুখ ফিরালেন, আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা দিলেন, তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁরই শাসন ও তারই সব প্রশংসা। তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন, একাকী সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন—একথা তিনি তিনবার বললেন। এর মাঝে কিছু দোয়া করলেন। এরপর সাফা হতে নামলেন এবং দ্রুত মারওয়ার দিকে হেঁটে চললেন, যে পর্যন্ত তাঁর পা উপত্যকার সমতলে গিয়ে ঠেকলো। তারপর তিনি দৌড়ে চললেন, উপত্যকা অতিক্রম না করা পর্যন্ত। চূড়ায় ওঠার পর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চললেন, মারওয়ায় না পৌঁছা পর্যন্ত। এখানেও তিনি সাফায় যা করেছেন, মারওয়ার শেষ চলা পর্যন্ত তাই করলেন। মারওয়ার উপর দাঁড়িয়ে লোকদেরকে সম্বোধন করলেন। লোকেরা তখন ছিলো তাঁর নীচে। তিনি বললেন, যদি আমি আমার ব্যাপারে আগে বুঝতে পারতাম যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি, তাহলে আমি কখনো কুরবানীর পশু সঙ্গে করে আনতাম না এবং একে উমরার রূপ দান করতাম। তাই তোমাদের যার সাথে কুরবানীর পশু নেই সে যেনো ‘ইহরাম’ খুলে ফেলে। একে উমরার রূপ দান করে। এ সময় সুরাকা বিন মালেক ইবনে জুন্ম দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি আমাদের জন্য এবছর না সব সময়ের জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতের আঙুলগুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দুবার বললেন, উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করলো না; বরং চিরকালের জন্য, চিরকালের জন্য।

এ সময় হযরত আলী ইয়েমেন হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানীর পশু নিয়ে আসলেন। (তিনি সেখানে বিচারক পদে নিযুক্ত ছিলেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ‘ইহরাম’ বাধার সময় কিসের ইহরাম বেঁধেছিলে (হজ্জের না উমরার না দুটিরই)? হযরত আলী বললেন, আমি

এরূপ করেছি—হে আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধছি যেভাবে ইহরাম বেঁধেছেন তোমার রাসূল!” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তুমি ইহরাম খুলো না। কারণ আমার সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে। বর্ণনাকারী হযরত জাবির বলেন, যেসব পশু হযরত আলী ইয়েমেন হতে এনেছিলেন, আর যা নবী করীম সঃ নিজের সাথে এনেছিলেন তা একত্রে একশ হয়ে গেলো। হযরত জাবির বলেন, তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথে যারা নবীর মতো পশু নিয়ে এসেছিলেন, তারা ছাড়া সকলে ইহরাম খুলে ফেললেন মাথা ছাটলেন। এরপর (৮ জিলহজ্জ) তালবিয়ার দিন (যারা ইহরাম খুলে ফেলেছিলেন তারা) সকলেই নতুন করে ইহরাম বাঁধলেন এবং মিনার দিকে রওয়ানা হলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব এশা ও ফজরের নামায আদায় করলেন। এরপর এখানে অল্প সময় অপেক্ষা করলেন। এর মধ্যে সূর্য উদিত হলো। এ সময় নবী সঃ নির্দেশ করলেন কেউ গিয়ে যেনো ‘নামেরায়’ তাঁর একটি পশমের তাবু খাটায়। একথা বলে তিনিও সেদিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন কুরাইশরা নিসন্দেহ ছিলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয়ই মাশআরুল হারামের নিকটেই অবস্থান করবেন, যেভাবে তারা জাহেলিয়াতের যুগে করতো (সাধারণের সাথে আরাফাতে অবস্থান করবেন না যাতে তার মানহানি হয়) কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে না পৌছা পর্যন্ত সামনে বাড়তে লাগলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, নামেরায় তাঁর জন্য তাবু খাটানো হয়েছে। তাই তিনি সেখানে নামলেন (এবং অবস্থান নিলেন)। সূর্য ঢলে গেলে তিনি তাঁর কাসওয়া উটনী সাজাবার জন্য হুকুম দিলেন। কাসওয়া সাজানো হলো। তিনি ‘বাতনে ওয়াদী’ বা ‘আরানা’ উপত্যকায় পৌছলেন। এখানে তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন, “তোমাদের একজনের জীবন ও সম্পদ তোমাদের অপরের প্রতি (সকল দিনে, সকল মাসে, সকল জায়গায়) হারাম যেভাবে এ দিনে, এই মাসে, এ শহরে হারাম। শোনো! জাহিলিয়াতের যুগের সকল অপকর্ম রহিত হলো। মূর্ত্তার যুগের রক্তের দাবীগুলো রহিত হলো। আর আমাদের রক্তের দাবীসমূহের যে দাবী আমি প্রথমে রহিত করলাম, তাহলো (আমার নিজ বংশের আয়াস) ইবনে রাবীয়া ইবনে হারিসের রক্তের দাবী। যে বনী সাদ গোত্রে দুধপানরত অবস্থায় ছিলো। এ সময় হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। এভাবে জাহিলিয়াত যুগের সুদ রহিত হয়ে গেলো। আর আমাদের সুদের যে সুদ আমি প্রথমে রহিত করছি, তাহলো (আমার চাচা) আক্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদ তা সব রহিত হলো।”

দ্বিতীয় কথা হলো—“তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কারণ তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছো আল্লাহর যামানাতে এবং আল্লাহর নির্দেশে তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল করেছো। তাদের উপর তোমাদের হক হলো তারা যেনো তোমাদের অন্দর মহলে অন্য কাউকে যেতে না দেয়, যা তোমরা অপছন্দ করে থাকো। যদি তারা তা করে, তবে তাদেরকে মারবে, হালকা মার। আর তোমাদের উপর তাদের হক হলো, তোমরা ন্যায়সংগতভাবে তাদের খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা করবে।”

তৃতীয় কথা হলো—“আমি তোমাদের জন্য এমন একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরো, তবে তোমরা আমার পর কখনো বিপথগামী হবে না। আর তা হচ্ছে—আল্লাহর কিতাব।”

“হে লোক সকল! তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, তখন তোমরা কি বলবে? লোকেরা উত্তরে বললো, আমরা সাক্ষ দিবো—আপনি নিশ্চয়ই আমাদের কাছে আল্লাহর

বাণী পৌছিয়েছেন। নিজের কর্তব্য পালন করেছেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শাহাদাত আঙুলি আকাশের দিকে উঠিয়ে এবং তা দিয়ে তিনবার মানুষের দিকে ইংগিত করে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকে, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকে।

এরপর হযরত বিলাল আযান ও ইকামত দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়ালেন। বেলাল আবার ইকামত দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়ালেন। এর মাঝে কোনো নফল নামায পড়লেন না। এরপর তিনি ‘কাসওয়া’ উটনীতে আরোহণ করে নিজের অবস্থান স্থলে পৌছলেন। এখানে এর পিছন দিক (জাবালে রহ্মানের নীচে) পাথরসমূহের দিকে এবং হাবলুল মাশাতকে নিজের সম্মুখে করে কেবলার দিকে ফিরলেন। সূর্য না ডুবা ও পিত রং কিছুটা না চলে যাওয়া পর্যন্ত এভাবে তিনি এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর সূর্যের গোলক পরিপূর্ণ নীচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এরপর তিনি হযরত উসামাকে নিজের সওয়ারীর পেছনে বসালেন এবং মুযদালিফায় পৌছা পর্যন্ত সওয়ারী চালাতে থাকলেন। এখানে তিনি এক আযান ও দুই ইকামতের সাথে মাগরিব ও এশার নামায পড়লেন। এর মধ্যে কোনো নফল নামায পড়লেন না। তারপর ভোর না হওয়া পর্যন্ত শুয়ে রইলেন। ভোর হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইকামত দিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। এরপর তিনি কাসওয়ায় আরোহণ করে মাশআরুল হারাম নামক স্থানে এসে পৌছলেন। এখানে তিনি কেবলামুখী হয়ে আব্দাহর নিকট দোয়া করলেন। তাঁর মহত্ব ঘোষণা করলেন। কালেমায়ে তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন আকাশ-পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত। অতপর তিনি সূর্য উদয়ের আগেই সওয়ারী চালিয়ে দিলেন। নিজের (চাচাতো ভাই) ফযল ইবনে আব্বাসকে সওয়ারীর পেছনে বসালেন। তিনি ‘বাত্নে মুহাস্সির’ নামক স্থানে পৌছলেন এবং সওয়ারীকে কিছু উত্তেজিত করলেন। এরপর তিনি মধ্যম পথ ধরলেন যা বড় জামরার দিকে গিয়েছে। সুতরাং তিনি ওই জামরার নিকট পৌছলেন যা গাছের নিকট আছে (অর্থাৎ বড় জামরা) এবং বাত্নে ওয়াদী অর্থাৎ নীচের খালি জায়গা হতে এর উপর সাতটি কংকর মারলেন। মর্মর দানার মতো কংকর এবং প্রত্যেক কংকর মারার সময় বললেন, “আল্লাহ আকবার”। এরপর তিনি সেখান থেকে কুরবানীর জায়গায় আসলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি উট কুরবানী করলেন। আর যা বাকী রইলো তা হযরত আলীকে কুরবানী করতে দিলেন। তিনি তা কুরবানী করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পশুতে আলীকেও শরীক করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক পশু হতে কিছু অংশ নিয়ে একত্রে গোশত পাকানোর নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী একটি ডেকচিতে তা পাকানো হয়। তারা উভয়ে এর গোশত খেলেন ও ঝোল পান করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন। মক্কায় পৌছে তিনি যোহরের নামায পড়লেন। এরপর তিনি (নিজ গোত্র) বনী আবদুল মুত্তালিবের নিকট পৌছলেন। তারা তখন যমযমের পাড়ে দাঁড়িয়ে লোকজনকে পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, হে বনী আবদুল মুত্তালিব! টানো টানো (দ্রুত কর)। আমি যদি আশংকা না করতাম, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদেরকে পরাভূত করে দেবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি টানতাম। তখন তারা তাকে এক বালতি পানি এনে দিলেন। তা হতে তিনি কিছু পানি পান করলেন।—মুসলিম

২৬৬। وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَادَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَاهْدَى فَلْيَهْلُ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحْلِلَ مِنْهُمَا وَفِي رِوَايَةٍ فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحْلِلَ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَمَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ قَالَتْ فَحَضْتُ وَلَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أَهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأَهْلُ بِالْحَجِّ وَأَتْرِكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي بَعَثَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهْلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مَنَا وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا - متفق عليه

২৪৪১. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিদায় হজ্জের রওনা হলাম। আমাদের কেউ উমরার ইহরাম বেঁধেছিলো, আর কেউ কেউ বেঁধেছিলো হজ্জের ইহরাম। আমরা যখন মক্কায় পৌঁছলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং কুরবানীর পশু সাথে এনেনি সে যেনো উমরার কাজ শেষ করে ইহরাম খুলে ফেলে। আর যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বেঁধেছে, সাথে করে কুরবানীর পশুও এনেছে, সে যেনো হজ্জের তালবিয়া বলে উমরার সাথে এবং ইহরাম না খুলে, যে পর্যন্ত হজ্জ ও উমরা উভয় হতে অবসর গ্রহণ না করে। আর এক বর্ণনায় আছে, সে যেনো ইহরাম না খুলে যে পর্যন্ত পশু কুরবানী করে অবসর না হয়। আর যে ব্যক্তি শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে সে যেনো হজ্জের কাজ পূর্ণ করে।

হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, আমি ঋতুমতী হয়ে গেলাম। উমরার জন্য খানায় কা'বার তাওয়াফ করতে পারলাম না। সাফা-মারওয়ার সা'য়ীও করতে পারলাম না। আমার অবস্থা আরাফার দিন উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত একুপই থাকলো। অথচ আমি উমরা ছাড়া অন্য কিছুই ইহরাম বাঁধিনি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেনো আমার মাথার চুল খুলে ফেলি, এতে চিরুনী করি, হজ্জের ইহরাম বাঁধি, আর উমরা ত্যাগ করি। আমি তা-ই করলাম এবং আমার হজ্জ আদায় করলাম। এরপর আমার ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে আমার সাথে পাঠালেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেনো আমার সেই উমরার পরিবর্তে 'তানযীম' থেকে উমরা করি।

হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, যারা শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিলো, তারা খানায় কা'বার তাওয়াফ করলো এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করলো। অতঃপর তারা হালাল হয়ে গেলো। এরপর তারা (হজ্জের জন্য) তাওয়াফ করলো। যখন মিনা হতে (১০ তারিখে) ফিরে আসলো

কিন্তু যারা হজ্জ ও উমরার ইহরাম একসাথে বেঁধেছিলেন তারা শুধু (১০ তারিখে) একটি মাত্র তাওয়াফ করলো (তাদের উমরার প্রথম তাওয়াফ প্রয়োজন হয়নি)।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ‘তারা একটি মাত্র তাওয়াফ করলো’—এটা সম্ভবত কোনো সাহাবীর জন্য কোনো কারণে বিশেষ ব্যবস্থা ছিলো। নতুবা উপরে হযরত জাবিরের হাদীসে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’বার তাওয়াফ করেছিলেন। একবার অরাফাতে যাবার আগে ৮ তারিখে। আবার ১০ তারিখে মিনা হতে এসে। তাঁর হজ্জ, হজ্জে ‘কেরান’ ছিলো বলে প্রমাণিত।

٢٤٤٢. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحَلِيفَةِ وَبَدَأَ فَأَهْلَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلَ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدَ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيُطَفِّ بِالْبَيْتِ وَالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيَقْصِرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيَهْلِ بِالْحَجِّ وَلِيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَنْصَرَفَ فَأَتَى الصُّفَا فَطَافَ بِالصُّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَتَهَرَّ هَدْيَهُ يَوْمَ النُّحْرِ وَأَقَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ وَقَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ - متفق عليه

২৪৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে ‘হজ্জে তামাত্তু’ করেছিলেন। তিনি ‘যুলহলাইফা’ হতে কুরবানীর পশু সাথে নিয়েছিলেন এবং প্রথমে তালবিয়া বললেন, উমরার, তারপর তালবিয়া বললেন, হজ্জের। তাই লোকেরাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে ‘হজ্জে তামাত্তু’ করলেন। তাদের কেউ কুরবানীর পশু সাথে আনলো, আর কেউ সাথে আনেনি। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পৌঁছে লোকদেরকে বললেন, তোমাদের যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সাথে করে এনেছে সে যেনো এমন কোনো বিষয়কে হালাল মনে না করে যা ইহরামের কারণে তার উপর হারাম হয়ে গিয়েছে (অর্থাৎ সে যেনো ইহরাম না খুলে) যে পর্যন্ত সে নিজের হজ্জ সমাপন না করে। আর তোমাদের যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সাথে আনেনি, সে যেনো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সায়ী করে এবং মাথা ছেটে

হালাল হয়ে যায়। এরপর হজ্জের ইহরাম বাঁধে ও কুরবানীর পশু নেয়। আর যে কুরবানীর পশু নিতে পারলো না সে যেনো তিন দিন হজ্জের সময় রোযা রাখে। আর বাড়ীতে ফিরে যাবার পর সাতদিন।

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পৌঁছে প্রথমে উমরার জন্য ‘খানায়ে কা’বার’ তাওয়াফ করলেন, হাজারে আসওয়াদে চুমু দিলেন। তিনি তাওয়াফে তিনবার জোরে জোরে চললেন আর চারবার স্বাভাবিক হাঁটলেন, বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শেষ করে তিনি মাকামে ইবরাহীমে দুই রাকআত (তাওয়াফের নামায) পড়লেন ও সালাম ফিরালেন। এরপর এখান থেকে সাফায় গেলেন। সাফা মারওয়ায় সাতবার সাযী করলেন। এরপরও তিনি (ইহরামের কারণে) যা তার উপর হারাম ছিলো তা নিজের হজ্জ সমাপন না করা পর্যন্ত হালাল করলেন না। অর্থাৎ কুরবানীর তারিখে কুরবানী করলেন এবং (মিনা হতে) মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। তারপর ইহরামের কারণে যা তার প্রতি হারাম ছিলো তা হতে তিনি পূর্ণ হালাল হয়ে গেলেন। আর লোকদের যারা কুরবানীর পশু সাথে এনেছিলো তারাও এরূপ করলেন যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যা বুঝার জন্য ২৪৩০নং হযরত আয়েশার হাদীসের ব্যাখ্যা দেখে নিন।

২৪৪৩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ عُمْرَةٌ نِ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلِّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ - رواه مسلم

২৪৪৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটা উমরা, যা দিয়ে আমরা তামাত্ত করলাম। সুতরাং যার কাছে কুরবানীর পশু নেই, সে যেনো পূর্ণভাবে হালাল হয়ে যায়। মনে রাখবে, কিয়ামত পর্যন্ত উমরা হজ্জের মাসে প্রবেশ করলো।—মুসলিম

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ অধ্যায়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ নেই।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৪৪৪. عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي نَاسٍ مَعِيَ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحَدَّثَهُ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صَبَحَ رَابِعَةَ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا أَنْ نُحِلَّ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جُلُوءُ وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْزِمِ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحْلَهُنَّ لَهُمْ فَقُلْنَا لِمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَقْضِيَ إِلَى نِسَاءٍ نَا فَتَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِبُنَا الصَّنِي قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِينَا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي

اتَّفَقُكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبْرَكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ فَحِلُّوا فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ عَطَاءٌ "قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلَيَّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتُ قَالَ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا قَالَ وَأَهْدِي لَهُ عَلَيَّ هَدْيًا فَقَالَ سُرْقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنِ جُعْشَمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْإِعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا يَبْدُ قَالَ لَا يَبْدُ - رواه مسلم

২৪৪৪. তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ রঃ বলেন, আমি এবং আমার সাথে কিছু লোক হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, “আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম।” হযরত আতা বলেন, হযরত জাবির আরো বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলহাজ্জের চার তারিখ পার হবার পর মক্কায় পৌছলেন। আমাদেরকে ইহরাম ছেড়ে হালাল হয়ে যেতে হুকুম দিলেন। আতা জাবিরের মাধ্যমে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন, ‘তোমরা হালাল হও। আপন আপন স্ত্রীর সাথে মিলামিশা করো। আতা আবার বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বাধ্য করলেন না। বরং স্ত্রীদেরকে তাদের জন্য হালাল করে দিলেন। হযরত জাবির বলেন, আমরা পরস্পর বলতে লাগলাম, আমাদের ও আরাফাতে হাজির হবার মধ্যে যখন মাত্র পাঁচ দিন বাকী, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে স্ত্রীর সাথে মিলতে অনুমতি দিলেন। তবে কি আমরা আরাফাতে উপস্থিত হবো আর আমাদের লিঙ্গ থেকে শুক্র ঝরতে থাকবে? হযরত আতা বলেন, এ সময় জাবির নিজের হাত নেড়ে ইংগিত করলেন, আমি যেন এখনো তাঁর হাত নাড়ার ইংগিত দেখছি। জাবির বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন (ভাষণ দানের জন্য) আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং বললেন, “তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি, তোমাদের অপেক্ষা অধিক সত্য বলি ও তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভালো কাজ করি। আমি যদি সাথে করে কুরবানীর পশু না আনতাম, আমিও তোমাদের মতো হালাল হয়ে যেতাম। আর আমি যদি আমার ব্যাপারে পূর্বে বুঝতাম, যা আমি পরে বুঝেছি, তাহলে আমি কখনো কুরবানীর পশু সাথে করে আনতাম না (যার কারণে আমি হালাল হতে পারছি না)। তাই তোমরা হালাল হয়ে যাও।” সুতরাং আমরা হালাল হয়ে গেলাম এবং তাঁর কথা শুনলাম ও তাঁর কথা মেনে নিলাম।

আতা বলেন, হযরত জাবির বলেছেন, এ সময় হযরত আলী তাঁর কর্মস্থল হতে আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছো। আলী বললেন, আমি তখন বলেছি, “আমি ইহরাম বেঁধেছি, যার ইহরাম বেঁধেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তবে তুমি (কেরানের জন্য) পশু কুরবানী দিও এবং মুহরিম থেকে যাও। হযরত জাবির বলেন, আলী তার সাথে কুরবানীর পশু এনেছিলো। (জাবির বলেন) এ সময় সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জের সাথে উমরা করা কি আমাদের শুধু এই বছরের জন্য? তিনি বললেন, সবসময়ের জন্য।—মুসলিম

۲۴۴۵. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِارْتِعِ مَضِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ حَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضَبَانُ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ قَالَ أَوْ مَا شَعَرْتُ إِنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَنِّي اسْتَفْقِلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سَقْتُ الْهَدْيَ مَعِيَ حَتَّى أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا - رواه مسلم

২৪৪৫. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন (বিদায় হজ্জের সময় মক্কায়) রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাদ্বাহ যিলহাজ্জ মাসের চার কি পাঁচ তারিখে আমার কাছে রাগতঃ অবস্থায় প্রবেশ করলেন। (এ অবস্থা দেখে) আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে আপনাকে রাগান্বিত করলো, হে আদ্বাহর রাসূল! আদ্বাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন। তখন তিনি বললেন, তুমি কি জান না যে আমি (কিছু) লোককে এক ব্যাপারে হুকুম দিয়েছি আর তারা (আমার হুকুম পাবার পরও) এ ব্যাপারে ইতস্ততঃ করছে। আমি যদি প্রথমে বুঝতে পারতাম যা আমি পরে বুঝেছি, তাহলে কখনো আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না। বরং পরে তা খরিদ করতাম এবং এখন হালাল হয়ে যেতাম, যেমন তারা হালাল হচ্ছে।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : ‘তারা এ ব্যাপারে ইতস্ততঃ করছে’ এর অর্থ হলো জাহেলিয়াতের যুগে মুশরিকরা হজ্জের সময় জীবর সাথে মিলনকে খুবই ঘৃণ্য মনে করতো। পূর্ব অভ্যাস মতো সাহাবীগণ এখনো রাসূলের হুকুম পাবার পরও এ ব্যাপারে ইতস্ততঃ করছিলো। তাই তিনি রাগান্বিত ও জাহেলিয়াতের প্রথা ভাঙতে বাধ্য করছিলেন।



৩- باب دخول مكة والطواف

৩. মক্কায় প্রবেশ ও তাওয়াফ

খানায়ে কা'বার হাজারে আসওয়াদের এক কোণ থেকে শুরু করে আবার ওই কোণে ফিরে আসলে এক 'শাওত' হয়। এভাবে সাত শাওতে এক তাওয়াফ হয়। হজে তিনবার তাওয়াফ করতে হয়।

প্রথমঃ মক্কায় পৌছেই এক তাওয়াফ করতে হয়। এ তাওয়াফকে 'তাওয়াফে কুদুম' বলে। এ তাওয়াফ সুন্নাত।

দ্বিতীয় : ১০ যিলহাজ্জ মিনা হতে এসে তাওয়াফ করতে হয়। এ তাওয়াফকে 'তাওয়াফে যিয়ারত' বা 'তাওয়াফে এফাদা' বলে। এ তাওয়াফ ফরয।

তৃতীয় : তৃতীয় তাওয়াফ বিদায়ের কালে। এ তাওয়াফকে তাওয়াফুস সদর বা তাওয়াফে বিদা (শেষ তাওয়াফ) বলে। এ তাওয়াফ ওয়াজিব।

মক্কায় থাকা কালে অন্যান্য সকল নফল ইবাদাত অপেক্ষা তাওয়াফই উত্তম।

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৬৬৬. عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدِمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَإِذَا نَفَرَ مِنْهَا مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَذْكُرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ - متفق عليه

২৪৪৬. তাবেয়ী হযরত নাকে' রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ যখনই মক্কায় আসতেন 'যীতুয়া' নামক স্থানে রাত যাপন করতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত। এরপর তিনি গোসল করতেন। নফল নামায পড়তেন। তারপর দিনের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করতেন। (মক্কা হতে চলে যাবার সময়ও এভাবে তিনি) মক্কা হতে রওনা হতেন। 'যীতুওয়া' পৌছতেন। এখানে রাত কাটাতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত। তিনি বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন।—বুখারী, মুসলিম

২৬৬৭. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا - متفق عليه

২৪৪৭. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আসতেন, মক্কার উঁচু দিক হতে প্রবেশ করতেন। (আবার যখন মক্কা হতে চলে যেতেন) মক্কার নীচ দিক দিয়ে বের হতেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : মক্কার উঁচু দিক হলো 'সানিয়ায়ে কাদা'র দিক। মক্কার কবরস্তান—'জান্নাতুল মাওলা' এদিকেই অবস্থিত। আর নীচের দিক হলো 'সানিয়ায়ে কুদার' দিক। এই স্থানকে বর্তমানে 'বাবুশ শাবীকা' বলা হয়।

২৪৪৮. وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَدَحَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بِدَأَيْهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بِدَأْيِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عَمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ - مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৪৪৮. হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ করেছেন, (আমার খালা) হযরত আয়েশা আমাকে বলেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জ করার জন্য) মক্কায় প্রবেশ করে, প্রথমে তিনি ওযু করলেন, তারপর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। তবে তা উমরায় পরিণত করলেন না (অর্থাৎ ইহরাম খুললেন না)। এরপর হযরত আবু বকর হজ্জ করেছেন, তিনিও প্রথমে যে কাজ করেছেন তাহলো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। তিনি এ তাওয়াফকে উমরায় পরিণত করেনি। অতপর হযরত উমর, তারপর হযরত ওসমান এ একইভাবে হজ্জ করেছেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : বুখা গেলো মক্কায় প্রবেশ করার পর প্রথম কাজ আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করা। এটা সুন্নাত। উমরার নিয়তে গিয়ে থাকলে তা করা ওয়াজিব।

২৪৪৯. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ سَعْيَ ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৪৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ বা উমরা করতে এসে প্রথমে যখন তাওয়াফ করতেন তিন পাক জোরে পদক্ষেপ করতেন। আর চার পাক স্বাভাবিকভাবে চলতেন। অতপর (মাকামে ইবরাহীমের কাছে) দুই রাকআত (তাওয়াফের) নামায পড়তেন। এরপর সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করতেন।—বুখারী, মুসলিম

২৪৫০. وَعَنْهُ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بِيَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - رواه مسلم

২৪৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে আবার হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন পাক জোরে জোরে তাওয়াফ করেছেন। আর চার বার স্বাভাবিকভাবে চলেছেন। এভাবে তিনি সাফা মারওয়ার মাঝেও সায়ী করেছেন। (সায়ীর সময়) তিনি বাতনুল মাসীলে মাঝখানের (নিচু জায়গায়) দৌড়ে চলেছেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : মাঝখানের নিচু জায়গায় (বাতনুল মাসীলে) দৌড়ে চলা সুন্নাত।

২৪৫১. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَسَتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ قَرْمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا - رواه مسلم

২৪৫১. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ/সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় এলেন, হাজারে আসওয়াদের নিকট গেলেন, একে চুমু খেলেন। এরপর এর ডানদিকে ঘুরে তিন বার জোরে তাওয়াফ করলেন আর চার বার স্বাভাবিকভাবে হাটলেন।—মুসলিম

২৪৫২. وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ نِ ابْنَ عُمَرَ عَنْ اسْتِلامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. رواه البخارى

২৪৫২. হযরত যুবাইর ইবনে আরবী (তাবেয়ী বসরী) রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে হাজারে আসওয়াদে ‘চুমু খাওয়া’ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো। হযরত ওমর উত্তরে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করতে ও চুমু খেতে দেখেছি (এর কোনো কারণ জানি না)।

২৪৫৩. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانَيْنِ . متفق عليه

২৪৫৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খানায় কা'বার দুই ইয়েমেনী কোণ ছাড়া অন্য কোণে কোনো চুমু খেতে দেখিনি।—বুখারী, মুসলিম

২৪৫৪. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنٍ . متفق عليه

২৪৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে উটের উপর বসে মাথা বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যাঃ পায়ে হেটে তাওয়াফ করাই ওয়াজিব। তাই এ হাদীস সম্পর্কে বলা হয়, কোনো ওজরের কারণে অথবা তাওয়াফের জায়গা তখনো পাকা না হবার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীতে আরোহণ করে তাওয়াফ করেছিলেন।

২৪৫৫. وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ. رواه البخارى

২৪৫৫. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উপর সওয়ার হয়েই বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। হাজারে আসওয়াদের কাছে পৌঁছেই তিনি নিজের হাতের একটি জিনিস (লাঠি) দিয়ে এর দিকে ইশারা করেছেন ও ‘আল্লাহ আকবার’ ধ্বনি দিয়েছেন।—বুখারী

২৪৫৬. وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِخْجَنَ. رواه مسلم

২৪৫৬. হযরত আবু তোফায়েল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার সময় তাঁর হাতের বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করতে ও লাঠিকে চুষন করতে দেখেছি।—মুসলিম

২৪৫৭. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرَفٍ طُمِئْتُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا ابْكِي فَقَالَ لَعَلَّكَ نَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ بَنَاتِ آدَمَ فَأَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ. متفق عليه

২৪৫৭. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (হজ্জ করার জন্য) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রওনা হলাম। তখন আমরা হজ্জ ছাড়া অন্য কিছু (উমরার) তালবিয়া পড়তাম না। আমরা ‘সারেফ’ নামক স্থানে পৌঁছলে আমার মাসিক শুরু হয়ে গেলো। এ সময় একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন। আমি হজ্জ করতে পারবো না বলে তখন কাঁদছিলাম। তিনি (আমাকে কাঁদতে দেখে) বললেন, মনে হয় তোমার মাসিক শুরু হয়েছে। আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি বললেন, এটা এমন ব্যাপার যা আল্লাহ তাআলা আদম-কন্যাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই হাজীগণ যা করে তুমিও তা করতে থাকো। তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তুমি তাওয়াফ করো না।—বুখারী, মুসলিম

২৪৫৮. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النُّحْرِ فِي رَهْطٍ أَمَرَهُ أَنْ يُؤْذَنَ فِي النَّاسِ إِلَّا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. متفق عليه

২৪৫৮. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের (এক বছর) আগে যে হজ্জ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরকে আমীরুল হজ্জ বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সে হজ্জ আবু বকর রাঃ আমাকে আরো কিছু লোকসহ কুরবানীর দিনে মানুষের মাঝে ঘোষণা দিতে আদেশ দিয়ে পাঠালেন। (হে লোক সকল শোনো!) এ বছরের পর আর কোনো মুশরিক বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না। আর কেউ কখনো উলঙ্গ হয়ে এর তাওয়াফ করতে পারবে না।—বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৪৫৯. عَنْ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ. رواه الترمذی وابو داود

২৪৫৯. হযরত মুহাজিরে মক্কী (তায়েবী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত জাবির রাঃ-কে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে ব্যক্তি খানায় কা'বা দেখে নিজের দুই হাত উঠাবে (এবং দোয়া করলে এই দোয়া শরীয়ত সম্মত কিনা?) জবাবে হযরত জাবির

বললেন, আমরা নবী করীমের সাথে হজ্জ করেছি। আমরা এরূপ করিনি।

-তিরমিযী, আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : বায়তুল্লাহ দেখলে হাত উঠিয়ে দোয়া করার হাদীসের সংখ্যাই বেশি। তবে প্রথমবার দেখে হাত উঠিয়ে দোয়া করলে এরপর আর হাত না উঠালে দুই রকম হাদীসের ওপরই আমল করা হয়ে যায়।

২৬৬০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ وَيَدْعُو. رواه أبو داود

২৪৬০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা হতে (হজ্জ পালনে) মক্কায় আগমন করে হাজারে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হলেন, একে চুমু খেলেন। তারপর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, এরপর সাফা পাহাড়ের দিকে এলেন। এর উপর উঠলেন। যার থেকে বায়তুল্লাহ দেখতে পেলেন। তারপর হাত উঠালেন এবং মন ভরে আল্লাহর যিকির ও দোয়া করতে থাকলেন।-আবু দাউদ

২৬৬১. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْتُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ. رواه الترمذی والنسائي والدارمی وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ جَمَاعَةً وَقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

২৪৬১. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বায়তুল্লাহর চারদিকে তাওয়াফ করা নামাযেরই মতো। তবে পার্থক্য এই যে, তোমরা এতে কথা বলতে পারো। তাই তাওয়াফের সময় ভালো কথা ছাড়া আর কিছু বলবে না।-তিরমিযী, নাসাই, দারেমী। কিন্তু ইমাম তিরমিযী এমন একদল মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা এ হাদীসকে হযরত ইবনে আব্বাসের কথা অর্থাৎ মওকুফ হাদীস বলে সাব্যস্ত করেছেন।

২৬৬২. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ. رواه أحمد والترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

২৪৬২. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাজারে আসওয়াদ জান্নাত হতে নাযিল হয়। তখন তা ছিলো দুধের চেয়েও বেশি সাদা। অতঃপর আদম সন্তানের গুনাহ একে কালো করে দেয়।-আহমদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ব্যাখ্যা : 'আদম সন্তানের গুনাহ' অর্থাৎ গুনাহগার আদম সন্তানের চুমুর স্পর্শের কারণে তা ধীরে ধীরে কালো হয়ে যায়।

২৬৬৩. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجَرِ وَاللَّهُ لَيَبْعَثُنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَهُ

عَيْنَانِ يُبْصِرُهُمَا وَلِسَانٌ يُنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ - رواه الترمذی وابن
ماجة والدارمی

২৪৬৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহর কসম, কিয়ামতের দিন আল্লাহ এটিকে উঠাবেন। তখন এর দুটি চোখ থাকবে। এ চোখ দ্বারা হাজারে আসওয়াদ দেখতে পাবে। এর একটি জিহ্বা থাকবে। এই জিহ্বা দিয়ে সে কথা বলবে ও সাক্ষ্য দেবে কে তাকে ঈমানের সাথে চুমু খেয়েছে।-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী

٢٤٦٤. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ بِأَقْوَتَانِ مِنْ بَأَقَوْتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا وَكَوَلَمْ يَطْمَسْ نُورَهُمَا لَأَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - رواه الترمذی

২৪৬৪. হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের ইয়াকূতগুলোর দুটি ইয়াকূত। আল্লাহ এদের নূর (আলো) দূর করে দিয়েছেন। যদি এদের নূর (আলো) দূর করে দেয়া না হতো, তাহলে এরা পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যে যা আছে সবকে আলোকময় করে দিতো।-তিরমিযী

٢٤٦٥. وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زَحَامًا مَرَّارًا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ أَفْعَلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنْ مَسَحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعَتَقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَبْضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَكُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ - رواه الترمذی

২৪৬৫. হযরত ওবায়দ ইবনে উমায়ের (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর দিকে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের আর কাউকে এদের দিকে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখিনি। ইবনে ওমর রাঃ বলেন, আমি যদি এমন করি (তাতে দোষের কিছু নেই) কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এদের স্পর্শ করা শুনাহের কাফফারা। রাসূলুল্লাহ সঃ-কে আরো বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর চারদিকে সাতবার ঘুরবে ও তা পূর্ণ করবে, তা তার জন্য গোলাম মুক্ত করে দেবার মতো। ইবনে ওমর রাঃ বলেন, আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি। কোনো লোক এতে এক পা রাখবে না ও অপর পা উঠাবে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা দ্বারা তার একটি গুনাহ মাফ করে দেবেন ও একটি নেকী দান করবেন।-তিরমিযী

٢٤٦٦. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَيْنًا أَتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - رواه ابو داود

২৪৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী মধ্যবর্তী স্থানে, “রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানা তাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানা তাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নারে” এ দোয়া পড়তে শুনেছি।—আবু দাউদ

২৪৬৭. وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَخْبَرْتَنِي بِنْتُ أَبِي تُجْرَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ دَارَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ نَّظَرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَسْغَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرَأَيْتُهُ يَسْغَى وَإِنْ مِيزَرَهُ لِيدُورٌ مِنْ شِدَّةِ السَّغَى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّغَى - رواه فى شرح السنه وروى أحمد مع اختلافٍ -

২৪৬৭. হযরত সাফিয়া বিনতে শায়বা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তুজরাতের মেয়ে আমাকে বলেছেন, আমি কুরাইশের কিছু মহিলার সাথে আবু হোসাইন পরিবারের একটি ঘরে প্রবেশ করলাম। এখান থেকে সাফা মারওয়ার সাগীর সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে দেখলাম তিনি সাগী করছেন, জোরে জোরে পা ফেলার কারণে তাঁর চাঁদর এদিকে ওদিকে দুলছিলো। আমি তাঁকে তখন একথাও বলতে শুনেছি, ‘তোমরা সাগী করো। কারণ সাগী করা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।—শরহে সুন্নাহ, মুসনাদে আহমাদ কিছু পার্থক্য সহকারে।

২৪৬৮. وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْغَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرٍ لَّا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ الْبَيْكُ - رواه فى شرح السنه

২৪৬৮. হযরত কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উটে চড়ে আমি সাফা মারওয়ার মাঝে সাগী করতে দেখেছি। কিন্তু কাউকেও মারতে বা হাঁকতে দেখিনি। এমন কি সরো সরো বলতেও শুনিনি।—শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যা : পূর্বের হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হেঁটে সাগী করেছেন বলে বুঝা গেছে। পরের হাদীসে উটে আরোহণ করে সাগী করেছেন বলে বুঝা যায়। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে কুদূমের সাগী বাহনে চড়ে করেছেন। আর তাওয়াফে ইফাদায় সাগী করেছেন পায়ে হেঁটে। সরো সরো বলতেও না শোনার অর্থ হলো অহংকার প্রদর্শন না করা।

২৪৬৯. وَعَنْ يُّعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا يَبْرُدُ أَخْضَرَ - رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجه والدارمى

২৪৬৯. হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সবুজ কাপড় ‘এযতেবা’ হিসাবে গায়ে দিয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন।—তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী।

২৬৭. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَجَعَلُوا أَرْدِيَّتَهُمْ تَحْتَ أَبَاطِهِمْ ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى .

رواه ابو داؤد

২৪৭০. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ জিরানা হতে উমরা করেছেন। তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফে তিনবার রমল করেছেন। এ সময় তাঁরা নিজদের চাদরকে বগলের নিচ দিয়ে তাকে বাম কাঁধের উপর ফেলেছেন।—আবু দাউদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৬৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْنَا اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الْمُرْكَنَيْنِ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا . مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ نَافِعٌ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبْلَ يَدِهِ وَقَالَ مَا تَرَكْنَاهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ . مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৪৭১. হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রুকনে ইয়ামানীর ও হাজারে আসওয়াদের এ কোণ দুটিকে ভীড়ে ও ভীড় ছাড়া কোনো অবস্থাতেই স্পর্শ করতে ছাড়িনি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা স্পর্শ করতে দেখেছি।—বুখারী, মুসলিম।

এ দুটির আর এক বর্ণনায় হযরত নাকে' বলেন, আমি হযরত ওমরকে দেখেছি, হাজারে আসওয়াদের উপর নিজের হাত দিয়ে সম্পর্শ করে তারপর হাতের উপর চুমু খেতে। তিনি আরো বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা করতে দেখার পর আর কখনো তা ছেড়ে দেইনি।

২৬৯. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي اشْتَكَيْتُ فَقَالَ طُوفِي مِنْ وُجْهِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مُسْتَظَرٍّ . مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৪৭২. হযরত উম্মে সালামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (হজ্জের সময়) অসুস্থ হয়ে পড়েছি বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, তাহলে তুমি/সওয়ার হয়ে লোকদের পেছনে পেছনে তাওয়াফ করো। উম্মে সালামা বলেন, আমি তাওয়াফ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। নামাযে তিনি পড়েছিলেন “ওয়াত্ তুর ওয়া কিতাবিম্ মাসতুর।”—বুখারী, মুসলিম

২৪৭৩. وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يَقْبِلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْبِلُ مَا قَبَّلْتُكَ - متفق عليه

২৪৭৩. হযরত আবেস ইবনে রাবীআ রাঃ বলেন, আমি হযরত ওমরকে হাজরে আসওয়াদ চুমু খেতে দেখেছি এবং তাঁকে একথা বলতে শুনেছি—আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, তুমি একটি পাথর, যা কারো লাভ ক্ষতি করতে পারে না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুমু খেতে না দেখতাম তবে আমি কখনো তোমাকে চুমু দিতাম না।—বুখারী, মুসলিম

২৪৭৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَكَلَّ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا يَعْنِي الرُّكْنَ الْيَمَانِي فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا أَمِينَ - رواه ابن ماجه

২৪৭৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রুকনে ইয়ামানীর সাথে সত্তরজন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। যখন কোনো ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও কুশল কামনা করি। হে রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো, আখিরাতেও কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে নাজাত দান করো। তখন সেসব ফেরেশতারা বলে ওঠেন, ‘আমীন’।—ইবনে মাজাহ

২৪৭৫. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مُحِيتَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ خَاضَ فِي الرُّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ كَخَانِضٍ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ - رواه ابن ماجه

২৪৭৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটি বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফ সাত বার তাওয়াফ করবে এবং এ তাওয়াফে, “সুবহানাল্লাহি ওয়ালা হামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” দোয়াটি পড়া ছাড়া আর কোনো কথা বলেনি, তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, তার (আমল নামায়) দশটি নেকী লিখা হবে। তাছাড়া তার দশটি মর্যাদাও বাড়িয়ে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তাওয়াফ করা অবস্থায় কথাবার্তা বলেছে সে আল্লাহ তাআলার রহমতে তার পা দিয়ে ঢেউ উঠিয়েছে যেমন কোনো ব্যক্তি নিজের পা দিয়ে পানিতে ঢেউ উঠিয়ে থাকে।—ইবনে মাজাহ

২- باب الوقوف بعرفة

৪. আরাফাতে অবস্থান

মক্কা হতে তায়েফের পথে মুযদালিকা কান্নাকাতি ২৫ কিলোমিটার অর্থাৎ সাড়ে পনের মাইল 'আরাফাত ময়দান' অবস্থিত। এর উত্তর পাশে 'জাবালে রহমত', উত্তর পূর্ব দিকে 'জাবালে আরাফাত' এ দুটি পাহাড় রয়েছে।

কথিত আছে, জান্নাত হতে বের হবার পর হযরত আদম ও মা হাওয়া এ আরাফাতের ময়দানে পরস্পর পরিচিত ও মিলিত হয়েছিলেন। এ কারণে এ ময়দানের নাম হয়েছে আরাফাতের ময়দান।

'আরাফা' অর্থাৎ পরিচয়।

আরাফাতে অবস্থান করা হজ্জের একটি ফরয কাজ। ৯ যিলহজ্জের সূর্য উঠার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এক মুহূর্ত এখানে অবস্থান করলেও এ ফরয আদায় হয়ে যায়। নতুবা হজ্জ আদায় হবে না।

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৪৭৬. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ نِ الشَّقْفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَهْلُ مِنَّا الْمُهْلُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ - متفق عليه

২৪৭৬. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সাকাফী (তাবেয়ী) সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি হযরত আনাস রাঃ-কে একবার মিনা হতে ভোরে আরাফাতের দিকে একত্রে যাবার সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনারা আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ সাদ্দাহুয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কি করতেন? তিনি বললেন, আমাদের যারা 'লাক্বাইক ধনী' দিতো, তাদের তা হতে বারণ করা হতো না। যারা তাকবীর ধনী দিতো তাদেরকেও তা দিতে নিষেধ করা হতো না।-বুখারী, মুসলিম

২৪৭৭. وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنَحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقِفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقِفْتُ هَهُنَا وَجَمَعَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ - رواه مسلم

২৪৭৭. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাদ্দাহুয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এ স্থানে কুরবানী করেছি আর মিনার সব স্থান কুরবানীর স্থান। তাই তোমরা তোমাদের আবাসেই কুরবানী করো। আমি ওই স্থানে অবস্থান করেছি আর আরাফাত সবটাই অবস্থানের স্থান। আমি এ স্থানে অবস্থান করেছি। আর মুযদালিকা সবটাই অবস্থানের স্থান।-মুসলিম

২৬৭৮. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِمَّنْ يَوْمٌ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرْقَةٍ وَإِنَّهُ لَيَدْتُوهُ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ - رواه مسلم

২৪৭৮. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন কোনো দিন নেই, যে দিন আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে আরাফাতের দিনের চেয়ে জাহান্নাম থেকে বেশি মুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি সে দিন বান্দাদের খুব কাছাকাছি হন, তাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব প্রকাশ করে বলেন, এরা কি চায় বলো? (আমি তাদেরকে তাই দেবো)।-মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৬৭৯. عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ خَالٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا فِي مَوْقِفٍ لَنَا بِعَرْقَةِ يَبَاعِدُهُ عَمْرُو مِنْ مَوْقِفِ الْإِمَامِ جِدًّا فَاتَانَا ابْنُ مَرْعٍ نِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى ارْتِثٍ مِنْ ارْتِثِ آبَائِكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجه

২৪৭৯. হযরত আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (তাবেয়ী) তাঁর মামা হতে বর্ণনা করেন, যাকে ইয়াযীদ ইবনে শায়বান বলা হতো। ইয়াযীদ বলেন, আমরা আরাফাতে আমাদের পূর্বপুরুষদের নির্দিষ্ট স্থানে ছিলাম। আমরা বলেন, এ স্থানটি ছিলো ইমামের (রাসূলুল্লাহ) স্থান হতে বহু দূরে (তাই তারা রাসূলের কাছে যেতে চাইলো)। ইয়াযীদ বলেন, এ সময় আমাদের কাছে আনসারী ইবনে মিরবা এসে বললেন, আমি তোমাদের কাছে রাসূল প্রেরিত প্রতিনিধি। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের অবস্থানে থাকার জন্যই বলছেন। কারণ তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের সূন্নাতের উপর আছো (তিনি সমস্ত আরাফাতকেই অবস্থানের জায়গা বলে ঘোষণা করেছেন)।-তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ।

২৬৮০. وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ عَرْقَةٍ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مَنِى مَنَحَرٌ وَكُلُّ الْمَزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنَحَرٌ - رواه ابو داؤد والدارمی

২৪৮০. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গোটা আরাফাত অবস্থানস্থল এবং গোটা মিনাই কুরবানীর জায়গা। গোটা মুযদালিফাই অবস্থানস্থল আর মক্কার সব রাস্তাই রাস্তা ও কুরবানীর জায়গা।-আবু দাউদ, দারেমী

ব্যাখ্যা : সব রাস্তাই রাস্তা। তাই যে কোনো রাস্তা দিয়েই মক্কায় প্রবেশ করলে চলবে। তবে সানিয়ায়ে কাদা দিয়ে প্রবেশ করা ভালো। এভাবে গোটা মক্কাই কুরবানী করার জায়গা। যদিও উমরার পশু মারওয়ায় ও হজ্জের পশু মিনায় যবেহ করাই উত্তম।

২৬৮১. وَعَنْ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَائِمًا فِي الرِّكَابَيْنِ - رواه ابو داؤد

২৬৮১. হযরত খালেদ ইবনে হাওদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি আরাফার দিনে একটি উটের উপর চড়ে ভাষণ দিতে দেখেছি।-আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : এ উটনি ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাসওয়া নামক উটনী। দুপুরের পর তিনি আরাফাতের আরানা উপত্যকায় ভাষণ দিয়েছিলেন।

২৬৮২. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - رواه الترمذی وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ -

২৬৮২. হযরত আমর ইবনে ওআইব তাঁর পিতা ওআইব হতে, তিনি তাঁর দাদা (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সকল দোয়ার শ্রেষ্ঠ দোয়া হলো আরাফাতের দিনের দোয়া। আর সকল কালেমা (যিকির) যা আমি করেছি ও আমার পূর্বের নবীগণ করেছেন তার শ্রেষ্ঠ কালেমা (যিকির) হলো, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহল মুলকু, ওয়া লাহল হামদু, ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর”। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব। তার জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি সকল শক্তির আধার।-তিরমিযী। ইমাম মালিক তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ হতে, এ হাদীসটি ‘লা শরীকা লাহু’ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)

ব্যাখ্যা : ‘আরাফার দিনের দোয়া’ চাই আরাফাতের ময়দানে চাওয়া হোক অথবা অন্য যে কোনো জায়গায় চাওয়া হোক। এ দিনের দোয়া সর্বোত্তম দোয়া।

২৬৮৩. وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَارَأَى الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْفَرُ وَلَا أَحْزَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَغْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا يُرَى مِنْ تَنْزُلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلَّا مَارَأَى يَوْمَ بَدْرٍ فَقِيلَ مَارَأَى يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزْعُ الْمَلَائِكَةَ - رواه مالك مرسلا وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ

২৪৮৩. হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে কারীয রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শয়তানকে আরাফাতের দিন ছাড়া অন্য কোনো দিন এতো অপমানিত এতো ধিকৃত এতো বেশি হীন ও এতো বেশী রাগান্বিত দেখা যায় না। কারণ শয়তান (এদিন দেখতে থাকে বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হচ্ছে, তাদের বড়ো বড়ো গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হচ্ছে। তবে যা দেখা গিয়েছিলো বদরের দিন (তা এর চেয়েও ভয়ংকর)। কেউ জিজ্ঞেস করলো, বদরের দিন কি দেখা গিয়েছিলো (হে আল্লাহর রাসূল!)। জবাবে তিনি বললেন, সেদিন শয়তান নিশ্চিতভাবে দেখেছিলো, হযরত জিবরাঈল আমীন ফেরেশতাদেরকে কাতারবন্দী করছেন।—মালেক মুরসাল হিসাবে। শরহে সুন্নাহ মাসাবিহের শব্দে।

২৪৮৪. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ انظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غَيْرًا ضَاجِحِينَ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبِّ فُلَانُ كَانَ يُرْهَقُ وَفُلَانَةٌ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ عَتِيقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ - رواه في شرح السنة

২৪৮৪. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরাফাতের দিন আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার নিকটতম আসমানে নেমে আসেন। হাজীদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন এবং বলেন, তাকাও আমার বান্দাদের দিকে, তারা আমার কাছে আসছে আলুলায়িত চুলে, ধূলাবালি গায়ে, আহাজ্জারী করতে করতে দূর দূরান্ত হতে। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। তখন ফিরিশতারা বলেন, হে রব! অমুক বান্দাহকে তো বড়ো গুনাহগার বলা হয়। আর অমুক পুরুষ ও নারীকেও। তিনি বলেন, আল্লাহ তখন বলেন, আমি তাদেরকেও মাফ করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আরাফাতের দিনের চেয়ে বেশি জাহান্নাম হতে মুক্তি দেবার মতো আর কোনো দিন নেই।—শরহে সুন্নাহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৪৮৫. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقْفُونَ بِالْمَزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْسَ فَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقْفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضُ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ - متفق عليه

২৪৮৫. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ গোত্র ও তাদের অনুসারীরা (আরাফাতের দিন) মুযদালিফায় অবস্থান গ্রহণ করতো। নিজেদেরকে তারা বাহাদুর ও

অভিজ্ঞাত বলে অভিহিত করতো। আর বাকী আরব গোত্র অবস্থান গ্রহণ করতো আরাফার ময়দানে। ইসলাম বিজয়ের পর আব্দাহ তাআলা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিলেন, আরাফাতের ময়দানে গিয়ে সাধারণ মানুষদের সাথে অবস্থান নিতে। তারপর সেখান থেকে ফিরে আসতে। এ ব্যাপারটিকেই আব্দাহ তাআলা কুরআনে এভাবে বলেছেন “ছুম্মা আফিজু মিন হাইছু আফাজান্নাসু” অর্থাৎ “অতপর তোমরা ফিরে আসো, যেখান থেকে মানুষ ফিরে আসে।”-বুখারী, মুসলিম

২৪৮৬-وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مَرْدَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَأَجِيبَ أُنًى قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الْمَظَالِمَ فَأُنًى أَخَذَ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ أَيْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُومَ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجِبْ عَشِيَّتَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأَجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِأَبَى أَنْتَ وَأُمِّي إِنْ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ اللَّهُ سَنَكَ قَالَ إِنْ عَدُوُّ اللَّهِ إِبْلِيسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اسْتَجَابَ دُعَائِي وَغَفَرَ لِأُمَّتِي أَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالشُّبُورِ فَأَضْحَكُنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ - رواه ابن ماجه وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْبَغْتِ وَالنُّشُورِ نَحْوَهُ -

২৪৮৬. হযরত আব্বাস ইবনে মিরদাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের বিকালে নিজের উম্মাত (হাজী) দের জন্য আব্দাহর নিকট ক্ষমা চাইলেন। জবাব দেয়া হলো, অন্যের প্রতি জুলুম করা ছাড়া সকল গুনাহ আমি ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু আমি ময়লুমের পক্ষ হয়ে যালেমকে পাকড়াও করবো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে রব! আপনি ইচ্ছা করলে ময়লুমকে জান্নাত দিতে পারেন। আর যালেমকে পারেন ক্ষমা করতে। কিন্তু সেদিন বিকালে এর কোনো জবাব দেয়া হলো না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়দালিফায় ভোরে উঠলেন। আবার তিনি সেই দোআ করলেন। তখন তিনি যা চেয়েছিলেন তা তাঁকে দেয়া হলো। হযরত আব্বাস বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন। অথবা তিনি বলেছেন, মুচকী হাসলেন। এ সময় হযরত আবু বকর, ওমর রাঃ বললেন, আমাদের মা বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটা তো এমন এক সময়, যখন আপনি কোনো সময়ই হাসেন না। আজ হাসার কারণ কি? আব্দাহ সবসময় আপনাকে হাসিখুশী রাখুন। তিনি তখন বললেন, আব্দাহর দুষমন, ইবলিস যখন জানতে পারলো, আব্দাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার উম্মাত (হাজীদেরকে) মাফ করে দিয়েছেন, তখন সে মাটি উঠিয়ে নিজের মাথায় মারতে লাগলো আর বলতে লাগলো হায় আমার কপাল। হায় আমার দুর্ভাগ্য। ইবলিসের এ অস্থিরতাই আমার হাসির কারণ।-ইবনে মাজাহ বায়হাকী

০- باب الدفع من عرفة والمزدلفة

৫. আরাফাত ও মুযদালিফা হতে ফিরে আসা

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৪৮৭. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَتَقَ فَإِذَا وَجَدَ قُجُوَّةَ نَصٍّ - متفق عليه

২৪৮৭. হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার উসামা ইবনে যায়েদকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে আরাফাত হতে ফিরে আসার সময় কিভাবে চলছিলেন? জবাবে উরওয়া বললেন, তিনি স্বাভাবিক গতিতে চলছিলেন। যখনই তিনি পথ প্রশস্ত পেতেন দ্রুত চলতেন।

ব্যাখ্যা : ‘দ্রুত চলতেন’ অর্থাৎ সামনের নেক কাজ করার জন্য যাতে তাড়াতাড়ি পৌছা যায়।

২৪৮৮. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَرَأَى زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا لِّلْأَيْلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسُّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِضْطَاعِ - رواه البخارى

২৪৮৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি (বিদায় হজ্জে) আরাফাতের দিন আরাফাতের ময়দান হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফিরে এসেছেন। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছন হতে জোরে জোরে বাহন তাড়ানো ও উট মারার শব্দ শুনতে পেলেন। এ সময় তিনি নিজের হাতের চাবুক দিয়ে পেছনে তাদের দিকে ইংগিত দিয়ে বললেন, হে লোকেরা! তোমরা ধীরে সুস্থে প্রশান্তির সাথে পথ চলো। উট তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়াই শুধু নেক কাজ নয়। - বুখারী

ব্যাখ্যা : উট তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়াই শুধু নেক কাজ নয়’ অর্থাৎ হজ্জের যাবতীয় কার্যক্রম ঠিকমতো আদায় করাই প্রকৃত নেক কাজ।

২৪৮৯. وَعَنْهُ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ رَدَفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ ارْتَدَى الْفُضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مَنَا فَكَلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبِسُ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ - متفق عليه

২৪৮৯. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জের সময়) আরাফাতের ময়দান হতে ফিরে আসার সময় মুযদালিফা পর্যন্ত উসামা ইবনে যায়েদ নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে সওয়ার ছিলেন। এরপর তিনি মুযদালিফা হতে মিনায় আসা পর্যন্ত (আমার বড় ভাই) ফযল ইবনে আব্বাসকেও সওয়ারীর পেছনে ওঠালেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আকাবায় কংকর মারা পর্যন্ত তালবিয়া বলেছেন।—বুখারী, মুসলিম

২৬৯০. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بِاقَامَةٍ وَلَمْ يُسَيِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَىٰ أَثَرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا - رواه البخارى

২৪৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব ও এশার নামায মুযদালিফায় একত্রে পড়েছেন। প্রত্যেকটি নামাযের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইকামত দিয়েছেন। এ দুই নামাযের মাঝে কোনো নফল নামায পড়েননি। এদের পরেও পড়েননি।—বুখারী

২৬৯১. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا - متفق عليه

২৪৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া ছাড়া আর কোনো নামায একত্রে পড়তে দেখিনি। আর ওইদিন ফজরের নামাযও তিনি সময়ের আগে আদায় করেছিলেন।—বুখারী, মুসলিম

২৬৯২. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ - متفق عليه

২৪৯২. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফার রাতে নিজের পরিবারের যেসব দুর্বল লোকদেরকে (শিশু ও নারী) সময়ের আগেই মিনার দিকে পাঠিয়েছিলেন আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : আরাকাত হতে ফিরে এসে মুযদালিফায় সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত অবস্থান করার নিয়ম। কিন্তু অসুস্থতা, দুর্বলতা, নারী শিশু হলে আগেও মিনায় রওয়ানা হওয়া যায়।

২৬৯৩. وَعَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةٍ جَمَعَ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَأَنَّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مَنَى قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ - رواه مسلم

২৪৯৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ তাঁর (ছোট) ভাই ফযল ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন। আর ফযল ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটের পেছনের আরোহী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের সন্ধ্যায় ও মুযদালিফায় ভোরে লোকদেরকে তাদের রওয়ানা করার সময় বলেছেন, তোমরা অবশ্যই ধীরে সুস্থে প্রশান্তির সাথে চলবে। তিনি নিজেও নিজের উটনীকে মুহাস্সির না পৌছা পর্যন্ত সংযত রেখেছিলেন আর মুহাস্সির হলো মিনার অন্তর্ভুক্ত। এখানে তিনি বললেন, 'তোমরা জামরাতে আঙুল দিয়ে মারার মতো ছোট পাথর (হাতে) লও। ফযল বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায় পাথর মারা পর্যন্ত সবসময় তালবিয়া পড়ছিলেন।-মুসলিম

২৪৯৪. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقَاضَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَقَالَ لَعَلِّي لَا أَرْكُمُ بَعْدَ عَامِي هَذَا لَمْ أَجِدْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا فِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ مَعَ تَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ۔

২৪৯৪. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফা হতে ধীরস্থিরভাবে রওয়ানা হলেন, লোকজনকেও ধীরস্থিরভাবে রওয়ানা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তবে মুহাস্সির উপত্যকায় পৌছার পর উটকে কিছু তাড়া করলেন এবং তাদেরকে জামরায় আঙুল দিয়ে নিক্ষেপ করার মতো পাথর মারতে নির্দেশ দিলেন। এ সময় তিনি বললেন, সম্ভবত এ বছরের পর আমি আর তোমাদেরকে দেখতে পাবো না।

সংকলক খতীব তাবেয়ী বলেন, এ হাদীসটি আমি বুখারী ও মুসলিমে পাইনি। তবে তিরমিযী কিছু আগ পাছ করে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হুকুমে জানতে পেরেছিলেন, এ হজ্জ তাঁর জীবনের শেষ হজ্জ। তাই সকলের কাছ থেকে তিনি বিদায় নিচ্ছিলেন। আর এজন্যই এ হজ্জের নাম, 'বিদায় হজ্জ'।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৪৯৫. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ حَظَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَدْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ كَانَتْهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حِينَ تَكُونُ كَانَتْهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ وَإِنَّا لَا نَدْفَعُ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَنَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ هَدَيْنَا مُخَالَفٌ لِهَدْيِ عَبْدِ الْأَوْثَانِ وَالشَّرْكَ - رواه البيهقي وَقَالَ حَظَبْنَا وَسَاقَهُ نَحْوُهُ۔

২৪৯৫. মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস ইবনে মাখরামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ভাষণ দান করে বললেন, জাহিলী যুগের মানুষেরা সূর্য অস্তের আগে মানুষের চেহারা মানুষের পাগড়ীর মতো যখন দেখা যেত তখন আরাফাতের ময়দান হতে রওয়ানা হতো। আর সূর্য উদয়ের পর মানুষের চেহারা ওইভাবে মানুষের পাগড়ীর মতো যখন দেখাতো তখন মুযদালিফা হতে রওয়ানা হতো। আর আমরা সূর্য ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত আরাফাতের ময়দান হতে রওয়ানা হবো না এবং সূর্য উঠার আগে মুযদালিফা হতে রওয়ানা হবো না। আমাদের নিয়ম-নীতি মূর্তিপূজক ও শিরক পন্থীদের নিয়ম-নীতির বিপরীত।-বায়হাকী শোআবুল ইমান

ব্যাখ্যা : সূর্য ওঠার পর ও অস্ত যাবার কিছু আগে সূর্যের কিরণ সোজাসোজী মানুষের চেহারা এসে পড়ে। এ সময় মানুষ কোনো গিরিপথ অথবা উপত্যকায় থাকলে সূর্যের কিরণে তাদের চেহারাকে পাগড়ীর মতে দেখায়।

২৪৯৬. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُرَذَلَةِ أُغِيلِمَةَ بَنَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ أُبَيْنِي لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ - رواه ابو داؤد والنسائي وابن ماجه

২৪৯৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুযদালিফার রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আবদুল মুত্তালিব বংশীয় বালকদেরকে গাধার উপর চড়িয়ে দিয়ে তাঁর আগেই মিনার দিকে পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের উরু ছাপড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার প্রিয় সন্তানগণ! তোমরা সূর্য ওঠার আগে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করো না।-আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ।

ব্যাখ্যা : এতে বুঝা গেলো রাত থাকতে পাথর নিক্ষেপ ঠিক নয়।

২৪৯৭. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَقَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْدَهَا - رواه ابو داؤد

২৪৯৭. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর আগের রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালমাকে (মিনায়) পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ভোর হবার আগেই পাথর মারলেন। এরপর মক্কায় পৌঁছে 'তাওয়াফে ইফাদা' করে আসলেন। আর সেই দিনটি ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাঁর ঘরে থাকার দিন।-আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : এ হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী রঃ রাতে পাথর মারা জায়েয মনে করেন। অন্যদিকে ইমাম আযম রঃ রাতে কংকর মারাকে হযরত উম্মে সালামার জন্য বিশেষ কারণে বিশেষ ব্যবস্থা বলে মনে করেন।

২৬৭৮. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يُلْبِى الْمُقِيمُ أَوْ الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ - رواه ابو داؤد وَقَالَ وَرَوَى مَوْثُوقًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

২৪৯৮. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কাবাসী অথবা মক্কার বাইর থেকে আগমনকারী উমরাকারী তাওয়াফ করার সময় যে পর্যন্ত হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ না করবে লাক্বাইকা বলতে থাকবে।-আবু দাউদ। তিনি বলেন, এ হাদীসটি মওকুফ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৬৭৯. عَنْ يُعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّرِيدَ يَقُولُ أَقْضَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا مَسَّتْ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتَّى آتَى جَمْعًا - رواه ابو داؤد

২৪৯৯. হযরত ইয়াকুব ইবনে আসেম ইবনে উরওয়া (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত শারীদ ইবনে ছুওয়াইদ-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আরাফাত হতে রওয়ানা হয়েছি। মুয়দালিফায় না পৌছা পর্যন্ত তাঁর পা কোথাও মাটি স্পর্শ করেনি।-আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : ‘পা কোথাও মাটি স্পর্শ না করার’ অর্থ হলো আরাফাত থেকে মুয়দালিফা পর্যন্ত মাঝ পথে তিনি কোথাও নামেননি অথবা অবস্থান নেননি।

২৫০০. وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوْسُفَ عَامَ نَزَلِ بَابِ الزُّبَيْرِ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ نَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمٌ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّنَةَ فَهَجِرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّنَةِ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ يَتَّبِعُونَ ذَلِكَ الْإِسْنَةَ - رواه البخارى

২৫০০. হযরত ইবনে শিহাব (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের পুত্র) সালেম রঃ বলেছেন, যে বছর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবারের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কায় পৌছেন, (আমার পিতা) হযরত আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, আরাফার দিনে আরাফাতের ময়দানে আমরা কিভাবে হজ্জের কাজ সম্পাদন করবো? সালেম বলেন, (আমি আমার পিতার জবাবের অপেক্ষা না করে) বললাম, আপনি যদি সূনাত তরীকা অনুযায়ী কাজ করতেন চান, তাহলে আরাফার দিন সকালে নামায পড়বেন (যোহর ও আসর এক সাথে যোহরের প্রথম সময়ে)। তখন আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, সালেম ঠিক বলেছে। সাহাবীগণ যোহর ও আসরের নামায পড়তেন সূনাত অনুযায়ী। ইবনে শিহাব বলেন, আমি সালেমকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এটা করেছেন (অর্থাৎ যোহর ও আসর এক সাথে

পড়েছেন) ? সালেম বললেন, তাঁরা কি রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কিছু অনুসরণ করতেন ?-বুখারী

ব্যাখ্যা : হযরত হোসাইনের শাহাদাতের পর হযরত আয়েশার বোন হযরত আসমার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাঃ ৬৪ হিজরী সনে খিলাফতের দাবী করেন। ৭৩ হিজরী সনে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্য কুখ্যাত স্বৈরাচারী গভর্ণর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে নিয়োজিত করেন। তাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের শাহাদাত লাভ করেন। এরপর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান হাজ্জাজকে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে মক্কা পাঠান। এ সময়ই হাজ্জাজ হযরত ইবনে ওমরকে আরাফাতের মাসআলা জিজ্ঞেস করে। এ ঘটনার প্রতিই হাদীসের ইংগিত।



৬- باب رمى الجمار

৬. পাথর মারা

হযরত আদম আলাইহিস সালাম মিনায় এসে উপস্থিত হলে শয়তান তাঁর নিকট আসে। হযরত আদম আঃ তাকে পাথর মারলে সে দ্রুত পালিয়ে যায়। ঠিক একইভাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈলকে একই জায়গায় কুরবানী করতে পূর্ণ তৈরি হন ; তখনও শয়তান হযরত ইবরাহীমকে ধোঁকায় ফেলতে চেষ্টা করে। হযরত ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শয়তানকে পাথর মেরে তাড়িয়ে দেন।

যেসব স্থানে পাথর মারা হয়, সেসব স্থানকে চিহ্নিত করার জন্য পরবর্তী সময় সেখানে পাথরের স্তম্ভ তৈরি করা হয়। এ স্তম্ভকে ‘জামরা’ বলা হয়। এ জামরাকে লক্ষ্য করেই প্রতি বছর হাজী সাহেবগণ প্রতিকী শয়তানকে পাথর মেরে থাকেন। এ জামরা তিনটি। মক্কার দিক থেকে প্রথম জামরা মসজিদে খায়েফের নিকট। একে জামরায়ে উলা বলে। তারপর জামরায়ে উসতা। এরপর জামরাতুল আকাবা বা জামরাতুল কুবরা—বড় জামরা। আরাফাত হতে ফিরে আসার পর প্রথমে এ জামরাতুল কুবরাতে পাথর মারতে হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৫০১. عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَأْسِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحْجُ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ - رواه مسلم

২৫০১. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরবানীর দিন সওয়ারীর উপর থেকে পাথর মারতে দেখেছি। তখন তিনি বলছিলেন, তোমরা আমার কাছে তোমাদের হজ্জের আহকাম শিখে নাও। এই হজ্জের পর আর আমি হজ্জ করতে পারব কিনা আমি তা জানি না।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : হেটে গিয়ে পাথর মারাই উত্তম। এখনকার যুগে তো কোনো সওয়ারীর উপর আরোহণ করে পাথর মারা অসম্ভব ব্যাপার। সওয়ারীর উপর আরোহণ করে পাথর মারাও যায় তা শিখাবার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে উঠে পাথর মেরেছিলেন।

২৫০২. وَعَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ - رواه مسلم

২৫০২. হযরত জাবের রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জামরায় খয়ফের পাথরের মতো পাথর মারতে দেখেছি।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : খয়ফের পাথর অর্থাৎ খেজুরের দানার ন্যায় ছোট ছোট পাথর। পাথর এর চেয়ে ছোট অথবা বড় হওয়া ঠিক নয়।

২৫০৩. وَعَنْهُ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَاذًا زَالَتْ الشَّمْسُ. متفق عليه

২৫০৩. হযরত জাবের রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন সকাল বেলায় ও এর পরের দিনগুলোতে সূর্য ঢলে পড়ার পর জামরায় পাথর মেরেছেন।—বুখারী, মুসলিম

২৫০৪. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنْهُ عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. متفق عليه

২৫০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি জামরাতুল কুবরার নিকট পৌছে বায়তুল্লাহকে বামে আর মিনাকে ডানে রেখে এর উপর সাতটি পাথর মারলেন, এতে প্রত্যেকবার আল্লাহ আকবার বলেছেন। তারপর তিনি বলেন, যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে, তিনিও এভাবে কংকর মেরেছেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ‘যাঁর উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে’ বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এটা আরবী ভাষা বর্ণনার একটা সুন্দর রীতি। যেহেতু সূরা বাকারায়ই হজ্জের নিয়ম-নীতি বেশি বর্ণিত হয়েছে। তাই হাদীসে এ সূরার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

২৫০৫. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا اسْتَجْمَارُ تَوْ وَرَمَى الْجِمَارِ تَوْ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوْ وَالطَّوَافُ تَوْ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلَيْسَتْ جَمْرٌ بِتَوْ. رواه مسلم

২৫০৫. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসতেজ্জার ঢেলা নিতে হয় বেজোড়, জামরায় পাথর মারা বেজোড়, সাফা মারওয়ায় সারী বেজোড়। তাওয়াফও করতে হয় বেজোড়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন সুগন্ধী ধোয়া লাগায় সেও যেনো বেজোড় লাগায়।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : সব কাজই বেজোড় করা উত্তম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৫০৬. عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَيْسَ قَبْلُ الْيَكِّ الْيَكِّ. رواه الشافعي

والترمذی والنسائی وابن ماجه والدارمی

২৫০৬. হযরত কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আশ্বার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈদের দিন একটি লাল-সাদা মিশ্রিত উটনীর উপর হতে জামরায় পাথর মারতে দেখেছি। সেখানে কাউকে আঘাত করা নেই। হুংকার নেই, সর সর শব্দও নেই।—শাফেয়ী, তিরমিযী, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী।

২৫০৭. وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ رَمَى الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ - رواه الترمذی والدارمی وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

২৫০৭. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, পাথর মারা ও সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করা, আল্লাহর যিকির কয়েম করার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে।—তিরমিযী ও দারেমী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

২৫০৮. وَعَنْهَا قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلَا تَبْنِي لَكَ بِنَاءٌ يُظِلُّكَ بِمِنَى قَالَ لَا مِنِي مَنَاحٌ مَنْ سَبَقَ - رواه الترمذی وابن ماجه والدارمی

২৫০৮. হযরত আয়েশা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাহাবীগণ আরয় করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার জন্য মিনায় একটি বাড়ী তৈরি করে দেবো? যা আপনাকে সবসময় ছায়া দান করবে। জবাবে তিনি বললেন, না। মিনায় 'সে-ই' তাবু খাটাবে যে প্রথমে আগমন করবে।—তিরমিযী ইবনে মাজাহ ও দারেমী।

ব্যাখ্যা : এতে বুঝা গেল, ইবাদাতের স্থানে কারো জন্য কোনো বিশেষ সুবিধা সুযোগ রাখা ঠিক নয়। যে আগে আসবে, আগে স্থান করে নেবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৫০৯. عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنْ ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَقَوْفًا طَوِيلًا يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيُسَبِّحُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوا اللَّهَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ - رواه مالك

২৫০৯. তাবৈয়ী হযরত নাফে' হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ প্রথম দুই জামরায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করতেন এবং আল্লাহ আকবার, সুবহানাল্লাহ ও আল হামদুলিল্লাহ বলতেন এবং দোয়া করতেন। কিন্তু তিনি জামরাতুল আকাবার কাছে অবস্থান করতেন না।—মালিক

৭- باب الهدى

৭. কুরবানীর পশুর বর্ণনা

যে সকল পশু মক্কার হেরেমে কুরবানীর জন্য পাঠানো হয় তাকেই ‘হাদইউন’ (هدى) বলা হয়। ইসলাম পূর্ব যুগেও মুশরিক আরবরা হজ্জ ও উমরা পালন করতো ও হেরেমে কুরবানী করতো। যারা যেতে পারতো না, তারা কুরবানীর জন্য পশু পাঠাতো।

এসব কুরবানীর পশু পশ্চিমধ্যে যাতে লুপ্তিত না হয় অথবা কেউ এর উপর আরোহণ না করে ; ধনীরা এর গোশত না খায়, হারিয়ে গেলে পাওয়া যায় এজন্য এ ধরনের পশুতে দুই ধরনের চিহ্ন থাকতো—(১) পশুর কুঁজের এক পাশে চিহ্ন দেয়া হতো (২) গলায় জুতার মালা পরিয়ে দেয়া হতো। পূর্ব প্রচলিত এ নিয়মকে ইসলাম বহাল রাখে এ একই কারণে।

এ সম্পর্কেই কুরআনে বলা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ .

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের কুরবানীর জন্য পাঠানো পশুর, আর গলায় মালা ঝুলানো পশুর প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করো না।”—সূরা আল মায়দা : ২

৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাদ্বাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানায় কা'বায় উমরার জন্য রওয়ানা হয়ে যাবার সময় হৃদায়বিয়ার প্রান্তে পৌঁছেছিলেন। সে সময়ও তার সাথে ৬০টি কুরবানীর পশু ছিলো। পরের বছর শর্ত অনুযায়ী উমরা আদায় করতে যাওয়ার সময় তাঁর সাথে ছিলো ৭০টি কুরবানীর উট। ৯ম হিজরী সনে হযরত আবু বকরকে আমীরুল হজ্জ করে পাঠাবার সময়ও তাঁর সাথে কুরবানীর পশু পাঠিয়েছিলেন। সর্বশেষ ১০ম হিজরী সনে বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাদ্বাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে করে নেয়া ১০০টি পশু কুরবানী করেছিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৫১০. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَاشْعَرَهَا فِي صَفْحَةٍ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَسَلَّتِ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلًا بِالْحَجِّ . رواه مسلم

২৫১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহলায়ফায় যোহরের নামায পড়লেন, এরপর তিনি তার কুরবানীর পশু (‘হাদইউন’) আনালেন। এর কুঁজের ডান দিকে চিহ্ন দিলেন। তারপর এর রক্ত মুছে ফেলে গলায় দুই জুতার একটি মালা পরিয়ে দিলেন। এরপর তিনি তার বাহনে আরোহণ করলেন। (সামনে গিয়ে) বায়দাতে বাহন সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি হজ্জের তালবিয়া বললেন।—মুসলিম

২৫১১. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَدَهَا .

متفق عليه

২৫১১. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বায়তুল্লাহর কুরবানীর পশু হিসাবে (হাদউইন) একপাল ছাগল-ভেড়া পাঠালেন এবং পালের গলায় জুতার মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ছাগল ভেড়ার কুঁজ চিরা যায় না। এটা নিয়মও ছিলো না।

২৫১২. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقْرَةً يَوْمَ النُّحْرِ - مسلم

২৫১২. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন (মিনায়) হযরত আয়েশার পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেছিলেন।-মুসলিম

২৫১৩. وَعَنْهُ قَالَ نَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بَقْرَةً فِي حَجَّتِهِ - رواه مسلم

২৫১৩. হযরত জাবের রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হজ্জে তার স্ত্রীদের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেছিলেন।-মুসলিম

২৫১৪. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ فَلَائِدَ بَدَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ قَلَدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا فَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أَحِلَّ لَهُ - متفق عليه

২৫১৪. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশুর মালা আমি আমার নিজ হাতে তৈরি করেছি। এরপর তিনি তা পশুদের গলায় পরিয়েছেন এবং এগুলোর কুঁজ চিরে দিয়েছেন। অতপর এগুলোকে ‘হাদউইন’ অর্থাৎ কুরবানীর পশু হিসেবে পাঠিয়েছেন। এতে তার পক্ষে কোনো জিনিস হারাম হয়নি যা তার জন্য আগে হালাল ছিল।-বুখারী, মুসলিম

২৫১৫. وَعَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ فَلَائِدَهَا مِنْ عَيْنٍ كَانَ عِنْدِي ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي - متفق عليه

২৫১৫. হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, আমার কাছে যে পশম ছিল তা দিয়ে আমি (রসূলুল্লাহর) কুরবানীর পশুর (হাদউইন) মালা তৈরি করেছি। অতপর হজুর তাকে আমার পিতার সাথে মক্কায় পাঠিয়েছেন।-বুখারী, মুসলিম

২৫১৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُسَوِّقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ لِرُكْبَهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَبَلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّلَاثَةِ - متفق عليه

متفق عليه

২৫১৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানীর উট চালিয়ে নিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি যখন বললেন, এর উপর চড়ে যাও। ওই ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এটা যে কুরবানীর উট (হাদই)। তিনি বললেন, চড়ো! সে পুনরায় বললো, এটা যে কুরবানীর উট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় কি তৃতীয়বারে বললেন, আরে হতভাগ্য এর উপর চড়ো।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : কুরবানীর উটের উপর আরোহণ করা নিষেধ। তবে খুব ঠেকে গেলে ভিন্ন কথা। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কারণেই বোধ হয় তাকে উটের উপর চড়তে বলেছেন।

২৫১৭. وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سُلَّيْلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا . رواه مسلم

২৫১৭. হযরত আবু যুবায়র (তাবেয়ী) রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে কুরবানীর উটের উপর সওয়ার হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। জবাবে তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি এর উপর আরোহণ করতে পারো কষ্ট না দিয়ে সুন্দরভাবে, যদি তুমি অন্য সওয়ারী না পেয়ে এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ো।—মুসলিম

২৫১৮. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِتَّةَ عَشَرَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ اصْنَعُ بِمَا أَبْدِعَ عَلَى مِنْهَا قَالَ انْحَرُهَا ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَيْهَا فِي دِمَهِمَا ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رِفْقَتِكَ . رواه مسلم

২৫১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ব্যক্তির সাথে কুরবানী করার জন্য মক্কায় ১৬টি উটনী পাঠালেন এবং তাকে কুরবানী করার জন্য হুকুম দিয়ে দিলেন। সে লোকটি নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এ উটগুলোর কোনটি যদি পথে অচল হয়ে পড়ে তখন আমি কি করবো? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কুরবানী করে দেবে। এরপর এর মালার জুতা দুটি এর রক্তে রঞ্জিত করে পাশে রেখে দেবে। তবে তুমি ও তোমার সাথীদের কেউ এর গোশত খাবে না।—মুসলিম

২৫১৯. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ . رواه مسلم

২৫১৯. হযরত জাবের রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতজনের পক্ষ থেকে একটি উট ও এভাবে সাতজনের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেছি।—মুসলিম

২৫২০. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سَنَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ . متفق عليه

২৫২০. হযরত ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একবার এক ব্যক্তির নিকট আসলেন। দেখলেন ওই ব্যক্তি উটকে বসিয়ে 'নহর' করছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি তাকে বললেন উটকে দাঁড় করিয়ে পা বেঁধে 'নহর' করো। এটাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : বাম পা বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায় উটের বুকে ছুরি মারাকে 'নহর' বলে। উট কুরবানীর এটা নিয়ম। গরু ছাগল বাম পাশে ওইয়ে গলায় ছুরি চালানো সুন্নত।

২৫২১. وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجْلَتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا - متفق عليه

২৫২১. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিদায় হজ্জে কুরবানীর উটগুলো দেখাওনা করতে ও এর গোশত, চামড়া বুল (গরীবদের মধ্যে) বন্টন করে দিতে এবং কসাইকে এর কিছু না দিতে হুকুম দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কসাইকে তার পারিশ্রমিক আমরা আমাদের নিজের কাছ থেকে দিবো।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : বুল অর্থাৎ (পশুর গায়ের কাপড়) বলগা, চামড়া সদকা করে দিতে হয়। আর এসব যদি বিক্রি করে দেয়া হয় তাহলে এর মূল্য মিসকীনকে সদকা করে দিতে হয়।

২৫২২. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا لَنَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ فَرَخَصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَآكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا - متفق عليه

২৫২২. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরবানীর পশুর গোশত তিন দিনের বেশি খেতাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অনুমতি দিয়ে বললেন, তিন দিনের বেশি সময় ধরে খেতে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিতে পারো। সুতরাং আমরা খেতে লাগলাম ও রেখে দিতে লাগলাম।—বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৫২৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي هَذَا يَأِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَّةٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَفِي رِوَايَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ - رواه ابو داؤد

২৫২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার বছর নিজের কুরবানীর পশুগুলোর মধ্যে আবু জেহলের একটি উটকেও কুরবানীর পশু হিসাবে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এর নাকে ছিলো একটি রূপার বলয়। অপর বর্ণনায় আছে সোনার বলয়। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের মনঃকষ্ট উৎপাদন করতে চেয়েছিলেন।—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : বদর যুদ্ধে আবু জেহেল নিহত হবার পর তার এ উটটি গনীমতের মাল হিসাবে মুসলমানরা লাভ করেছিলেন।

২৫২৪. وَعَنْ نَاجِيَةِ الْخَزَاعِمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطَبَ مِنَ الْبُذْنِ قَالَ انْحَرَهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَاكُلُونَهَا - رواه مالك والترمذى وابن ماجة ورواه أبو داؤد والدارمى عن نَاجِيَةِ الْأَسْلَمِيِّ

২৫২৪. হযরত নাজিয়া খোযায়ী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে কুরবানীর পশু পথে অচল ও অক্ষম হয়ে পড়বে একে আমি কি করবো? জবাবে তিনি বললেন, একে নহর (কুরবানী) করে দেবে। এর মালার জুতা এর রক্তে ডুবিয়ে পাশ্বের উপর রেখে দিবে। এরপর এ কুরবানী করা পশুকে মানুষের জন্য রেখে যাবে। তারা এর গোশত খাবে।-মালিক

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নানুযায়ী ৬ষ্ঠ হিজরী সনে উমরার নিয়তে মক্কা যাবার ইচ্ছা করছিলেন। সে সময় প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশুসহ আগেই মক্কার পথে রওয়ানা করে দিয়েছিলেন।

২৫২৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ النُّحْرِ ثُمَّ يَوْمَ الْقَرِّ قَالَ ثَوْرٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي قَالَ وَقَرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَكِفْنَ إِلَيْهِ بَايَتهنَّ يَبْدَأُ قَالَ فَلَمَّا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا قَالَ فَتَكَلَّمْ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ مَا قَالَ قَالَ قَالَ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ - رواه أبو داؤد وَذَكَرَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فِي بَابِ الْأَضْحِيَةِ -

২৫২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরবানীর দিনটিও মহান দিনগুলোর মধ্যে একটি দিন। এরপর দ্বিতীয় দিন। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, এ দিনে পাঁচ কি ছয়টি উট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হলো। উটগুলো নিজদেরকে তাঁর নিকট আগে কুরবানী হবে সেজন্য পেশ করতে লাগলো। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, উটগুলো মাটিতে শুইয়ে গেলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নস্বরে কিছু কথা বললেন, যা আমরা বুঝতে পারলাম না। আমি কাছের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বললেন? সে ব্যক্তি বললো, তিনি বলেছেন, যে চায় তা কেটে নিতে পারে।-আবু দাউদ। হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত জাবেরের হাদীস 'আধহিয়া' অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৫২৬. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيَ قَالَ كُلُّوْا وَأَطْعِمُوا وَادْخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهِمْ - متفق عليه

২৫২৬. হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার দুর্ভিক্ষের বছর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তোমাদের যে ব্যক্তি কুরবানী করবে তৃতীয় দিনের পর তার ঘরে যেনো কুরবানীর গোশতের কিছু বাকী না থাকে। সালামা বলেন, পরবর্তী বছর এলে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বিগত বছর যা করেছিলাম এ বছর কি তা-ই করবো? তিনি বললেন, না, তোমরা খাও। অন্যদেরকেও খাওয়াও। যদি চাও কিছু জমা করে রাখো। গত বছর তো মানুষের অভাব ছিলো। তাই আমি চেয়েছিলাম তোমরা তাদেরকে সাহায্য করো।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি ২৫২২ হাদীসের ব্যাখ্যা।

২৫২৭. وَعَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا كُنَّا نَهَيَّاكُمْ عَنْ لَحْمِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيْلٍ تَسَعَّكُمْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادْخِرُوا وَانْتَجِرُوا إِلَّا وَإِنْ هَذِهِ الْأَيَّامُ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ - رواه ابو داؤد

২৫২৭. হযরত নুবাইশা ছযামী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। গত বছর আমি তোমাদেরকে তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত খেতে বারণ করেছিলাম। কারণ ওই গোশত যেনো তোমাদের জন্য ও অভাবীদের জন্য যথেষ্ট হয়। এ বছর আল্লাহ তাআলা স্বচ্ছলতা দান করেছেন। অতএব এ বছর তোমরা খাও ও জমা রাখো। দান করে নেক অর্জন করো। জেনে রাখো (ঈদের) এ কয়দিন হলো খাবার দাবার ও আল্লাহর যিকিরের দিন।-আবু দাউদ

৮ - باب الحلق

৮. মস্তক মুণ্ডন

মাথার চুল কামিয়ে ফেলা অথবা চুল ছাটা হজ্জ ও উমরার একটি অংশ। এটা ওয়াজিব। উমরার সময় মাথা কামাতে অথবা ছাটাইতে হয় সায়ী করার পর মারওয়ায়। হজ্জ করতে হয় কুরবানী করার পর মিনায়। মাথা কামিয়ে ফেলা চুল ছাটার চেয়ে উত্তম। তবে হজ্জে তামাত্তকারীদের পক্ষে উমরার ছাটানোই উত্তম। এতে হজ্জের পর মাথা কামানোর জন্য কিছু চুল থাকে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৫২৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَادِعِ وَأَنَاسُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ - متفق عليه

২৫২৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কিছু সাহাবী বিদায় হজ্জে মাথা কামিয়েছেন। আবার কেউ মাথার চুল ছাটিয়ে ছিলেন।-বুখারী, মুসলিম

২৫২৯. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ إِنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الْمَرَّةِ بِمِشْقَصٍ - متفق عليه

২৫২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মারওয়ায় রাঃ আমাকে বলেছেন, আমি মারওয়ার কাছে কাঁচি দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা ছেটেছি।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : সম্ভবত এটা হোদাইবিয়ার পর ৭ম হিজরীর কাযা উমরার অথবা ৮ম হিজরীর মক্কা বিজয়ের সময় জিরানা হতে করা উমরার ঘটনা। কারণ বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ মিনাতেই করেছেন।

২৫৩০. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَادِعِ اٰللهُمَّ اَرْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اَللهُمَّ اَرْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ - متفق عليه

২৫৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে বলেছেন, হে আল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডন করেছে তুমি তাদের উপর রহমত করো। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যারা মাথা ছাটিয়েছে তাদের প্রতিও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, হে আল্লাহ! তুমি মাথা মুগুনকারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো। সাহাবাগণ আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা মাথা ছেটেছে তাদের প্রতিও। এবার তৃতীয়বার তিনি বললেন, “যারা মাথা ছেটেছে তাদের প্রতিও।”-বুখারী, মুসলিম

২৫৩১. وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَصِينِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَاَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً - رواه مسلم

২৫৩১. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে হোসাইন তাঁর দাদী হতে বর্ণনা করেছেন। তার দাদী বলেছেন, বিদায় হজ্জে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথা মুগুনকারীদের জন্য তিনবার দোয়া করতে শুনেছি। আর যারা মাথা ছেটেছেন তাদের জন্য মাত্র একবার।-মুসলিম

ব্যাখ্যা : মাথা মুগুনকারীদের জন্য কোনো হাদীসে দুইবার আবার কোনো হাদীসে তিনবার দোয়া করেছেন বলে উল্লেখ আছে।

২৫৩২. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى مِنْهُ فَاتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى وَتَحَرَّ نُسُكُهُ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَاقِ وَتَاوَلَ الْحَالِقَ شِقُّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ تَاوَلَ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ احْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ أَقْسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ - متفق عليه

২৫৩২. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় পৌঁছে প্রথমে জামরাতে গেলেন। এতে কংকর মারলেন, তাঁরপর তিনি মিনায় উপস্থিত তাঁর তাবুতে ফেরত এলেন এবং কুরবানীর জানোয়ারগুলো যবেহ করলেন। এরপর তিনি নাপিত ডেকে আনে তাঁর মাথার ডানদিক (তার দিকে) বাড়িয়ে দিলেন। নাপিত তা মুগুন করলো। তারপর তিনি আবু তালহা আনসারীকে ডেকে এনে তার কাছে চুলগুলো দিলেন। এরপর নাপিতের দিকে মাথার বাম দিক বাড়িয়ে দিলেন ও বললেন মুগুন করো। নাপিত মুগুন করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুগিত চুল আবু তালহাকে দিয়ে বললেন, যাও এগুলো মানুষের মাঝে বণ্টন করে দাও।-বুখারী, মুসলিম

২৫৩৩. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النُّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُطَوَّفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ - متفق عليه

২৫৩৩. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এহরাম বাঁধার আগে সুগন্ধি লাগিয়েছি এবং কুরবানী করার দিন বায়তুল্লাহর তাওয়াফের পূর্বেও এমন সুগন্ধি লাগিয়েছি যাতে মেশক ছিলো।-বুখারী, মুসলিম

২৫৩৪. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَاضَ يَوْمَ النُّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنَى - رواه مسلم

২৫৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন মক্কায় গিয়ে ‘তাওয়াফুল ইফাযা’ আদায় করলেন। এরপর তিনি মিনায় ফিরে যোহরের নামায পড়লেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : অন্যান্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন মক্কায়ই যোহরের নামায পড়েছেন। এ হাদীসে মিনায় যোহর পড়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। এ ব্যাপারে হাদীসের মিল হলো সম্ভব সাহাবীগণ মিনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যোহরের নামায পড়তে দেয়ী করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৫৩৫. عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ قَالَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا .

رواه الترمذی

২৫৩৫. হযরত আলী রাঃ ও হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাকে তার মাথার চুল কামাতে নিষেধ করেছেন।—তিরমিযী।

২৫৩৬. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ . رواه ابو داؤد والدارمی وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَضْلِ الثَّالِثِ

২৫৩৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্ত্রীলোকের প্রতি মাথা মুড়ান নেই। স্ত্রীলোকের প্রতি রয়েছে মাথা ছাঁটান।

—আবু দাউদ ও দারেমী

ব্যাখ্যা : হজ্জ ছাড়া অন্য সময়ে স্ত্রীলোকের পক্ষে মাথা মুড়ান বা ছাঁটান জায়েয নয়।

[এ অধ্যায়ে তৃতীয় পরিচ্ছেদ নেই]



৭- باب التحلل ونقلهم بعض الاعمال على بعض

৯. হজ্জের বিভিন্ন আমলে আগ পর করা

হজ্জের ফরয আমল। যেমন ইহরাম বাঁধা, আরাফাতে অবস্থান করা, তাওয়াফুল ইফাযা করা এবং এসব আমলের মাঝে তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ফরয। এসব ক্রমিকে আগ পর হয়ে গেলে হজ্জ আদায় হবে না।

আর ওয়াজিব আমল। যেমন কংকর মারা, কুরবানী করা, মাথার চুল কামানো, এগুলোর মধ্যে তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। এসব আমলে আগ পাচ হয়ে গেলে, কাফফারা হিসাবে হানাফী মতে একটি ছাগ বা ভেড়া কুরবানী দিতে হবে। এটাকেই 'দম' বলে।

এভাবে ফরয আমল ওয়াজিব আমলের মধ্যে আগ পর হয়ে গেলে 'দম' দিতে হবে। যেমন, কংকর মারা বা মাথা কামানোর আগে তাওয়াফে ইফাযা করা হলে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৫৩৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ أَذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَتَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَدِيمٍ وَلَا آخِرٍ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ - متفق عليه وفي روايةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ وَآتَاهُ آخَرُ فَقَالَ أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ

২৫৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে মিনায় জনসমাগমে এসে উপস্থিত হলেন, যেন মানুষ তাঁর থেকে মাসআলা মাসায়েল জিজ্ঞেস করে নিতে পারে। এতএব এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি না জেনে কুরবানীর আগে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। জবাবে তিনি বললেন, এতে দোষ নেই। এখন কুরবানী করো। আর এক লোক এসে জিজ্ঞেস করলো। আমি না জেনে কংকর মারার পূর্বে কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, তাতে গুনাহ হবে না। এখন কংকর মারো। মোটকথা আগে পিছে করার যে কোনো আমলের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলেই তিনি বলতেন, তাতে কোনো গুনাহ হবে না। এখন করো।—বুখারী মুসলিম। কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায়, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, আমি কংকর মারার পূর্বে মাথার চুল কেটে ফেলেছি। উত্তরে তিনি বললেন, এতে কোনো গুনাহ হবে না। এখন কংকর মারো। এরপর আর এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি কংকর মারার আগে তাওয়াফুল ইফাযা করেছি। তিনি বললেন, তাতে কোনো গুনাহ হবে না। (এখন কংকর মারো)।

২৫৩৮. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ النُّحْرِ بِمَنْى فَيَقُولُ لَأَحْرَجَ فَسْأَلُهُ رَجُلٌ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَأَحْرَجَ - رواه البخارى

২৫৩৮. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন মিনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো ব্যতিক্রম আমলের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, এতে কোনো গুনাহ হবে না। এ সময় এক লোক জিজ্ঞেস করলো, আমি পাথর মেরেছি সন্ধ্যার পর। উত্তরে তিনি বললেন, এতে কোনো গুনাহ হবে না।-বুখারী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৫৩৯. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَقْضْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْلُقَ قَالَ أَخْلُقُ أَوْ قَصِرَ وَلَا حَرَجَ وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ - رواه الترمذی

২৫৩৯. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মাথা কামানোর আগে ভাওয়াফুল ইফাযা করেছি। তিনি বললেন, এতে কোনো গুনাহ হবে না। এখন মাথার চুল কাটো বা ছাটো। এরপর আর ব্যক্তি এসে বললো, আমি কংকর মারার আগে কুরবানী করে ফেলেছি। রাসূলুদ্দাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এতে কোনো গুনাহ হবে না। এখন কংকর মারো।-তিরমিযী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৫৪০. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمِنْ قَائِلٍ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ أَخَرْتُ شَيْئًا أَوْ قَدَمْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ لَأَحْرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ نِ افْتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرَجَ وَهَلَكَ - رواه ابو داود

২৫৪০. হযরত উসামা ইবনে শরীক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুদ্দাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জে বের হলাম। দেখলাম, লোকদের কেউ তাঁর নিকট এসে বলছে। হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাওয়াফ করেছি বা অমুক কাজ আগে করেছি। আর রাসূলুদ্দাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এতে গুনাহ হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায় করে কোনো মুসলমানের মানহানি ঘটাবে সে বড়ো গুনাহর কাজ করেছে এবং ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে।-আবু দাউদ

১. - باب خطبة يوم النحر ورمى ايام التشريق والتوديع

১০. কুরবানীর দিনের ভাষণ আইয়্যামে তাশরীকে পাথর মারা ও বিদায়ী তাওয়াফ করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৫৬১. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النُّحْرِ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَتَى عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثُ مُتَوَالِيَّاتٍ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ وَقَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلَدُ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النُّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَالًا يُضْرَبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَلَلَّهُمْ أَشْهَدُ فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ قُرْبُ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ - متفق عليه

২৫৪১. হযরত আবু বাকরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন (১০ যিলহজ্জ) আমাদের সামনে এক ভাষণ দান করেন ও বলেন, বছর ঘুরে এসেছে। সে তারিখের গঠন অনুযায়ী, যে তারিখে আদ্বাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। বছর বারো মাসে। এর মধ্যে চারমাস হারাম বা সম্মানিত মাস। তিন মাস পরপর এক সাথেই। যিলকাদা, যিলহজ্জ ও মুহাররাম। চতুর্থ মাস মুদার গোত্রের রজব মাস। যে মাস জমাদিউল উখরা ও শাবানের মাঝখানে।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটা কোনো মাস? আমরা জবাব দিলাম—আদ্বাহ ও আদ্বাহর রাসূল এ ব্যাপারে বেশি ভালো জানেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম তিনি হয়ত এ মাসের অন্য কোনো নাম বলবেন। অতপর তিনি বললেন, এ মাস কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ এ মাস যিলহজ্জ মাস। এবার তিনি বললেন, এ শহর কোন্ শহর? আমরা বললাম, আদ্বাহ ও আদ্বাহর রাসূল ভালো জানেন। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। এতে আমরা ভাবলাম, তিনি বুঝি এ শহরের অন্য কোনো নাম বলবেন। তিনি বললেন, এ শহর কি মক্কা শহর না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, এ শহর মক্কা শহর, হে আদ্বাহর রাসূল! এরপর তিনি বললেন, এটা কোন্ দিন?

আমরা জবাবে বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই তা ভালো জ্ঞানেন। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। এতে আমরা ভাবলাম, তিনি বুঝি এর অন্য কোনো নাম বলবেন। তারপর তিনি বললেন, এটা কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ কুরবানীর দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান তোমাদের জন্য পবিত্র, যেমন তোমাদের এ মাস এ শহর এ দিন পবিত্র। তোমরা খুব তাড়াতাড়ি আল্লাহর কাছে পৌছবে, আর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার পর তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে একে অন্যের জীবন সংহার করো না। তোমরা বলো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর হুকুম পৌছিয়ে দেইনি? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল, পৌছিয়ে দিয়েছেন। তিনি তখন বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকে। এরপর বললেন, প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেনো অনুপস্থিত ব্যক্তিকে একথা শুনিয়ে দেয়। কেননা এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাকে পরে পৌছানো হয়। সে মূল শ্রোতা হতেও বেশি সমঝদার ও সংরক্ষণকারী হতে পারে।

ব্যাখ্যা : ‘মুদার গোত্রের রযব মাস’ মানে হলো এ মাসকে ‘মুদার গোত্র’ খুব বেশি সম্মান প্রদর্শন করতো। তাই তাদের বংশের নামের সাথে রযব মাসকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

২৫৪২. وَعَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهِ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ قَادًا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا - رواه البخاري

২৫৪২. হযরত ওবারা তাবেরী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কবে পাথর মারবো? তিনি বললেন, তোমার ইমাম যেদিন মারবে সেদিন তুমি পাথর মারবে। আমি আবার তাঁকে এ মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, আমরা সময়ের অপেক্ষায় থাকতাম। সূর্য ঢলে গেলে আমরা পাথর মারতাম।—বুখারী

ব্যাখ্যা : ইমাম বলতে এখানে খলিফা বা তার প্রতিনিধি বা সময়ের প্রাজ্ঞ ও নেতৃশ্রেণীর লোককে বুঝানো হয়েছে।

২৫৪৩. وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي جَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَىٰ إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّىٰ يُسْهَلَ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَىٰ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَىٰ بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَأْخُذُ بِذَاتِ الشِّمَالِ فَيُسْهَلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ - رواه البخاري

২৫৪৩. হযরত সালেম (তাঁর পিতা) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতে রাঃ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর প্রথম জামরায় সাতটি কংকর মারতেন। প্রত্যেক কংকরের পর ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলতেন। এরপর তিনি কিছুদূর আগে বেড়ে নরম মাটিতে

যেতেন। সেখানে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘ সময় হাত তুলে দোয়া করতেন। এরপর জামরায়ে উস্তায় এসে আবার সাতটি কংকর মারতেন। প্রত্যেক কংকরের সাথে 'আল্লাহ্ আকবার' বলতেন। এরপর বাম দিকে কিছু দূর এগিয়ে নরম মাটিতে পৌছে কা'বার দিক মুখ ফিরিয়ে দোয়া করতেন। এরপর জামরাতুল আকাবায় গিয়ে খোলা জায়গা হতে সাতটি কংকর মারতেন। প্রত্যেক কংকর মারার সাথে 'আল্লাহ্ আকবার' বলতেন। কিন্তু এর কাছে দাঁড়াতে না। বরং নিজের গন্তব্য পথে রওনা হতেন এবং বলতেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে কংকর মারতে দেখেছি।-বুখারী

২৫৪৬. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَيِّنَ بِمَكَّةَ لَيْلَىٰ مِنْى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَاذْنَنَ لَهُ - متفق عليه

২৫৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব লোকদেরকে পানি পান করাবার জন্য মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : তাশরীকের দিনগুলোতে মিনায় থাকার নিয়ম। হাজীদের পানি পান করাবার দায়িত্ব হযরত আব্বাস রাঃ-এর থাকার কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ সময় মক্কায় থাকতে বলেছেন।

২৫৪৫. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَاتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اسْقِنِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ قَالَ اسْقِنِي فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ ااعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقَتِهِ - رواه البخارى

২৫৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'পানি পান' বিভাগে এসে পানি চাইলেন। তখন আমার পিতা আব্বাস রাঃ আমার ভাইকে বললেন, ফযল! তোমার মায়ের কাছে যাও। তার কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাবার পানি এনে দাও। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে এখান থেকে পানি পান করাও। আমার পিতা তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতে লোকেরা হাত দেয়। তখন তিনি বললেন, আমাকে এখান থেকেই পানি পান করান। এরপর তিনি এখান থেকেই পানি পান করলেন। এরপর তিনি যমযমের দিকে গেলেন। তখনো তারা পানি পান করছিলেন। (এ অবস্থা দেখে) তিনি বললেন, কাজ করতে থাকো। তোমরা নেক কাজ করায় ব্যস্ত আছো। তারপর তিনি বললেন, যদি লোকেরা তোমাদেরকে পরাভূত করার আশংকা আমার না থাকতো, তাহলে

আমি সওয়াবী হতে নেমে এতে রশি নিতাম। বর্ণনাকারী বলেন, ‘এতে’ বলে তিনি নিজের কাঁধের দিকেই ইঙ্গিত করলেন।—বুখারী

২৫৪৬. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحْصَبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رواه البخارى

২৫৪৬. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যিলহজ্জ মাসের তেরো তারিখ মিনা হতে রওনা হয়ে) হাসসাব নামক জায়গায় ঘোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়লেন। এরপর এখানেই কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেন। অতপর ওখান থেকে খানায় কা’বার দিকে সওয়াবীতে আরোহণ করলেন ও কাবা শরীফ পৌছলেন ও তাওয়াফে বেদা সমাপন করলেন।—বুখারী

২৫৪৭. وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنَى قَالَ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفَرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ أَفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرَاؤُكَ. متفق عليه

২৫৪৭. হযরত আবদুল আযীয ইবনে রুকাইর (তাবেয়ী) রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালেকের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। বললাম, এ বিষয়ে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যা জেনেছেন তা আমাকে বলুন। তিনি ৮ তারিখে ঘোহরের নামায কোথায় পড়েছেন? হযরত আনাস জবাবে বললেন, ‘মিনায়’। তারপর জিজ্ঞেস করলাম ১৩ তারিখে মদীনায় রওনা হবার দিন আসরের নামায কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, আবতাহে, এরপর হযরত আনাস বললেন, কিন্তু তোমরা তোমাদের নেতৃবৃন্দ যেভাবে করেন সেভাবে করবে।—বুখারী, মুসলিম

২৫৪৮. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ أَسَمَحَ لِمَخْرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ. متفق عليه

২৫৪৮. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আবতাহে’ অবতরণ ও অবস্থান সূনাত নয়, (মদীনার) দিকে রওনা হওয়া ‘আবতাহে’ হতে সহজ ছিলো বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জায়গায় নেমেছেন ও অবস্থান নিয়েছেন।

—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : মিনা হতে মক্কায় রওনা হবার পথে মুহাসসায বা ‘আবতাহে’ নামা ও অবস্থান গ্রহণ করা হযরত আয়েশা ও ইবনে আব্বাসের নিকট সূনাত নয়। খোলাফায়ে রাশেদার নিকট সূনাত। তাঁরা এখানে নেমেছেন।

২৫৪৯. وَعَنْهَا قَالَتْ أَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِي وَأَنْتَظَرْتَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ حَتَّى فَرَعْتُ فَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ

بِهِ قَبْلَ صَلَوةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَذَا الْحَدِيثُ مَا وَجَدْتُهُ بِرِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ بَلْ بِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ فِي آخِرِهِ -

২৫৪৯. হযরত আয়েশা রাঃ হতেই বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'তানযীম' হতে উমরার ইহরাম বেঁধেছি। মক্কায় পৌঁছে আমি আমার কাযা উমরা আদায় করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবতাহে এসে আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর তিনি জনগণকে মদীনার দিকে রওনা হতে নির্দেশ দিলেন। নিজেও রওনা হলেন। বায়তুল্লাহ পৌঁছে ফজরের নামাযের আগে বিদায়ী তাওয়াফ করলেন। এরপর মদীনার দিকে রওনা হলেন।

মিশকাত সংকলক বলেন, ইমাম বাগাবী এ হাদীসকে প্রথম পরিচ্ছেদে স্থান দিলেও আমি তা বুখারী, মুসলিমে পাইনি। কিছু তারতম্যসহ তা আবু দাউদে রয়েছে।

২৫৫০. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ مِنْ كُلِّ وَجْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ - متفق عليه

২৫৫০. হযরত অবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হজ্জের কাজ করার পর শেষ তাওয়াফ না করেই) লোকজন দেশের দিকে ফিরতে শুরু করতো। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন, তোমাদের কেউ যেনো বায়তুল্লাহর সাথে শেষ সাক্ষাত না করে বাড়ীর দিকে রওনা না হয়। তবে ঋতুমতী মহিলাগণ এর ব্যতিক্রম।

-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : শেষ তাওয়াফ ওয়াজিব।

২৫৫১. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ مَا أَرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَقَرَى حَلْقَى اطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي - متفق عليه

২৫৫১. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনা হতে রওনা হবার রাতেই বিবি সাফিয়ার মাসিক শুরু হলো, হযরত সাফিয়া বললেন, মনে হয় আমি আপনাদেরকে আটকে দিলাম। (আমি শেষ তাওয়াফ করিনি) একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ধ্বংস হোক নিপাত যাক। সে কি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করেনি? বলা হলো, হ্যাঁ করেছে। তিনি বললেন, তবে যাত্রা শুরু করো। -বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : বুঝা গেলো বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব হলেও ঋতুমতীদের জন্য মাফ। যদি তাওয়াফে ইফাদা করে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৫৫২. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ

كَحُزْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى نَفْسِهِ أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آبَسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ - رواه ابن ماجه والترمذی وَصَحَّحَهُ

২৫৫২. হযরত আমর ইবনুল আহওয়াস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। হে লোকেরা! এটা কোন্ দিন? লোকেরা বললো, এটা হজ্জে আকবরের দিন। তিনি তখন বললেন, (মনে রাখবে) তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ, তোমাতে ইযযত, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে হারাম। যেমন আজকের এ দিন এ শহরে হারাম। হুশিয়ার! কোনো অপরাধকারী যেনো তার জীবনের উপর যুলুম না করে। সাবধান! কোনো অপরাধী যেনো নিজের সম্মানের উপর যুলুম না করে। কোনো সম্মান যেনো তার পিতার প্রতি যুলুম না করে। সাবধান! চিরদিনের জন্য শয়তান এ শহরে তার কোনো পূজা হবে (একথা হতে) নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু তোমাদের যে সব কাজের মাঝ দিয়ে তার অনুকরণ করা হবে, সেসব কাজ তোমরা তুচ্ছ মনে করবে। কিন্তু তাতে সে খুশী হবে।-ইবনে মাজাহ, তিরমিযী। তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

২৫৫৩. وَعَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرِو الْمُزَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنَى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَعْلَةِ شَهْبَاءَ وَعَلَى يُعْبَرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ - رواه أبو داود

২৫৫৩. হযরত রাফে ইবনে আমর মুযানী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি সাদা-কালো মিশ্রিত খচ্চরের উপর থেকে মিনায় ভাষণ দিতে দেখেছি। তখন সূর্য উপরে উঠে গিয়েছিলো। হযরত আলী রাঃ তাঁর বক্তব্যকে উচ্চস্বরে লোকদের কাছে পৌছাচ্ছিলেন। লোকজনের কেউ তখন দাঁড়ানো ছিলো, কেউ বসা ছিলো।-আবু দাউদ

২৫৫৪. وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْرَجَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النُّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ - رواه الترمذی و أبو داود وابن ماجه

২৫৫৪. হযরত আয়েশা রাঃ ও ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (১০ তারিখে) কুরবানীর দিনের যিয়ারাত রাত পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছিলেন।-তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

ব্যাখ্যা : কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারাত রাত পর্যন্তও করা যায়। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের আগেই তা সমাপন করেছেন।

২৫৫৫. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ - رواه أبو داود وابن ماجه

২৫৫৫. হযরত ইবনে আক্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তাওয়াফে ইফাদায় সাত পাকে রমল করেননি।

—আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা : এতে বুঝা যায় তাওয়াফে ইফাদায় রমল নেই।

২৫৫৬. وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ. رواه في شرح السنة وَقَالَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ

২৫৫৬. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ (১০ তারিখে) জামরাতুল আকাবায় পাথর মারার পর জ্বী সহবাস ছাড়া তার জন্য আর সকল কাজ হালাল হয়ে যাবে।—শরহে সুন্নাহ। ইমাম বাগাবী বলেছেন, এর সনদ দুর্বল। কিন্তু আহমাদ ও নাসায়ী হযরত ইবনে আক্বাস হতে হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কেউ জামরাতুল আকাবায় পাথর মারা শেষ করবে তার জন্য জ্বীর সাথে মিলন ছাড়া আর সব কাজ হালাল হয়ে গেলো।

ব্যাখ্যা : অন্য বর্ণনায় মাথার চুল কাটার কথাও আছে। তাই কারো কারো মতে মাথা মুগুনোর আগে হালাল হওয়া যাবে না।

২৫৫৭. وَعَنْهَا قَالَتْ أَقَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْأَى فَمَكَثَ بِهَا لِبَالِي أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأَوَّلَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّلَاثَةَ فَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. رواه أبو داود

২৫৫৭. হযরত আয়েশা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়ার পর দিনের শেষ বেলায় তাওয়াফে ইফাদা সমাপন করেন। তারপর আবার মিনায় ফিরে এলেন। আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলো তিনি মিনায় অবস্থান করলেন। এ দিনগুলোতে তিনি সূর্য ঢলে পড়ার পর জামরায় সাতটি করে পাথর মারতেন। প্রত্যেক পাথর মারার সাথে সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। প্রথম ও দ্বিতীয় জামরার নিকট দাঁড়িয়ে তিনি দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতেন ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। কিন্তু তৃতীয় জামরায় (পাথর মারার পর) অপেক্ষা করতেন না।—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : 'আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলো' অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ।

২৫৫৮. وَعَنْ أَبِي الْبَدَاحِ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرِعَاءِ الْأَيْلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمَى يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُوهُ فِي أَحَدِهِمَا. رواه مالك والترمذی والنسائي وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

২৫৫৮. হযরত আবুল বাদ্দাহ ইবনে আসেম ইবনে আদী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট চালকদেরকে মিনায় রাত যাপন না করার এবং কুরবানীর তারিখে জামরাতুল আকাবায় কাঁকর মারার পর দুই দিনের কাঁকর একদিনে মারতে অনুমতি দিয়েছিলেন।-মালিক, তিরমিযী নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ।

ব্যাখ্যা : মিনায় রাত যাপন করলে উট চরাবার অসুবিধা হয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অনুমতি দিয়েছিলেন।



।- باب مايجتنبه المحرم

১১. ইহরাম অবস্থায় যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে

ইহরাম অবস্থায় কিছু কাজ করা নিষেধ। এগুলোকে ‘মামনুআতে ইহরাম’ বা ‘মাহযূরাতে ইহরাম’ বলে। মুহরিমের জন্য সেলাই করা কাপড় ও রঙীন পোশাক পড়া নিষেধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৫৫৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السُّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ تَعْلِينَ فَيَلْبَسُ خُفَيْنِ وَلَيَقْطَعُهُمَا اسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ - متفق عليه وزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رَوَايَةٍ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْفُقَازِينَ -

২৫৫৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে জিজ্ঞেস করলো, মুহরিম কোন্ ধরনের পোশাক পরবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জামা, পাগড়ি, পাজামা, টুপী, মোজা পরবে না। তবে যে লোকের জুতা নেই সে মোজা পরতে পারবে। কিন্তু মোজাকে পায়ের পাতার উঁচু হাড়ের নীচে হতে কেটে দিবে। এমন কোনো কাপড়ও পরবে না যাতে জাফরানের ও ওর্সের রং আছে।-বুখারী, মুসলিম

বুখারীর এক বর্ণনায় আরো একটু বেশি আছে—মুহরিমা মহিলা বোরখা পরবে না, দাস্তানাও পরবে না।

২৫৬০. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ تَعْلِينَ لِبَسْ خُفَيْنِ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لِبَسْ سُرَاوِيلَ - متفق عليه

২৫৬০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ভাষণে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি জুতা না পেলে মোজা পরতে পারবে। সেলাইবিহীন লুঙ্গী না পেলে পাজামা পরতে পারবে।-বুখারী, মুসলিম

২৫৬১. وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْجَعْرِائَةِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَضَمِّحٌ بِالْخَلْقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ

وَهَذِهِ عَلَى فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بَكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَاتْرَعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمَرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حِجَاكِ - متفق عليه

২৫৬১. হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জি'রানা নামক স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট একজন বেদুঈন আসলো। তার গায়ে ছিলো জুবা আর শরীরে ছিলো সুগন্ধি ছিটানো। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উমরা করার জন্য ইহরাম বেঁধেছি। আর আমার শরীরে এসব আছে। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার শরীরে যে সুগন্ধি আছে তা তিনবার করে ধুয়ে ফেলো, আর জুবা খুলে ফেলো। তারপর হজ্জে যা করো উমরাতেও তা করো।-বুখারী, মুসলিম

২৫৬২. وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ - رواه مسلم

২৫৬২. হযরত উসমান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমরাম অবস্থায় বিয়ে করবে না, বিয়ে দেবে না এমন কি বিয়ের প্রস্তাবও করবে না।-মুসলিম

২৫৬৩. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ - متفق عليه

২৫৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মুনাকে বিয়ে করেছিলেন ইহরাম অবস্থায়।
-বুখারী, মুসলিম

২৫৬৪. وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِ ابْنِ أُخْتِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ - رواه مسلم قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَظَهَرَ أَمْرُ تَزَوُّجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ بِسَرَفٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ -

২৫৬৪. উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনার বোন পুত্র হযরত ইয়াযীদ ইবনে আসাম তাবেরী তাঁর খালা মায়মুনা হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মুনাকে বিয়ে করেছেন হালাল অবস্থায় (ইহরাম অবস্থায় নয়)।-মুসলিম

ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী রহঃ বলেন, অধিকাংশ শাফেয়ী ইমামের মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মুনাকে বিয়ে করেছেন হালাল অবস্থায়, আর বিয়ের ঘটনা প্রকাশ করেছেন ইহরাম অবস্থায়। মক্কা হতে মদীনায় যাবার পথে সারেক নামক স্থানে মিলিত হয়েছেন।

কিন্তু হানাফী ইমামগণের কাছে ইয়াযীদ ইবনে আসামের হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদীসের সাথে তুলনা হতে পারে না।

২৫৬৫. وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. متفق عليه

২৫৬৫. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় নিজের মাথা ধুতেন।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাবরী চুল ছিলো। তাই মাঝে মাঝে ধোয়া প্রয়োজন হতো। মাথা ধোয়া যায় তবে চুল যেনো না ওঠে, গোসল করা যায় তবে না করাই উত্তম।

২৫৬৬. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ. متفق عليه

২৫৬৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় শিঙা নিয়েছেন।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : শরীরের চুল কাটা না গেলে বা চুল না উঠলে শিঙা লাগানো জায়েয।

২৫৬৭. وَعَنْ عُثْمَانَ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّهُمَا بِالصَّبْرِ. رواه مسلم

২৫৬৭. হযরত ওসমান রাঃ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সেই লোক সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে লোক ইহরাম অবস্থায় চোখে ব্যথা অনুভব করে সে মুসাব্বার দিয়ে পট্টি বাঁধতে পারে।-মুসলিম

ব্যাখ্যা : ইহরাম অবস্থায় মাথা ও চেহারা ঢেকে রাখা ঠিক নয়। তবে অসুখের কারণে তা করা যায়।

২৫৬৮. وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ رَأَيْتُ أَسْمَةَ وَبِلَالًا وَاحِدَهُمَا أَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رواه مسلم

২৫৬৮. মহিলা সাহাবী হযরত উম্মুল হুসাইন রাঃ বলেন, আমি উসামা ও বিলালকে দেখেছি তাদের একজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীর বাগ ধরে রেখেছে আর দ্বিতীয়জন কাপড় উপরে উঠিয়ে রোদ হতে তাকে ছায়া দিচ্ছে, জামরাতুল আকাবায় পাথর মারা পর্যন্ত।-মুসলিম

২৫৬৯. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قَدْرِ الْقَمَلِ تَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّذُنِكَ هَؤُلَاءِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَثْعَمٍ أَوْ صَمٌّ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ انْسُكُ نَسِيكَ. متفق عليه

২৫৬৯. হযরত কা'ব ইবনে উয়রা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কা'বের নিকট দিয়ে গেলেন তখন তিনি হৃদয়বিয়ায় ছিলেন,

মক্কায় পৌছার আগে। (তিনি দেখলেন) কা'ব ইহরাম অবস্থায় একটি ডেগের তলায় আশ্রয়
ধরাচ্ছে, আর তার মুখাবয়ব বেয়ে উকুন ঝরে পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার (গায়ের) পোকা কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? কা'ব
বললেন, জি, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তাহলে তুমি
তোমার মাথা মুণ্ডন করে ফেলো এবং ছয়জন মিসকীনকে এক 'ফরক' খাবার খাইয়ে দাও
অথবা তিন দিন রোযা রাখো অথবা একটি পশু কুরবানী করো। বর্ণনাকারী বলেন, এক 'ফরক'
তিন 'ছা'কে বলে।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : ৬ষ্ঠ হিজরীর হুদাইবিয়ার সন্ধির মক্কার ঘটনা। আর এক 'সা'। আমাদের দেশের
পৌনে চার সেরের কিছু বেশী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৫৭০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقَفَازِينَ
وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرَسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الشَّيَابِ وَلَتَلْبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنَ
الْوَكَنِ الشَّيَابِ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حُلِيِّ أَوْ سَرَائِلَ أَوْ قَمِيصٍ أَوْ خُفٍّ. رواه ابو داود

২৫৭০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহিলাদেরকে তাদের ইহরামে দাস্তানা, বোরখা ও ওয়ারম
বা জাফরানে রঞ্জিত কাপড় পরতে নিষেধ করতে শুনেছেন। এরপর (ইহরামের পর) তারা
যে কোনো কাপড় পসন্দ করবে—তা কুসুমী হোক বা রেশমী অথবা যে কোনো রকমের
অলংকার অথবা পাজামা বা পিরান বা মোজা পরতে পারে।-আবু দাউদ

২৫৭১. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتُ
فَإِذَا جَاوَزُوا بِنَا سَدَلَتْ أَحَدَنَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ
- رواه ابو داود ولائِنْ مَاجَةً مَعْنَاهُ

২৫৭১. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। আমাদের কাছ দিয়ে আরোহীরা
অতিক্রম করতো। তারা আমাদের কাছাকাছি এলে আমাদের সকলেই নিজ নিজ মাথার
চাদর চেহারার উপর লটকিয়ে দিতো। তারা চলে গেলে আমরা তা সরিয়ে নিতাম।-আবু
দাউদ। আর ইবনে মাজা এর মর্মার্থ।

২৫৭২. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَذْهَنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقْتَتِ يَعْنِي
غَيْرَ الْمُطَيَّبِ. رواه الترمذی

২৫৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায়
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুগন্ধিহীন তেল ব্যবহার করতেন।-তিরমিযী

ব্যাখ্যা : ইহরাম বাধার পর খুশবু ব্যবহার করলে কুরবানী দিতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৫৭২. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ الْقُرْ فَقَالَ الْقُرُّ عَلَى ثَوْبًا يَا نَافِعُ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنَسًا فَقَالَ تُلْقِي عَلَى هَذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ. رواه ابو داود

২৫৭৩. হযরত নাফে (তাবেয়ী) রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ শীত বোধ করলেন ও বললেন, 'নাফে' আমার গায়ে একটি কাপড় জড়িয়ে দাও। 'নাফে' বলেন, আমি তাঁর গায়ের উপর একটি ওভারকোট মেলে দিলাম। তখন হযরত ইবনে ওমর বললেন, আমার গায়ে ওভারকোট জড়িয়ে দিলে অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিমকে তা পরতে নিষেধ করেছেন।—আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ সেলাই করা কাপড় পরিধান করা নিষেধ। কিন্তু সেলাই করা কাপড় গায়ের উপর চাদরের মতো প্রয়োজনে মেলে দেয়া যায়।

২৫৭৬. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ يُلْحِي جَمَلٍ مِّنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسْطِ رَأْسِهِ. متفق عليه

২৫৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মক্কা মদীনার পথে লুহা-জামাল নামক জায়গায় নিজের মাথার মাঝখানে শিঙা লাগিয়েছিলেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : নিশ্চয়ই প্রয়োজনের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিঙা নিয়েছিলেন। যদিও ইহরাম অবস্থায় তা নিষেধ।

২৫৭৫. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ. رواه ابو داود والنسائي

২৫৭৫. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় ব্যাথার দরুন পায়ের পাতার উপর শিঙা নিয়েছিলেন।

—আবু দাউদ, নাসাই

২৫৭৬. وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرُّسُولُ بَيْنَهُمَا. رواه احمد والترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

২৫৭৬. হযরত আবু রাফে রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি মায়মুনাকে বিয়ে করেছিলেন হালাল অবস্থায় এবং তার সাথে মধুরাতও যাপন করেছিলেন হালাল অবস্থায়। আমিই ছিলাম তাদের মধ্যে দূত।—আহমাদ, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

ব্যাখ্যা : বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি মায়মুনাকে ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে।

১২. মুহরিম শিকার করবে না

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৫৭৭. عَنِ الصُّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحُشِيًا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ
أَوْ يَوْذَانَ فَرَدُّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ -
متفق عليه

২৫৭৭. হযরত সা'ব ইবনে জাসসামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি আবওয়া বা ওন্দান নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বন্য গাধা শিকার করে এনে হাদিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাধাটি ফেরত দিলেন। এতে তার চেহারা বিমর্ষভাবে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা যেহেতু মুহরিম, তাই তা তোমাকে ফেরত দিলাম।-বুখারী, মুসলিম

২৫৭৮. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَخَلَّفَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَوْا حِمَارًا وَحُشِيًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكَوهُ حَتَّى رَأَى أَبُو قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَتَاوَلُوهُ سَوْطَةً فَأَبَوْا فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَعَقَرَهُ ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوا فَنَدِمُوا فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلُوهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالُوا مَعَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَكَلَهَا . متفق عليه وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا فَلَمَّا اتَّوَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا

২৫৭৮. হযরত আবু কাতাদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি (৬ষ্ঠ হিজরীতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে (উমরা করতে) -বের হয়েছেন, পথে তিনি তাঁর কিছু সাথীসহ পিছনে পড়ে গেলেন। সাথীদের সকলেই ছিলেন মুহরিম। আর আবু কাতাদা তখনো ইহরাম বাঁধেননি। আবু কাতাদার দেখার পূর্বে তার সাথীরা একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন। তারা বন্য গাধাটি দেখার পর তাকে এভাবেই থাকতে দিলেন। অবশেষে আবু কাতাদাও ওটাকে দেখে ফেললেন। এরপর আবু কাতাদা তার ঘোড়ায় আরোহণ করে সাথীদেরকে তার চাবুকটা দিতে বললেন। কিন্তু সাথীরা তা তাকে দিতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর তিনি নিজেই চাবুক উঠিয়ে নিলেন। এরপর বন্য গাধাটিকে আক্রমণ করে আহত করলেন। অবশেষে আবু কাতাদা তা খেলেন, সাথীরাও খেলেন কিন্তু এতে তারা অনুতপ্ত হলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌছে তাকে ব্যাপারটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের সাথে বন্য গাধার কিছু আছে কি? জবাবে তারা বললেন, আমাদের সাথে এর একটি পা

আছে। তখন তিনি সে পাটি নিলেন ও তা খেলেন।-বুখারী মুসলিম। কিন্তু বুখারী মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে—তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ কি আবু কাতাদাকে বন্য গাধাকে আক্রমণ করার জন্য ইঙ্গিত করেছিলে? তারা বললেন, জি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তবে তোমরা এর অবশিষ্ট গোশত খেতে পারো।

ব্যাখ্যা : বুঝা গেল শিকারে কোনো প্রকার সাহায্য করাও ঠিক নয়।

২৫৭৭. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْأَحْرَامِ الْفَارَةُ وَالْغَرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ - متفق عليه

২৫৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি হারামে কিংবা ইহরামে ইঁদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর এ পাঁচটি প্রাণী হত্যা করেছে, তার কোনো গুনাহ হবে না।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : এছাড়া এ ধরনের অন্য কোনো হিংস্র বা অনিষ্টকারী প্রাণীর ব্যাপারেও এ একই নির্দেশ।

২৫৮০. وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغَرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحَدْيَا - متفق عليه

২৫৮০. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচটি অনিষ্টকারী প্রাণী হিল ও হরম যে কোনো স্থানে হত্যা করা যেতে পারে। সেগুলো হলো সাপ, সাদা কালো কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল।-বুখারী, মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৫৮১. عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الْأَحْرَامِ حَلَالٌ مَالَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ - رواه أبو داود والترمذی والنسائی

২৫৮১. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শিকারের গোশত ইহরাম অবস্থায়ও তোমাদের জন্য হালাল। যদি তোমরা নিজেরা তা শিকার করে না থাকো। অথবা তোমাদের জন্য শিকার না করা হয়ে থাকে।-আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই

২৫৮২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ - رواه أبو داود والترمذی

২৫৮২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফড়িং সাগরের শিকারের মধ্যে গণ্য।—আবু দাউদ ও তিরমিযী

ব্যাখ্যা : সাগরের জীব যেরূপ মুহরিম শিকার করতে পারে তেমনি ফড়িংও মুহরিম শিকার করতে পারে।

২৫৮৩. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبْعَ الْعَادِيَّ. رواه الترمذی وابو داؤد وابن ماجه

২৫৮৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহরিম হিংস্র প্রাণী হত্যা করতে পারে।—তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

২৫৮৪. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ أَصِيدُ هِيَ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيُكُلُ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ. رواه الترمذی والنسائی والشافعی وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

২৫৮৪. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু আশ্বার তাবেয়ী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীকে ‘যাবু’ প্রাণী শিকার জায়েয কিনা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে ‘যাবু’ কি খাওয়া যায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।—তিরমিযী, নাসায়ী, ও শাফেয়ী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

ব্যাখ্যা : ‘যাবু’ (গুইসাপ) হিংস্র দাঁত সম্পন্ন প্রাণী। এ জন্তু হালাল কিনা এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস আছে। আর এ কারণে এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যেও মতভেদ। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের মতে, ‘যাবু’ হালাল। তাই তা শিকার করলে দম দিতে হবে। হযরত আবদুর রহমান একথাই জানতে পেরেছেন। ইমাম আবু হানীফা ‘যাবুকে’ হিংস্র প্রাণী বলেন। তাই তাঁর মতে, যাবু হত্যা করলে দম দেয়া লাগবে না।

২৫৮৫. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ قَالَ هُوَ صَيْدٌ وَتَجْعَلُ فِيهِ كِبْشًا إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ. رواه ابو داؤد وابن ماجه والدارمی

২৫৮৫. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘যাবু’ (প্রাণী) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম (তা কি শিকার জাতীয় প্রাণী?) তিনি বললেন, তা শিকার (জাতীয় প্রাণী) তাই মুহরিম যাবু শিকার করলে (কাফফারা হিসাবে) একটি দুধা দম দিতে হবে।—আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী

২৫৮৬. وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ أَوْ يَأْكُلُ

الضُّبُعَ أَحَدٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الذِّئْبِ قَالَ أَوْ يَأْكُلُ الذِّئْبُ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ - رواه الترمذی
وَقَالَ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ

২৫৮৬. হযরত খুযাইমা ইবনে জাযী রাঃ বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাবু খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। (একথা শুনে) তিনি বললেন, 'যাবু' কি কেউ খায়? এরপর আমি নেকড়ে খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, উপকারের জন্য কি নেকড়ে কি কেউ খায়? যাতে ভালাই রয়েছে।—তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৫৮৭. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرْمٌ فَأَهْدَى لَهٗ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ قَالَ فَاكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - رواه مسلم

২৫৮৭. হযরত আবদুর রহমান ইবনে ওসমান তাইমী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা (আমাদের চাচা) তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহর সাথে ছিলাম। আমরা সকলেই মুহরিম ছিলাম। এ সময় তাঁকে পাখী হাদিয়া দেয়া হলো। তিনি তখন ঘুমে ছিলেন। আমাদের কেউ এ পাখীটির গোশত খেলেন, আবার কেউ পরিহার করলেন। ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি যারা গোশত খেয়েছেন তাদের পক্ষেই গেলেন এবং বললেন, আমরা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খেয়েছি।—মুসলিম



১৩- بَابُ الْإِحْصَارِ وَفُوتِ الْحَجِّ

১৩. বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হজ্জ চুটে যাওয়া

وَآتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ط فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ج .

“এবং তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করো। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে যে কুরবানীর পশু কুরবানী দেয়া তোমাদের জন্য সহজ হয় তা-ই কুরবানী করো।”-সূরা আল বাকারা : ১৯৬

এ বাধা হলো শত্রুর বাধা বা রুগ্ন হওয়া। হজ্জ অথবা উমরার ইহরাম বাঁধার পর বাধাপ্রাপ্ত হলে কুরবানীর পশু যবেহ করে মাথা মুড়িয়ে হালাল হয়ে যাবে। পরে হজ্জ বা উমরা আদায় করে নিতে হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৫৮৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَلَقَ رَأْسَهُ جَامِعَ نِسَاءٍ وَتَحَرَّ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا . رواه البخارى

২৫৮৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৬ষ্ঠ হিজরীতে উমরা করতে গিয়ে কুরাইশদের দ্বারা) বাধাপ্রাপ্ত হলেন। এরপর তিনি মাথা কামালেন, বিবিদের সাথে সহবাস করলেন এবং নিজের কুরবানীর পশু যবেহ করলেন। অতপর পরের বছর উমরা আদায় করলেন।-বুখারী

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে কুরবানীই করেছেন, পরে মাথা মুড়িয়েছেন। এখানে ক্রমহারে উমরার কাজ উল্লেখ করা হয়নি।

২৫৮৯. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارٌ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَتَحَرَّ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا يَأْهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابَهُ . رواه البخارى

২৫৮৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে উমরা করতে বের হলাম। কুরাইশের কাফেররা আমাদের ও বায়তুল্লাহর মধ্যে (হুদাইবিয়ায়) বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে নিজের কুরবানীর পশুগুলো যবেহ করলেন, মাথা কামালেন। আর তাঁর সাথীগণ মাথা ছাটলেন।-বুখারী

২৫৯০. وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يُحَلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ . رواه البخارى

২৫৯০. হযরত মিসওয়াল ইবনে মাখরামা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা কামাবার আগে পশু যবেহ করেছেন এবং এভাবে করার জন্য সাহাবীদের নির্দেশ দিয়েছেন।-বুখারী

২৫৯১. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَالصُّفَا وَالْمَرَوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيُهْدَى أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا - رواه البخارى

২৫৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের জন্য কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুনাত যথেষ্ট নয়? তিনি বলেছেন, তোমাদের কাউকে যদি হজ্জে আটকে রাখা হয় সে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ায় 'সায়ী' করে। তারপর আগামী বছরের হজ্জ করা পর্যন্ত সব জিনিস হতে হালাল হয়ে যাবে, (সায়ীর পর) সে কুরবানীর পশু যবেহ করবে অথবা রোযা রাখবে, যদি কুরবানীর পশু না পায়।-বুখারী

২৫৯২. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكَ أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجَعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّي وَشَتْرَطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي - متفق عليه

২৫৯২. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার আপন চাচাতো বোন) যুবায়্যা বিনতে যুবায়েরের নিকট গেলেন এবং তাকে বললেন, মনে হয় তুমি হজ্জ পালনের ইচ্ছা পোষণ করো। হযরত যুবায়্যা বললেন, (হ্যাঁ, তবে) আল্লাহর কসম! আমি তো প্রায় অসুস্থ থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বললেন, হজ্জের নিয়ত করে ফেলো এবং শর্ত করে বলো, হে আল্লাহ! যে জায়গায় তুমি আমাকে (অসুখের কারণে) আটকে ফেলবে সে জায়গায়ই আমি হালাল হয়ে যাবো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৫৯৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ - رواه ابو داود

২৫৯৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে হুকুম দিয়েছিলেন হুদাইবিয়ার বছর তারা যে পশু কুরবানী করেছিলেন পরের বছর কাযা উমরার সময় তার বদলে অন্য পশু কুরবানী করতে।-আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : কুরবানী হেরেমের সীমার মধ্যে করতে হয়। ওই বছর কেউ কেউ হুদাইবিয়ায় কুরবানী হেরেমের বাইরে করেছিলেন। শুধুমাত্র তাদেরকেই পরের বছর আবার কুরবানী করতে বলা হয়েছে।

২৫৭৬. وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍوَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ - رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجه والدارمی وزاد أبو داؤد فی رواية أخرى أو مريض وقال الترمذی هذا حديث حسن وفي المصابيح ضعيف

২৫৯৪. হযরত হাজ্জাজ ইবনে আমর আনসারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার পা ভেঙে গেছে অথবা খোঁড়া হয়ে গেছে সে হালাল হয়ে গেছে। পরের বছর তাকে হজ্জ করতে হবে।-তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। কিন্তু আবু দাউদ আরেক বর্ণনায় আরো বেশি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অথবা রোগাক্রান্ত হয়েছে।” তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। ইমাম বাগবী বলেন, হাদীসটি দুর্বল।

২৫৭৫. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدُّثَيْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةً جَمَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ أَيَّامٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ - رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجه والدارمی وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح

২৫৯৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার দুআইলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি আরাফাই হচ্ছে হজ্জ। যে ব্যক্তি আরাফায় মুযদালিফার রাতে (৯ যিলহজ্জ শেষ রাতে) ভোর হবার আগে আরাফাতে পৌছতে পেরেছে সে হজ্জ পেয়ে গেছে। মিনায় থাকার দিন হলো তিন দিন। যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ী দুই দিনে মিনা হতে প্রস্থান করলো তার গুনাহ হলো না। আর যে ব্যক্তি তিন দিনের চেয়ে বেশি দেরী করলো তারও গুনাহ হলো না।-তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

১৮. মক্কার হেরেমে হারাম কাজের বর্ণনা

খানা কা'বার চারদিকে নির্দিষ্ট করে কিছু জায়গা আছে। যাকে আল্লাহ তাআলা সম্মানিত স্থান হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ জায়গাকে হেরেম শরীফ বলা হয়। এ হেরেমের সীমায় কিছু কাজ করা যেমন যুদ্ধ করা, গাছ কাটা, মশামাছি ইত্যাদি মারা নিষিদ্ধ। এসব কাজ এ সীমার বাইরে করা নিষিদ্ধ নয়। হেরেম শরীফের সীমা বর্তমানে পাকা রাস্তা করে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। এর সব দিকের দূরত্ব এক সমান নয়। তানঈমের দূরত্বই সবচেয়ে কম।

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৫৭৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ لَاهِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلِّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلِّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِّنْ نَّهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يُلْتَقَطُ لِقُطْتُهُ إِلَّا مِنْ عَرْقِهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخَرُ فَإِنَّهُ لِيَقِينَهُمْ وَلِيَبُيُوتِيَهُمْ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخَرَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا مُنْشَدٌ

২৫৯৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, আর হিজরাত নেই, তবে জিহাদ ও নিয়ত অবশিষ্ট আছে। অতএব তোমাদেরকে জিহাদের জন্য বের হতে বলা হলে, বের হয়ে পড়বে। ওইদিন তিনি আবার বললেন, এ শহরকে আল্লাহ তাআলা সেদিন হতে সম্মানিত করেছেন যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতএব এ শহর কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সম্মানেই সম্মানিত থাকবে। আমার পূর্বে কারো জন্য এ শহরে যুদ্ধ করা হালাল ছিলো না আর আমার জন্যও একদিনের অল্প সময়ের জন্য মাত্র হালাল করা হয়েছিলো। এরপর তা কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সম্মানেই সম্মানিত। এ শহরের কাঁটা গাছ পর্যন্ত কাটা যাবে না, এর শিকারকে তাড়ানো যাবে না। এ শহরের পথে পড়ে থাকা কোনো জিনিস ঘোষণাকারী ছাড়া কেউ ওঠাতে পারবে না। এ শহরের ঘাসও কেউ কাটতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় আমার পিতা হযরত আব্বাস রাঃ বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'ইযখার ঘাস' ছাড়া। এ ঘাসতো লোকদের (কামার) জন্য ও ঘরের চালার জন্য দরকার। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে ইযখার ছাড়া। -বুখারী, মুসলিম

২৫৭৭. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ

السَّلَاحَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫৯৭. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মক্কায় অস্ত্র বহন করা কারো জন্য হালাল নয়।-মুসলিম

২৫৯৮. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمَغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَالٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلْهُ - متفق عليه

২৫৯৮. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করার সময় তাঁর মাথায় ছিলো লোহার শিরস্ত্রাণ। তিনি যখন শিরস্ত্রাণটি খুললেন এক ব্যক্তি এসে বললো, ইবনে খাতাল কা'বার গেলারফে আশ্রয় নিয়ে আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে হত্যা করো।-বুখারী, মুসলিম

২৫৯৯. وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ بَغِيرٍ أَحْرَامٍ - رواه مسلم

২৫৯৯. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন ইহরাম বাঁধা ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর মাথায় ছিলো একটি কালো পাগড়ী।-মুসলিম

ব্যাখ্যা : শিরস্ত্রাণ খোলার পর সম্ভবত তিনি কালো পাগড়ী পরেছিলেন।

২৬০০. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُوا جَيْشُ نِ الْكَعْبَةِ فَإِذَا كَانُوا بَيْنَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يَخْشَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَأَخْرِهِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَخْشَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَأَخْرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يَخْشَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَأَخْرِهِمْ ثُمَّ يَبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ - متفق عليه

২৬০০. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (শেষ যামানায়) খানায় কা'বা ধ্বংস করার জন্য এক বিপুল বাহিনী রওনা হবে। কিন্তু তারা যখন এক ময়দানে পৌছবে, তাদের প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলকেই মাটিতে ধসে দেয়া হবে। হযরত আয়েশা রাঃ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কি করে তাদের প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তিটিকে ধসে দেয়া হবে অথচ তাদের মধ্যে সাধারণ লোক এবং এমন লোকও আছে যারা এদের অন্তর্গত নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকে ধসে দেয়া হবে। তবে তাদেরকে কিয়ামতের দিন তাদের নিয়ত অনুসারেই ওঠানো হবে।-বুখারী, মুসলিম

২৬০১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرَبُ الْكَعْبَةُ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ - متفق عليه

২৬০১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কেয়ামতের কাছাকাছি সময়) খানায়ে কাবা ধ্বংস করবে আবিসিনিয়ার ছোট নলা বিশিষ্ট ব্যক্তি।-বুখারী, মুসলিম

২৬০২. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدُ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجْرًا حَجْرًا . رواه البخارى .

২৬০২. হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যেনো সেই কাবা ধ্বংসকারী ব্যক্তিটিকে দেখছি। সে কালো এবং কোল ডেসুন্ন কাবার এক এক পাথর খসিয়ে ফেলছে।-বুখারী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৬০৩. عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اخْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ الْحَادِّ فِيهِ . رواه ابو داؤد

২৬০৩. হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মূল্য বাড়ার উদ্দেশ্যে হেরেমে খাদ্যশস্য ধরে রাখা হলো ইলহাদ।-আবু দাউদ

২৬০৪. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَكَّةَ مَا أَطْيَبَكَ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ وَلَوْ لَا أَنْ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ . رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا

২৬০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে উদ্দেশ্য করে বললেন, কি উত্তম শহর তুমি! তোমাকে আমি কতো ভালোবাসি। যদি আমার জাতি আমাকে তোমার থেকে বের করে না দিতো, আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও বসবাস করতাম না।-তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। তবে সনদ হিসাবে গরীব।

২৬০৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ حَمْرَاءَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ إِنَّكَ لَحَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْ لَا آتَى أَخْرَجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ . رواه الترمذی وابن ماجه

২৬০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে হামরা রাঃ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি খায্‌ওয়ারায় দাঁড়িয়ে বলছেন, হে মক্কা! আল্লাহর কসম! তুমি হচ্ছে আলাহর সর্বোত্তম যমীন ও আল্লাহর নিকট আল্লাহর যমীনের

সবচেয়ে প্রিয় যমীন। যদি আমি তোমার বুক হতে বহিষ্কৃত না হতাম, তাহলে (তোমাকে ছেড়ে) কখনো বের হতাম না।-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৬০৬. عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ بْنِ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَبِهَا الْأَمِيرُ أَحَدْتُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أَذْنًا وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمْدُ اللَّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِمُرٍّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَّمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْتَةٍ - متفق عليه وفي البخاري الخبر الجناية

২৬০৬. হযরত আবু শুরাইহ্ আদাবী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি আমার ইবনে সাযীদ (যখন তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবারের বিরুদ্ধে) মক্কায় সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছিলেন, বলেন, হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে একটি কথা বলি যা মক্কা বিজয়ের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দানের সময় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন। যে কথা আমার এই দুই কান শুনেছে, আমার হৃদয় মনে রেখেছে, আমার এই দুই চোখ দেখেছে। তিনি ভাষণ দান শুরু করে প্রথমে আব্দুল্লাহর গুণগান করলেন। এরপর তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ মক্কাকে হারাম করেছেন। কোনো মানুষ একে হারাম করেনি। তাই আব্দুল্লাহ তাআলা ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো লোকের পক্ষে মক্কায় রক্তপাত ঘটানো আর এর বৃক্ষ কাটা হালাল হবে না। যদি কেউ মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধের অজুহাত দেখিয়ে (এসব করা) জায়েয মনে করে, তাকে বলবে, আব্দুল্লাহ তাঁর রাসূলকে অনুমতি দিয়েছেন, তোমাকে অনুমতি দেননি। আর আমাকেও (রাসূলকে) অনুমতি দিয়েছেন একদিনের খুব অল্প সময়ের জন্য। তারপর তার হুরমাত ফিরে এসেছে, যেমন আগে ছিলো। আমার একথা প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তিই যেনো অনুপস্থিত ব্যক্তিকে জানিয়ে দেয়। এরপর আবু শুরাইহকে জিজ্ঞেস করা হলো, একথা শুনার পর আমার আপনাকে কি জবাব দিয়েছিলেন? আবু শুরাইহ্ বললেন, তখন তিনি জবাবে বললেন, একথা আমি অপনার চেয়েও বেশি জানি, হে আবু শুরাইহ্। মক্কা কোনো অপরাধীকে আশ্রয় দেয় না। আর এমন লোককেও আশ্রয় দেয় না যে লোক রক্তপাত করে মক্কায় ভেগে এসেছে। অথবা অপরাধ সংঘটিত করে মক্কায় পালিয়েছে।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : হযরত মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াযীদের হাতে হযরত ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের পর হযরত আয়েশার বোন হযরত আসমার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাঃ খিলাফাতের দাবী করেন। তখন শাম দেশ ছাড়া মক্কা, মদীনা, ইরাক ও ইয়েমেন প্রভৃতি প্রদেশ তাঁর দাবী সমর্থন করে। ৭৩ হিজরীতে বনী উমাইয়ার শাসক আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান ইবনে ইয়াযীদ (১) এ আমর ইবনে সায়ীদেবের সেনাপতিত্বে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে মক্কায় সেনাবাহিনী পাঠান এবং তাঁকে মক্কার হেরেম শরীফে শহীদ করে দেন।

২৬০৭. وَعَنْ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رِبْعَةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظُمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةُ حَقٌّ تَعْظِيمُهَا فَإِذَا ضَيَعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا . رواه ابن ماجه

২৬০৭. হযরত আইয়াশ ইবনে আবু বরীয়া মাখযুমী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ উম্মাত কল্যাণের সাথে থাকবে যতোদিন পর্যন্ত তারা মক্কার এ মর্যাদা পরিপূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখবে। যখন তারা মক্কার এ মর্যাদা বিনষ্ট করে ফেলবে এ উম্মাত ধ্বংস হয়ে যাবে।-ইবনে মাজাহ



১০- باب حرم المدينة حرسها الله تعالى

১৫. মদীনার হেরেমে হারাম কাজের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৬০৮. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ أَوَى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ - متفق عليه وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

২৬০৮. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন ও এ সহীফায় যা আছে তা ছাড়া আর কোনো কিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ হতে আমরা লিখে রাখিনি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদীনা হারাম (অর্থাৎ সম্মানিত) ‘আইর’ হতে ‘সওর’ পর্যন্ত। যে ব্যক্তি এতে কোনো বেদআত (অসৎ প্রথা) চালু করবে অথবা বেদআত চালুকாரীকে আশ্রয় দেবে তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত। তার ফরয বা নফল কিছুই কবুল করা হবে না। সকল মুসলমানের প্রতিশ্রুতি এক—তাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিও এর চেষ্টা চালাতে পারে।

অতএব যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত। তার ফরয ও নফল কোনোটিই গ্রহণ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি নিজের মালিকদের অনুমতি ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তার উপর আল্লাহর ও ফেরেশতাগণ এবং মানুষ ও সকলেরই অভিসম্পাত। তার ফরয বা নফল কোনোটিই গ্রহণ করা হবে না।—বুখারী, মুসলিম

বুখারী ও মুসলিমের আরো এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে স্বীকার করেছে অথবা যে ক্রীতদাস নিজের মালিক ছাড়া অন্যকে মালিক বলে গ্রহণ করেছে তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের এবং মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত। তার ফরয বা নফল কিছুই গ্রহণ করা হবে না।

ব্যাখ্যা : ‘আইর’ মদীনার এক প্রান্তরের একটি পাহাড়। ‘সওর’ মক্কার ‘সওর’ পর্বত ছাড়া মদীনার ওহোদ পর্বতের কাছে একটি ছোট পর্বত।

২৬০৭. وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقَطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيِّدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبَدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأَوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ - رواه مسلم

২৬০৯. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মদীনার দু' প্রান্তের মধ্যবর্তী জায়গাকে হারাম করেছি। এর গাছপালা কাটা যাবে না, এর শিকার মারা যাবে না। তিনি আরো বলেন, মদীনা তাদের জন্য কল্যাণময়, যদি তারা বুঝতে পারতো। যে ব্যক্তি অনিচ্ছায় মদীনা ত্যাগ করবে, তার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা তার চেয়েও উত্তম লোককে সেখানে স্থান দেবেন। যে ব্যক্তি মদীনার অনটন দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে ও টিকে থাকবে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী হবো।-মুসলিম

২৬১০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ - رواه مسلم

২৬১০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি মদীনায় অভাব অনটন ও বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ করবে আমি নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী হবো।-মুসলিম

২৬১১. وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرَةِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا أَخَذَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدَّتِهَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ - رواه مسلم

২৬১১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন প্রথম ফল লাভ করতো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে আসতো। যখন তিনি এ ফল গ্রহণ করতেন, বলতেন, আল্লাহ! আমাদের ফলে শস্যে বরকত দান করো। আমাদের এ শহরে বরকত দাও। আমাদের আড়িতে বরকত দাও, আমাদের সেরিতে (মাপার যন্ত্র বা পাত্র) বরকত দাও। হে আল্লাহ! ইবরাহীম তোমার বান্দা, তোমার বন্ধু, তোমার নবী। আমিও তোমার বান্দা ও নবী। তোমার কাছে তিনি মক্কার জন্য দোআ করেছেন, আর আমিও তোমার কাছে মদীনার জন্য দোআ করছি, যে রূপ দোআ তিনি তোমার কাছে মক্কার জন্য করেছেন। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব্যের সবচেয়ে ছোট ছেলেকে ডাকতেন এবং তাকে এ ফল দান করতেন।-মুসলিম

২৬১২. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَأَنْتَى حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مُبَيَّنً مَّا زَمَيْهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا تُخْبَطُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ - رواه مسلم

২৬১২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত ইবরাহীম আঃ মক্কাকে সম্মানিত করে একে হারাম বানিয়েছেন। আর আমি মদীনাতে এর দু' প্রান্তের মাঝখানের জায়গাকে সম্মানিত (হারাম) করলাম। এতে রক্তপাত করা যাবে না, যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করা যাবে না, পশুর খাবার ছাড়া এতে কোনো গাছের পাতা ঝরানো যাবে না।-মুসলিম

২৬১৩. وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَّيْهِ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يُرَدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أُرَدُّ شَيْئًا تُفْلِنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ - رواه مسلم

২৬১৩. হযরত আমের ইবনে সা'দ তাবেরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার পিতা) সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস রাঃ সওয়াবীর উপর আরোহণ করে তাঁর আকীকস্থ বাসভবনের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি দেখলেন একটি ক্রীতদাস (মদীনায়) একটি গাছ কাটছে অথবা এর পাতা ঝড়াচ্ছে। এতে তিনি কৃতদাসটির জামা কাপড় ও অস্ত্র কেড়ে নিলেন। তিনি মদীনায় ফেরার পর ক্রীতদাসের মালিকগণ তার অস্ত্র তাঁকে অথবা তাদের দাসের নিকট হতে কেড়ে নেয়া জিনিস তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন। তখন সা'দ বললেন, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আমাকে দান করেছেন, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে তিনি অস্বীকার করলেন।-মুসলিম

ব্যাখ্যা : ২৬২৭ হাদীসে এ বিষয়ে আর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২৬১৪. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحَبِّبْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمِدَّهَا وَأَنْقُلْ حُمَاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ - متفق عليه

২৬১৪. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করার পর আমার পিতা আবু বকর ও বিলাল ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকে তাদের এ খবর জানালে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য মদীনাকে প্রিয় করো যেভাবে মক্কা আমাদের নিকট প্রিয় অথবা তার চেয়েও বেশি। হে আল্লাহ! তুমি মদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর করো, আমাদের জন্য এর আড়ি ও এর সেরিতে বরকত দাও, এর জ্বরকে জুহফায় স্থানান্তরিত করে দাও।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : জুহফা একটি জায়গার নাম। রাসুলের দোয়া কবুল হয়ে যায়। জুহফা জুরের স্থান হয়ে যায়।

২৬১৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَدِينَةِ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ مَهْبِغَةً فَتَأَوَّلْتُهَا أَنَّ وِبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْبِغَةٍ وَهِيَ الْجُحْفَةُ - رواه البخارى

২৬১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ মদীনা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি দেখলাম একটি এলোকেশী কালো মেয়েলোক মদীনা হতে বের হয়ে ‘মাহ্‌ইয়াআত’ গিয়ে পৌছলো। আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলাম, মদীনার মহামারী ‘মাহ্‌ইয়াআত’ স্থানান্তরিত হয়ে গেলো। বর্ণনাকারী বলেন, ‘মাহ্‌ইয়াআত’ হলো ‘জুহফা’।-বুখারী

২৬১৬. وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيَفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيَفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبْسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ - متفق عليه

২৬১৬. হযরত সুফিয়ান ইবনে আবু যুহায়ের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ইয়েমেন বিজিত হবে, সেখানে মদীনার কিছু লোক চলে যাবে। তাদের সাথে তাদের পরিবার ও অনুসারীদেরও নিয়ে যাবে। অথচ মদীনাই তাদের জন্য উত্তম স্থান যদি তারা বুঝতে পারতো। ঠিক এভাবে শাম দেশ বিজিত হবে, তথায় কিছু লোক চলে যাবে, তাদের পরিবার ও অনুসারীদেরকেও সাথে নিয়ে যাবে। অথচ মদীনা হচ্ছে তাদের জন্য উত্তম স্থান, যদি তারা বুঝতে পারতো। অনুরূপভাবে ইরাক বিজিত হবে, সেখানে একদল লোক চলে যাবে, তাদের সাথে তাদের পরিবার ও অনুসারীদেরকেও নিয়ে যাবে। অথচ মদীনাই হচ্ছে তাদের পক্ষে উত্তম জায়গা যদি তারা বুঝতে পারতো।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ভবিষ্যতবাণী পরিপূর্ণ সঠিক হয়েছে। এসব দেশ বিজিত হয়েছে। মুসলমানরা দলে দলে এসব দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে।

২৬১৭. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ بِقَرِيَّةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَشْرَبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خُبْتُ الْحَدِيدَ - متفق عليه

২৬১৭. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এমন এক জনপদে হিজরতের জন্য আদিষ্ট হলাম যে জনপদ

অন্য জনপদসমূহকে গ্রাস করবে। লোকে একে বলে ইয়াসরিব। আর তা-ই হলো মদীনা। মদীনা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে। যেভাবে হাঁপর খাদ ঝেড়ে লোহাকে পরিশুদ্ধ করে।

-বুখারী, মুসলিম

২৬১৮. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ سَمَى الْمَدِينَةَ طَابَةً - رواه مسلم

২৬১৮. হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা মদীনার নাম রেখেছেন 'তাবা'।-মুসলিম

ব্যাখ্যা : তাবা শব্দের অর্থ পূত-পবিত্র।

২৬১৯. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيُّ وَعْكَ بِالْمَدِينَةِ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فُخِرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خُبْنَهَا وَتَنْسَعُ طِبَبَهَا - متفق عليه

২৬১৯. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইআত করলো। এরপর মদীনায় সে জুরে আক্রান্ত হলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, মুহাম্মাদ! আমার বাইয়াত বাতিল করে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতে অস্বীকার করলেন। আবারও সে এসে বললো, মুহাম্মাদ আমার বাইয়াত বাতিল করে দিন। এবারও রাসূলুল্লাহ সঃ তা করতে অস্বীকার করলেন। সে আবারও এলো। বললো আমার বাইয়াত বাতিল করে দিন। এবারও তিনি তা করতে অস্বীকার করলেন। এরপর বেদুঈন মদীনা ছেড়ে চলে গেলো। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মদীনা হচ্ছে হাঁপরের মতো। হাঁপর এর খাদকে দূর করে দেয়, আর পরিশুদ্ধ করে এর উত্তমটাকে।

-বুখারী, মুসলিম

২৬২০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةَ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ - رواه مسلم

২৬২০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না যে পর্যন্ত মদীনা এর মন্দ লোকদেরকে দূর করে না দিবে; যেভাবে হাঁপর দূর করে দেয় লোহার খাদকে।-মুসলিম

২৬২০. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونَ وَلَا الدُّجَالُ - متفق عليه

২৬২১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদীনার দরজাসমূহে ফেরেশতাগণ পাহারায় রয়েছে। তাই মদীনায় মহামারী ও দাঙ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।—বুখারী, মুসলিম

২৬২২. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَّطَاهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ نَقَبٌ مِّنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يُخْرِسُونَهَا فَيَنْزِلُ السَّبْحَةُ فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَعَاتٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ - متفق عليه

২৬২২. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মক্কা মদীনা ছাড়া এমন কোনো শহর নেই, যেখানে দাঙ্জালের পদচারণা ঘটবে না। মক্কা মদীনায় এমন কোনো দরজা নেই যেখানে ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে পাহারা দিচ্ছে না। অতএব দাঙ্জাল ‘সিবখায়’ পৌছবে। তখন মদীনা তিনবার ভূমিকম্পের দ্বারা এর অধিবাসীদেরকে নাড়া দিবে। আর এতে সকল কাকের মুনাফিক মদীনা ছেড়ে দাঙ্জালের দিকে রওনা হয়ে যাবে।—বুখারী, মুসলিম

২৬২৩. وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا أَنْعَاعٌ كَمَا يَنْعَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ - متفق عليه

২৬২৩. হযরত সা'দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউই মদীনাবাসীদের সাথে প্রতারণা করবে সে গলে যাবে, যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়।—বুখারী, মুসলিম

২৬২৪. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَتَطَّرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَأْسَهُ وَأَنَّ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَكَهَا مِنْ حُبِّهَا - رواه البخاري

২৬২৪. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সফর হতে আগমনের সময় মদীনার দেয়াল দেখতে পেতেন নিজের আরোহীকে তাড়া করতেন। আর যদি তিনি ঘোড়া বা খচ্চরের উপর থাকতেন। তাকে নাড়া দিতেন, মদীনার ভালোবাসার জন্য।—বুখারী

২৬২৫. وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنِّ أَبْرَأَهُمْ حَرَمٌ مَّكَةَ وَإِنِّي أَحَرَّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - متفق عليه

২৬২৫. হযরত আনাস রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ওহদ পাহাড় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোচরীভূত হলো। তা দেখে তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে, আর আমরাও এ পাহাড়কে ভালোবাসি। হে আল্লাহ! হযরত ইবরাহীম আঃ মক্কাকে মর্যাদা দান করেছেন, আর আমি মদীনার দু' প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে মর্যাদা দান করলাম।—বুখারী, মুসলিম

২৬২৬. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدُ جَبَلٍ يُحِبُّنَا وَتُحِبُّهُ.
 رواه البخارى

২৬২৬. হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওহদ এমন একটি পাহাড়, যে পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরাও এ পাহাড়কে ভালোবাসি।-মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৬২৭. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يُصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَسَّ بِهٖ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيَهُ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يُصِيدُ فِيهِ فَلَيْسَ بِهٖ فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ.
 رواه ابو داود

২৬২৭. তাবেয়ী সুলায়মান ইবনে আবু আবদুল্লাহ রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ-কে দেখলাম তিনি এক লোকের জামাকাপড় কেড়ে নিয়েছেন, সে লোকটি মদীনার হেরেমে শিকার করছিলো। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম করে দিয়েছিলেন। এরপর ওই লোকটির মালিকগণ এসে তার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলে। তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হেরেমকে হারাম করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তিকে ধরবে যে এতে শিকার করছে সে যেনো তার জামাকাপড় ও অন্ত্র কেড়ে নেয়। অতএব আমি তোমাদেরকে ওই খাবার দিতে পারি না যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে খেতে দিয়েছেন। তবে তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে এর মূল্য দিতে পারি।-আবু দাউদ

২৬২৮. وَعَنْ صَالِحِ مَوْلَى لِسَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيدًا مِّنْ عَبِيدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِّنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ وَقَالَ يَعْزِي لِمَوَالِيهِمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِّنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ وَقَالَ مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلْبُهُ.
 رواه ابو داود

২৬২৮. হযরত সালেহ তাবেয়ী হযরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ-এর একটি মুক্ত দাস হতে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত সা'দ মদীনার কিছু দাসকে মদীনার কোনো গাছ কাটতে দেখে তাদের আসবাবপত্র কেড়ে নিলেন। (তাদের মালিকগণ তা ফেরত চাইলে) তিনি তাদেরকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনার কোনো গাছ কাটতে নিষেধ করতে শুনেছি। তাকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মদীনার গাছের কোনো অংশ কাটবে, তাকে যে ধরতে পারবে সে তার জামাকাপড় কেড়ে নেবে।-আবু দাউদ

২৬২৯. وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ صَيْدَ وَجٍ وَعِضَاهُ حُرْمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ .
 رواه ابو داؤد وَقَالَ مُحْيٍ السُّنَّةِ وَجٌ ذُكِّرُوا إِنَّهَا مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنَّهُ
 بَدَّلَ إِنَّهَا .

২৬২৯. হযরত যুযায়র ইবনুল আওয়াম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ওজ্জ’ শিকার করা ও এর কাঁটা গাছ কাটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হারাম করা হারাম।—আবু দাউদ

ইমাম বাগবী বলেন, ‘ওজ্জ’ হলো তায়েফের একটি অঞ্চল। ইমাম খাতাবী এরা স্থলে انه বলেছেন।

ব্যাখ্যা : ছনাইন যুদ্ধের অভিযানে সৈনিকদের খাবারের জন্য ‘ওজ্জ’ অঞ্চলের শিকার ও তাদের পশুদের খাদ্যের জন্য কাঁটা বাবলা গাছ কাটা অন্যদের জন্য সাময়িক হারাম করা হয়েছিলো। পরে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়।

২৬৩০. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلَيْمَتْ بِهَا فَأَنَّى أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا . رواه احمد والترمذى وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ أَسْنَدًا

২৬৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করতে পারে, সে যেনো মৃত্যুবরণ করে। কারণ যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।—আহমদ, তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। তবে সনদ হিসেবে গরীব।

২৬৩১. وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آخِرُ قَرْيَةٍ مِّنْ قُرَى الْإِسْلَامِ خَرَابًا الْمَدِينَةُ . رواه الترمذى وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

২৬৩১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কিয়ামতের সময়) ইসলামী জনপদসমূহের মধ্যে মদীনা সর্বশেষ ধ্বংস হবে।—তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

২৬৩২. وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ اللَّهُ أَوْحَى إِلَىٰ أَيِّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ نَزَلَتْ فَهِيَ دَارُ هِجْرَتِكَ الْمَدِينَةِ أَوِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ قُسْرَيْنَ . رواه الترمذى

২৬৩২. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার কাছে ওহী নাখিল করেছিলেন যে, এ তিনটি জায়গার যে কোনোটিতে আপনি অবতরণ করবেন সেটিই হবে আপনার হিজরতের স্থল—মদীনা, বাহরাইন ও কুইনাসরীন।—তিরমিযী

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্ভবত প্রথমে এ তিনটি জায়গায় হিজরত করার জন্য ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিলো। পরে মদীনা'কেই হিজরতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৬৩৩. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدُّجَالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مُلْكَانٍ - رواه البخارى

২৬৩৩. হযরত আবু বাকরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মদীনা'য় কানা দাঙ্গালের প্রভাব পৌছবে না। সে সময় মদীনা'য় সাতটি গেট হবে। প্রতিটি গেটেই দু'জন করে ফেরেশতা মোতায়েন থাকবেন।-বুখারী

২৬৩৪. وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ - متفق عليه

২৬৩৪. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই দোআ করেছেন, হে আল্লাহ! মক্কা'য় তুমি যে বরকত দান করেছো মদীনা'য় তার দু গুণ বরকত দান করে।-বুখারী, মুসলিম

২৬৩৫. وَعَنْ رَجُلٍ مِّنْ آلِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ زَارَنِي مُتَعَمِّدًا كَانَ فِيْ جَوَارِيْ يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَصَبَرَ عَلَى بِلَاغِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِنَا الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَمْنَيْنِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ -

২৬৩৫. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের পরিবারের এক ব্যক্তি (সাহাবী) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শুধু আমার উদ্দেশ্যেই এসে আমার কবর ঘিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার পাশে থাকবে। আর যে ব্যক্তি মদীনা'তে বসবাস করবে, এর কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষ বা সুপারিশকারী হবো। আর যে ব্যক্তি দু' হেরেম শরীফের কোনো একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদমুক্তদের অন্তর্ভুক্ত করে হাশরের ময়দানে উঠাবেন।

২৬৩৬. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا مِنْ حَجٍّ فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ - رواهما البيهقى فى شعب الايمان

২৬৩৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেছেন। যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার

(কবর) যিয়ারাত করেছে সে ব্যক্তি যেমন আমার জীবনেই আমার সাথে যিয়ারাত করেছে। এ হাদীস দুটি ইমাম বায়হাকী শোআবুল ইমানে বর্ণনা করেছেন।

২৬৩৭. وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ جَالِسًا وَقَبْرُ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ فَاطْلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بَشِّرْ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشِّرْ بَشِّرْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَرِدْ هَذَا إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا مِثْلَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ بَقِيعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - رواه مالك مرسلًا

২৬৩৭. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ তাবেয়ী রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, সে সময় মদীনায়ে একটি কবর খোঁড়া হচ্ছিলো। এক ব্যক্তি কবরে উঁকি মেরে দেখে বললো, মুমিনের কি খারাপ জায়গা এটা! একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি খারাপ কথাইনা বললে! লোকটি তখন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কথাটি আমি এ মর্মে বলিনি, আমার কথার অর্থ হলো, সে আল্লাহর পথে বিদেশে এসে কেনো শহীদ হলো না। (অর্থাৎ মদীনায়ে মৃত্যুবরণ করে এখানে কেনো দাফন হতে চললো)? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর রাহে শহীদ হবার মতো মর্যাদাবান আর কিছুই হতে পারে না। তবে মনে রাখবে, আল্লাহর যমীনে এমন কোনো জায়গা নেই যাতে আমার কবর হওয়া মদীনার চেয়ে আমার কাছে (আর কোনো জায়গা) প্রিয়তম হতে পারে। একথা তিনি তিনবার বললেন।—ইমাম মালেক

ব্যাখ্যা : বসবাসের জন্য মক্কা উত্তম না মদীনা উত্তম এ ব্যাপারে ইমাম ও ফকিহগণ একমত না হলেও মৃত্যু যে মদীনায়েই উত্তম এতে সকলে একমত।

২৬৩৮. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ أَتِ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ - رواه البخارى

২৬৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রঃ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি (হজ্জের সফরে) বলতে শুনেছি, তখন তিনি আকীক উপত্যকায় ছিলেন। তিনি বলেছেন, এ রাতে আমার রবের কাছ থেকে আমার কাছে এক আশুস্তক এসে বললো, আপনি এ মুবারক উপত্যকায় (দু' রাকআত নফল) নামায পড়ুন এবং একে উমরাহসহ এক হজ্জ গণ্য করুন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, একে উমরা ও হজ্জ গণ্য করুন।—বুখারী

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সঃ-এর সময় এটা তারই জন্য বিশেষ নির্দেশ ছিলো। এখন আকীক উপত্যকা মদীনায়ে কোনো ধর্মীয় জায়গা নয়।

كتاب البيوع

১৬. বেচাকেনা ও ব্যবসা

১- باب الكسب وطلب الحلال

১-উপার্জন করা এবং হালাল রোজগারের উপায় অবলম্বন করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৬৩৯. عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ . رواه البخارى

২৬৩৯. হযরত মিকদাম বিন মা'দী কারাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো জন্য নিজের হাতের অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন অপেক্ষা আর কোনো উত্তম খাবার নেই। আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম নিজের হাতের কামাই খেতেন।-বুখারী

২৬৪০. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ اللَّهُ طَيَّبَ لَأَقْبَلَ الْإِطْبَبَ وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ . رواه مسلم

২৬৪০. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা পুত্র-পবিত্র, তিনি পুত্র-পবিত্র জিনিসকেই গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা যে কাজ করতে রাসূলদের নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক এ একই কাজের নির্দেশ মুমিনদেরকেও দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ তাআলা বলেছেন।

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

অর্থাৎ “হে রাসূলগণ! পাক পবিত্র অর্থাৎ হালাল কামাই খাও এবং নেক কাজ করো।”

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ .

অর্থাৎ “হে মুমিনগণ! তোমরা শুধু ওসব পাকপবিত্র ও হালাল রিয়িক খাবে, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি।”

এরপর তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে এক ব্যক্তির অবস্থা উল্লেখ করে বলেন যে, এ ব্যক্তি দূর দূরান্তের সফর করছে, তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীর ধূলাবালুতে মাখা। এ অবস্থায় ওই ব্যক্তি দু’ হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে কাতর কণ্ঠে হে রব! হে রব! বলে ডাকছে। অথচ তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, পরণের পোশাক হারাম। এ হারামই সে খেয়ে থাকে। এমন ব্যক্তির দোয়া কিভাবে কবুল হতে পারে?—মুসলিম

২৬৬১. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبَالِي الْمَرْءُ مَا اخَذَ

مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَائِلَ أَمْ مِّنَ الْحَرَامِ - رواه البخارى

২৬৪১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের সামনে এমন একটি সময় আসবে, যখন কে কি উপায়ে ধন-সম্পদ লাভ করলো—হারাম পথে না হালাল উপায়ে এ ব্যাপারে কেউ কোনো পরওয়া করবে না।—বুখারী

২৬৬২. وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَلَائِلُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمِنَ التَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّعَى يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ إِلَّا وَإِنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى إِلَّا وَإِنْ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ إِلَّا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ.

متفق عليه

২৬৪২. হযরত নোমান ইবনে বশীর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হালাল সুম্পষ্ট ও হারাম সুম্পষ্ট। আর এ উভয়ের মধ্যে এমন অনেক সন্দেহজনক বিষয় উপস্থিত হয় যে সম্পর্কে অনেক মানুষই জানে না—এগুলো হালাল, কি হারাম। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় হতে বেঁচে চলেবে, তার দীন ও মান-মর্যাদা পবিত্র থাকলো। আর যে ব্যক্তি সন্দেহে লিপ্ত থাকলো, সে সহসাই হারামে লিপ্ত হয়ে পড়বে। ব্যাপারটি সেই রাখালের মতো, যে রাখাল তার পালকে নিষিদ্ধ এলাকার সীমার কাছাকাছি নিয়ে চরালে তার পাল সহসাই নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সাবধান! প্রত্যেক দায়িত্বশীলেরই নিষিদ্ধ এলাকা আছে, আর আব্দুল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ এলাকা হলো হারামসমূহ।

মনে রাখবে মানব দেহের ভিতরে একটি গোশতপিণ্ড আছে। এ গোশত পিণ্ডটুকু সঠিক থাকলে গোটা শরীরটাই সঠিক থাকে। আর এটি নষ্ট হয়ে গেলে গোটা শরীরটাই নষ্ট হয়ে যায়। মনে রাখবে সেই গোশতপিণ্ডটিই হলো ‘কালব’।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : হালাল সুম্পষ্ট, হারামও সুম্পষ্ট। এর থেকে বাঁচার জন্য বুঝতে না পারার কিছু নেই। বিপদ হলো ‘মুশতাবিহাত’ সন্দেহজনক জিনিষ নিয়ে। যার সুম্পষ্ট সীমারেখা নেই।

তাই রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুপালের রাখালের চারণ ক্ষেত্রের সীমা অতিক্রমের সম্ভাবনার অতি চমৎকার একটি উপমা দিয়ে সন্দেহজনক জিনিস হতে বাঁচার উপায় বলে দিয়েছেন। আর তা হলো সন্দেহজনক জিনিসের সীমার ধারে কাছেও না যাওয়া। এ সীমা থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে চললে সীমা অতিক্রমের আশংকা থাকবে না।

‘কালব’ হলো ‘হৃদয়’ বা অন্তরকরণ। যে ব্যক্তি সকল প্রকার গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকবে তার ‘কালব’ সঠিক থাকবে, ফলে গোটা দেহই ভালো থাকবে, বদ আমল করতে পারবে না। আর গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লেই কালব নষ্ট হয়ে যাবে, ফলে দেহও নষ্ট হয়ে যাবে, বদ আমলে সে লিপ্ত হয়ে পড়বে। হালাল কাজ অবলম্বন ও হারাম কাজ পরিহার করে চললেই এ কালব সঠিক থাকে।

২৬৬৩. وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَمَنُ الْكَلْبِ حَبِيبٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَبِيبٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ حَبِيبٌ. رواه مسلم

২৬৬৩. হযরত রাফে' বিন খাদীজ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুকুর বিক্রয়লব্ধ মূল্য ঘৃণিত বস্তু, যেনা ব্যাভিচারের বিনিময় মূল্য ঘৃণিত, শিঙা দেয়ার ব্যবসায়ের আয়ও নিষিদ্ধ।

২৬৬৪. وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُولِ الْكَاهِنِ - متفق عليه

২৬৬৪. হযরত আবু মাসউদ আনসারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত চোষণ শিঙা দেয়া কাজের মূল্য, কুকুর বিক্রয় মূল্য ও গণকের গণনার মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (অর্থাৎ এসব কাজ নিষিদ্ধ।)

২৬৬৫. وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدِّمِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكِلَةَ وَالْوَاثِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ. رواه البخاری

২৬৬৫. হযরত জুহায়ফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাদ্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত মোক্ষন কাজের বিনিময়, কুকুর বিক্রয় মূল্য ও যেনা ব্যাভিচারের বিনিময় মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি অভিসম্পাত করেছেন সুদ গ্রহীতা ও সুদ দাতার প্রতি। তিনি আরো অভিসম্পাত করেছেন ওই ব্যক্তির প্রতি যে দেহের কোনো অংশে নাম বা চিত্র অংকন ও এ ব্যবসা করে। তাছাড়াও তিনি ছবি আঁকার প্রতিও অভিসম্পাত করেছেন।-বুখারী

২৬৬৬. وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ تَطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ

حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَآكَلُوهَا ثَمَنَهُ . متفق عليه

২৬৪৬. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি মক্কা বিজয় লগ্নে রাসূলুদ্বাহ সান্নাঙ্গাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, আঙ্গাহ ও আঙ্গাহর রাসূল মদ বিক্রি, মৃতজীব বিক্রি, শূকর বিক্রি, মূর্তি বিক্রি হারাম করে দিয়েছেন। রাসূলুদ্বাহ সান্নাঙ্গাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আঙ্গাহর রাসূল! মৃত জীবের চর্বি নৌকাসহ বিভিন্ন চামড়াছাত্ত দ্রব্যে লাগানো হয়, লোকেরা তা দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে থাকে, তা বিক্রি করা সম্পর্কে আপনার মত কি? উত্তরে রাসূলুদ্বাহ সান্নাঙ্গাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাও বিক্রি করা যাবে না। এসব হারাম। সাথে সাথে তিনি একথাও বললেন, আঙ্গাহ তাআলা ইহুদী জাতিকে ধ্বংস করুন। আঙ্গাহ তাআলা তাদের জন্য চর্বি হারাম করলে তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করতে লাগলো ও এর মূল্য ভোগ করতে থাকলো।—বুখারী, মুসলিম

২৬৪৭. وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا . متفق عليه

২৬৪৭. হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুদ্বাহ সান্নাঙ্গাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আঙ্গাহ তাআলা ইহুদী জাতিকে ধ্বংস করুন। (হালাল জীবেরও) চর্বি তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিলো। (তারপর তারা) এ ধরনের চর্বি গলিয়ে বিক্রি করেছে।—বুখারী, মুসলিম

২৬৪৮. وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُورِ . رواه مسلم

২৬৪৮. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুদ্বাহ সান্নাঙ্গাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর বিক্রয় মূল্য ও বিড়াল বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।—মুসলিম

২৬৪৯. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ حَجَّامُ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خِرَاجِهِ . متفق عليه

২৬৪৯. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তায়বা নামের এক ব্যক্তি রাসূলুদ্বাহ সান্নাঙ্গাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিঙা দিলেন। এর বিনিময়ে তাকে পৌণে চার সের খুরমা দেবার জন্য রাসূলুদ্বাহ নির্দেশ দিলেন। তিনি তার মালিক পক্ষকেও তার উপর ধার্যকৃত রোজগারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে আদেশ করলেন।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : আবু তায়বা ছিলো একজন ক্রীতদাস। ক্রীতদাসরা সে সময় নির্ধারিত পরিমাণ উপার্জন মালিককে দিতো। তার কষ্ট লাঘব ও বেশি লাভের জন্য রাসূলুদ্বাহ সঃ তার উপর ধার্যকৃত উপার্জন কমিয়ে দিতে সুপারিশ করেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৬৫০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِمَّنْ كَسَبَكُمْ وَإِنْ أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ كَسَبَكُمْ. رواه الترمذی والنسائی وابن ماجه وفى رواية أبى داؤد والدارمى إن أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

২৬৫০. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজের উপার্জনের খাবার সর্বোত্তম খাবার। তবে তোমাদের সন্তানদের উপার্জনও তোমাদের উপার্জনের মধ্যে গণ্য।—তিরমযী, নাসাই। আবু দাউদ ও দারেমীর এক বর্ণনায় এ মর্মই ভিন্ন শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের নিজের উপার্জনই শ্রেষ্ঠ খাবার। আর তার সন্তানাদি তার উপার্জনের মধ্যে গণ্য।

ব্যাখ্যা : সন্তান মানুষের জন্য আত্মাহর দেয়া উপার্জিত সম্পদ। তাই সন্তানের কামাই রুখিতে মাতাপিতার অংশ আছে। এজন্যই তাদের কামাই রুখি পিতামাতার নিজের কামাই রুখির মতো।

২৬৫১. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلَ مِنْهُ وَلَا يُنْفَقُ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَحُوا السَّيِّئَ وَلَكِنْ يُمْنَحُوا السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْنَحُوا الْخَبِيثَ. رواه احمد وكذا فى شرح السنّة

২৬৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের হারাম পথে উপার্জিত ধনসম্পদ দান সদকা করলে তা কবুল করা হবে না, সে সম্পদ নিজের কাজে ব্যবহার করলেও তাতে আয় বরকত হবে না। আর এ সম্পদ তার উত্তরাধিকারদের জন্য রেখে গেলে তা তার জন্য জাহান্নামের পুঁজি হবে। নিশ্চয়ই আত্মাহ তাআলা খারাপ কাজ দিয়ে খারাপ কাজ মিটিয়ে দেন না। তবে নেক কাজ দিয়ে মন্দ কাজ মিটিয়ে থাকেন। খারাপ কাজ খারাপ কাজকে মিটিাতে পারে না।—আহমদ ও শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যা : হারাম পথে উপার্জিত ধন-সম্পদ দান করলে তাতে কোনো সওয়াব পাওয়া যাবে না।

২৬৫২. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نُبِتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نُبِتَ مِنَ السُّحْتِ كَأَنَّ النَّهَارَ أَوَّلَى بِهِ. رواه احمد والدارمى والبيهقى فى شعب الإيمان

২৬৫২. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দেহের গোশত হারাম সম্পদে গঠিত সেই দেহ জান্নাতে প্রবেশ

করতে পারবে না। হারাম সম্পদে গঠিত ও লালিত পালিত দেহ জাহান্নামে যাবারই বেশি উপযোগী :-আহমদ, দারেমী, বায়হাকী শোআবুল ইমান।

২৬৫৩. وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَعَا مَا يُرَبِّكُ إِلَى مَا لَا يُرَبِّكُ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَآنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِبَّةٌ. رواه أحمد والترمذی والنسائي وَرَوَى الدَّارِمِيُّ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ

২৬৫৩. হযরত হাসান ইবনে আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি মুখস্ত করে রেখেছি। তিনি বলেছেন, যে কাজে সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হয় সে কাজ ত্যাগ করে সংশয়-সন্দেহহীন কাজ করো। সত্য ও সূন্দরের মধ্যে প্রশান্তি আছে, আর অসত্যের মধ্যে আছে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব।

-আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী

২৬৫৪. وَعَنِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبُدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا وَابِصَةُ جِئْتِ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَقَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلَاثًا الْبِرُّ مَا أَطْمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَأَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ. رواه أحمد والدارمي

২৬৫৪. হযরত ওয়াবেসা ইবনে মা'বাদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, তুমি তো আমাকে নেক আর বদ কি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছো। আমি উত্তরে বললাম, জি হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজ আঙুলগুলো একত্র করলেন ও আমার সিনার উপর রেখে বললেন, তুমি তোমার নিজের কাছে জিজ্ঞেস করো, তুমি তোমার হৃদয়ের কাছে প্রশ্ন করো, একথাগুলো তিনি তিনবার বললেন। তারপর তিনি বললেন, যে কাজে প্রবৃত্তি প্রশান্তি লাভ করে, যে কাজে হৃদয় খুশী হয় তাই নেক কাজ। আর যে কাজে মনে খটকা লাগে; অন্তরে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয় তা-ই বদ বা পাপ কাজ। যদি তা সাধারণ জনগণ সমর্থনও করে।-আহমাদ, তিরমিযী

২৬৫৫. وَعَنِ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَبَّاسَ بِهِ حَذَرَ لِمَا بِهِ بَأْسٌ. رواه الترمذی وابن ماجه

২৬৫৫. হযরত আতিয়া সা'দী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মানুষ তাকওয়া সম্পন্ন হতে পারে না যে পর্যন্ত সে গুনাহর কাজ হতে বৈচে থাকার জন্য গুনাহীন কাজ এড়িয়ে না চলে। (যাতে গুনাহে পতিত হওয়ার আশংকা আছে।)-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

২৬৫৬. وَعَنِ أَنَسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا

وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَكَائِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا
وَالْمُشْتَرِيَ لَهُ - رواه الترمذی وابن ماجه

২৬৫৬. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের সাথে জড়িত দশ ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত করেছেন—(১) যে ব্যক্তি মদ বানায়, (২) যে ব্যক্তি মদ বানাবার নির্দেশ দেয়, (৩) যে ব্যক্তি মদ খায়, (৪) যে ব্যক্তি মদ বহন করে, (৫) যার দিকে মদ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, (৬) যে মদ পান করায়, (৭) যে ব্যক্তি মদ বিক্রি করে, (৮) যে ব্যক্তি মদের আয় ভোগ করে (৯) যে মদ ক্রয় করে, (১০) যে ব্যক্তির জন্য মদ কেনা হয়।—তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

۲۶۵۷. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا
وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ -

رواه أبو داود وابن ماجه

২৬৫৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদের উপর, মদ পানকারীর উপর, মদ সরবরাহকারীর উপর, মদ বিক্রিকারীর উপর, মদ ক্রয়কারীর উপর, মদের ফরমায়েশকারীর উপর, মদ বহনকারীর উপর এবং যার জন্য মদ বহন করা হয় তাদের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত বর্ষণ করেন।—মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

۲۶۵۸. وَعَنْ مُحِیْصَةَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أَجْرَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاها فَلَمْ يَزَلْ
يَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ - رواه مالك والترمذی وابو داود

وابن ماجه

২৬৫৮. হযরত মুহাইয়্যেসা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শিঙা দেবার কাজের বিনিময় মূল্য ভোগ করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন না। তিনি বার বার অনুমতি চাইতে থাকলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওই আয় তোমার পানি বহনের কষ্ট ও তোমার ক্রীতদাসের খাবারের খাতে ব্যয় করো।—মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ

۲۶۵۹. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الزُّمَارَةِ -

رواه فى شرح السنة

২৬৫৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর বিক্রির মূল্য ও গায়কদের উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।—শারহুস শুন্নাহ

২৬৬০. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَتَّبِعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ وَتَمْنَهُنَّ حَرَامٌ وَفِي مِثْلِ هَذَا أَنْزَلْتُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثُ - رواه احمد والترمذی وابن ماجه وقال الترمذی هذا حديث غريب وعلى بن يزيد الراوی يضعف فی الحديث وسندکړ حديث جابر نهی عن اكل الهر فی باب ما يحل کله ان شاء الله تعالى

২৬৬০. হযরত আবু উমামা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা গায়িকা বেচা-কেনা করো না, গায়িকা বেচা-কেনার মূল্য হারাম। মেয়েদেরকে গান শিখেও না। এ ধরনের কাজ যারা করে তাদের ব্যাপারেই পাক কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثُ -

অর্থাৎ যারা হাসি-তামাশায় গাথা কথাবার্তা ক্রয় করে তাদের জন্য রয়েছে দক্ষিভূত অবাব।-আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ

আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। আর আলী ইবনে ইমরাযীদ বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। শিখ্রই বিড়ালের উচ্ছিষ্ট খাওয়া নিষিদ্ধ সম্পর্কে হযরত জাবের রাঃ-এর হাদীস বিড়ালের উচ্ছিষ্ট খাওয়া হালাল অধ্যায়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৬৬১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ - رواه البيهقي في شعب الايمان

২৬৬১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অন্যান্য ফরয কাজ আদায়ের সাথে হালাল কস্বি-রোজগারের অনুসন্ধান করাও একটি ফরয।-বায়হাকী

২৬৬২. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ أُجْرَةِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُمْ مُصَوِّرُونَ وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ - رواه رزين

২৬৬২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁকে একবার কুরআন কারীম লিখার বিনিময় গ্রহণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। জবাবে তিনি বললেন, তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ কুরআন লিখকগণ তো কুরআনের হরফসমূহের নকশা অঙ্কন করে নিজের কাজের উপার্জন খেয়ে থাকে।-রাযীন

২৬৬৩. وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه احمد

২৬৬৩. হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুদ্বাহ সান্নাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আব্দাহর রাসূল! কোন ধরনের রুযি-রোজগার সবচেয়ে উত্তম? জবাবে রাসূলুদ্বাহ সান্নাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিজের হাতের কাজ অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রমের কাজ—হালাল ব্যবসার রুযি-রোজগার।—আহমদ

২৬৬৪. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْثَمَ قَالَ كَانَتْ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّيْنُ وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ ثَمَنَهُ فَقِيلَ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَتَبِيعُ اللَّيْنُ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيَاتَيْنِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالْدِرْهَمُ - رواه احمد

২৬৬৪. হযরত আবু বকর ইবনে আবু মারযাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মিকদাম বিন মা'দীকারাব রাঃ-এর একটি ক্রীতদাসী ছিলো। সে দুধ বিক্রি করতো আর হযরত মিকদাম রাঃ এ বিক্রিত দুধের মূল্য গ্রহণ করতেন। তাঁকে বলা হলো, সুবহানাদ্বাহ! আপনি দুধ বিক্রি করে মূল্য গ্রহণ করেন। জবাবে হযরত মিকদাম বললেন, জি হ্যাঁ, গ্রহণ করি। এতে কোনো দোষ নেই। আমি রাসূলুদ্বাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি, লোকদের সামনে এমন সময় আসবে (হারাম হতে বেঁচে থাকার জন্য) টাকা পয়সা ছাড়া কোনো পথ থাকবে না। তাই হালাল উপায়ে টাকা পয়সা কামাই দোষের নয়।—আহমদ

২৬৬৫. وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ أَجْهَزُ إِلَى الشَّامِ وَالْإِصْرَ فَجَهِزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَأَتَيْتُ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ أَجْهَزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهِزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلْ مَا لَكَ وَلِمَتَجَرِكُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَبَبَ اللَّهُ لِأَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهِ فَلَا يَدْعُهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ -

رواه احمد وابن ماجه

২৬৬৫. হযরত নাফে রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া ও মিসরে ব্যবসায়ী পণ্য রপ্তানী করতাম। একবার আমি ইরাকেও ব্যবসায়ী পণ্য পাঠালাম। এরপর উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাঃ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, আমি তো সিরিয়ায় মাল সরবরাহ করে থাকি, এবার ইরাকেও মাল চালান দিয়েছি। আমার কথা শুনে হযরত আয়েশা বললেন, এক্রপ করবে না। তোমার আগের জায়গায় কি হয়েছে? আমি রাসূলুদ্বাহ সান্নাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আব্দাহ তাআলা তোমাদের কারো রিযিক এক উপায় হতে দিতে থাকলে, তাতে কোনো বাধা বা অসুবিধা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তা ছেড়ে দেবে না।—আহমাদ, ইবনে মাজাহ

২৬৬৬. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخِرَاجَ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خِرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ تَذَرِي مَا هَذَا

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكْهِنْتُ لِنِسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أَحْسَنُ الْكِهَانَةَ إِلَّا
 إِنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقِينِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتُ مِنْهُ قَالَتْ فَادْخُلْ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ
 فَقَاءَ كُلُّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ - رواه البخارى

২৬৬৬. হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা হযরত আবু বকরের একটি ক্রীতদাস ছিলো। দাসটি তাঁর জন্য কামাই রোজগার করতো। তিনি তার কামাই রোজগার খেতেন। একবার সেই ক্রীতদাসটি কোনো খাবার নিয়ে আসলে আবু বকর রাঃ তা খেলেন। ক্রীতদাসটি তাঁকে বললেন, আপনি কি জানেন এ মাল কিভাবে অর্জিত হয়েছে? আবু বকর রাঃ জিজ্ঞেস করলেন, এ মাল কিভাবে উপার্জিত? তখন ক্রীতদাসটি বললো, আমার জাহেলী জীবনে একবার আমি একজন লোকের জন্য গণকের কাজ করেছিলাম। অথচ আমি গণনা বিদ্যা জ্ঞানতাম না। আমি গণনার ভান করে তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। তার সাথে আজ আমার দেখা। সে আমাকে আগের ওই গণনার বিনিময়ে এ বস্তুটি দান করে। আপনি তা-ই খেলেন। একথা শুনামাত্র হযরত আবু বকর রাঃ গলায় আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে পেটের সব জিনিস বমি করে ফেলে দিলেন।—বুখারী

২৬৬৭. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ -

رواه البيهقى فى شعب الايمان

২৬৬৭. হযরত আবু বকর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে শরীর হারাম খাদ্য দিয়ে লালিত পালিত হয়েছে সে শরীর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।—বায়হাকী

২৬৬৮. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ
 اللَّهُ تَعَالَى لَهُ صَلَوةٌ مَا دَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ ادْخَلَ اصْبَغِيهِ فِي أَذُنَيْهِ وَقَالَ صُمْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ
 النَّبِيُّ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ - رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان وَقَالَ إِسْنَادُهُ
 ضَعِيفٌ

২৬৬৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দশটি মুদ্রার বিনিময়ে একটি কাপড় কিনেছে যার মাঝে একটি মুদ্রা হারাম ছিলো। ওই ব্যক্তির পরণে যতোদিন ওই কাপড়টি থাকবে ততোদিন তার নামায কবুল হবে না। হযরত ইবনে ওমর এ বিবরণ শুনার পর তাঁর দু' কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, আমার কান দুটি বধির হয়ে যাবে। আমি যদি এ বর্ণনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে না শুনে থাকি।—আহমাদ, বায়হাকী, শোয়াবুল ইমানে

১- باب المساهلة في المعاملة

১. বেচাকেনা ও লেনদেনে সহনশীলতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৬৬৭. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمِعًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى

وَإِذَا افْتَضَى - رواه البخاري

২৬৬৯. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ রহম করুন ওই লোকের উপর যে লোক বিক্রয়ের ব্যাপারে, ক্রয়ের ব্যাপারে ও নিজের প্রাপ্য আদায়ের তাগাদা দেবার ব্যাপারে সহনশীল হয়।—বুখারী

২৬৬৭. وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ آتَاهُ

الْمَلِكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ قِيلَ لَهُ أَنْظِرْ قَالَ مَا

أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَايَعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأُجَازِيهِمْ فَأَنْظِرُ الْمُؤْسِرَ وَآتَجَاوِزُ عَنْ

الْمُعْسِرِ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ - متفق عليه وفي رواية لِمُسْلِمٍ نَحْوَهُ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

وَأَبِي مَسْعُودٍ نِ الْآنصَارِيِّ فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي

২৬৭০. হযরত হুযাইফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের আগের উম্মাতের এক লোকের কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা তার রুহ

কবজ করার জন্য আসলেন। ওই লোকটিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি কোনো বিশেষ নেক কাজ করেছো? লোকটি বললো, আমার মনে নেই। লোকটিকে বলা হলো, তুমি চিন্তা করো।

তারপর সে লোকটি বললো, একটি কাজ ছাড়া এমন কোনো নেক কাজের কথা আমার মনে পড়ে না। আর তাহলো, দুনিয়ার জীবনে আমি লোকদের সাথে ব্যবসা করতাম, ব্যবসায়ী আদান

প্রদানের ক্ষেত্রে আমি লোকদের সাথে সহানুভূতিশীল থাকতাম। আমার খাতক ধনী লোক হলেও আমি তাকে সময় দান করতাম, আর খাতক গরীব-লোক হলে আমি তাকে আমার

পাওনা মাক করে দিতাম। এ (নেক) আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত দান করলেন।—বুখারী, মুসলিম। মুসলিমের এক বর্ণনায় হযরত ওকবা ও হযরত আবু মাসউদ হতে

এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। এতে উল্লেখ হয়েছে ওই লোকটির কথার পর আল্লাহ তাআলা বললেন, সহানুভূতি প্রদর্শনে আমি তোমার চেয়ে অধিক অগ্রসর। (একথা বলে আল্লাহ

ফেরেশতাকে আদেশ করলেন) আমার এ বান্দার প্রতি তোমরা ক্ষমা ও সহানুভূতি প্রদর্শন

করো।

২৬৭১. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحِلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ

يُنْفَقُ ثُمَّ يَمْحَقُ - رواه مسلم

২৬৭১. হযরত আবু কাতাদা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশি বেশি কসম কাটা হতে বেঁচে থাকবে। বেশি বেশি কসম কাটলে মাল বেশি বিক্রি হলেও বরকত কমে যায়।—মুসলিম

২৬৭২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحِلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلْسِلْعَةِ مُمَحَقَّةٌ لِلْبَرَكَةِ . متفق عليه

২৬৭২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বেশি বেশি কসম কাটার রীতি মালের বরকত দূর করে দেয়।—বুখারী, মুসলিম

২৬৭৩. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتَهُ بِالْحِلْفِ الْكَاذِبِ . رواه مسلم

২৬৭৩. হযরত আবু যার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দান করবেন না, (শুনাহ মাফ করে দিয়ে) তাদেরকে পাক পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।

হযরত আবু যার রাঃ এ কথা শুনার পর সাথে সাথে বলে উঠেন, হে আল্লাহর রাসূল! যাদের জন্য অধঃপতন ও ধ্বংস তারা কারা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে লোক পরনের কাপড় পায়ের গিরার নীচে পেচিয়ে চলে, যে দান করে দানের খোটা দেয়, যে লোক মিথ্যা কসম কেটে নিজের মাল বেশি চালু করার চেষ্টা চালায়।—মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৬৭৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ . رواه الترمذی والدارمی والدارقطنی ورواه ابن ماجه عن ابن عمر قال الترمذی هذا حديث غريب

২৬৭৪. হযরত আবু সাঈদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সত্যবাদী, আমানতদার ব্যবসায়ী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নবী সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবেন। (তিরমিযী, দারেমী, দারেকুতনী। ইবনে মাজাহ এ হাদীসটিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।

২৬৭৫. وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَزَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمِّي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّمَاوَةَ

فَمَرَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمِهِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضَرُهُ الْغُفُورُ وَالْحَلْفُ فُشُوتُهُ بِالصَّدَقَةِ .

رواه ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجه

২৬৭৫. হযরত কায়েস ইবনে আবু গারাযা রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আমাদেরকে (ব্যবসায়ী) সামাসেরা (দালাল গোষ্ঠী) হিসাবে অভিহিত করা হতো। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় আমাদেরকে ওই নামের চেয়ে আরো উত্তম নামে অভিহিত করলেন। তিনি বললেন, হে বণিকগণ! ব্যবসা বাণিজ্যে অনাহত কথাবার্তা ও অপ্রয়োজনে কসম কাটা হয়ে থাকে। তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করার সাথে সাথে বিশেষভাবে দান সদকাও করবে।—আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

২৬৭৬. وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَّقَ . رواه الترمذی وابن ماجه والدارمی وروى البيهقی فی شعب الإيمان عن البراء وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح

২৬৭৬. হযরত ওবায়দ ইবনে রেফাযা রাঃ তাঁর পিতা হতে, তার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন হাশর ময়দানে ব্যবসায়ীগণ উপস্থিত হবেন ফাসেক ফাজের হিসাবে। অবশ্য যারা মুত্তাকী, পরহেযগার, নেককার ও সত্যবাদী হবেন তারা এক্সপ হবেন না।—তিরমিযী, ইবনে মাজাহ দারেমী। ইমাম বায়হাকী এ হাদীসটিকে হযরত বারী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।



২- باب الخيار

২. বেচা-কেনায় অবকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৬৭৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَالٌ يَتَفَرَّقُ إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ - متفق عليه - وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَالٌ يَتَفَرَّقُ أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ - وَفِي رَوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالٌ يَتَفَرَّقُ أَوْ يَخْتَارَا وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ بَدَلًا أَوْ يَخْتَارَا

২৬৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ইচ্ছাতির থাকে, একজন অপরজনের ক্রয়-বিক্রয়কে রহিত করার যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক হয়ে না যায়। তবে (পৃথক না হয়েও) যদি তাদের একজন বলে, “গ্রহণ করলেন তো?” প্রতি উত্তরে অপরজন বলে, “গ্রহণ করলাম।”—এ ক্ষেত্রে পৃথক হবার আগেই এ অবকাশ রহিত হয়ে যাবে।—বুখারী, মুসলিম। মুসলিমের এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতা দাম দত্তর ঠিক করার সময় তাদের উভয়ের জন্য একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান কিংবা গ্রহণ করার অবকাশ থাকে। ক্রয়-বিক্রয়কে গ্রহণ করার কথা বলে নিলে সে সময় ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যায় (বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আগেই)। তিরমিযীর এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ থাকে যে পর্যন্ত একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন না হয় বা গ্রহণ করার কথা বলে নেয়। বুখারী মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে—অথবা একজন অপর জনকে বলে গ্রহণ করো অপরজন বলে, গ্রহণ করলাম।

২৬৭৮. وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالٌ يَتَفَرَّقُ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا - متفق عليه

২৬৭৮. হযরত হাকীম ইবনে হিশাম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা একজন অপরজন হতে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করার সুযোগ উভয়ের জন্যই থাকবে। বেচা-কেনার সময় তারা সততা অবলম্বন করে ও উভয়ে নিজ নিজ জিনিসের দ্রুতি-বিচ্যুতি প্রকাশ করে দেয় তবে তাদের বেচা-কেনার মধ্যে বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় ও দোষ-ত্রুটি গোপন করে রাখে তাহলে এ দোষ-ত্রুটি বরকত নষ্ট করে দেয়।—বুখারী, মুসলিম

২৬৭৭. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي أَخَذْتُ فِي الْبُيُوتِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ . متفق عليه

২৬৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জন্মক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নিবেদন জানালো, আমি বেচা-কেনার সময় ঠকে যাই। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, বেচা-কেনার সময় তুমি বলে দিবে, ধোঁকা দেবেন না। এরপর থেকে ওই ব্যক্তি বেচা-কেনায় ওইভাবে কথা বলে দিতো।—বুখারী মুসলিম

ব্যাখ্যা : ‘ধোঁকা দেবেন না’ কথাটা বললে অপর পক্ষের উপর একটা নৈতিক চাপ পড়ে। আর এতে কোনো ক্রটি পাওয়া গেলে যতক্ষণ একজন আর একজন হতে পৃথক না হবে বেচা-কেনা বাতিলের সুযোগ থাকবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৬৮০. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفَقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَقْبَلَهُ . رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی

২৬৮০. হযরত আমর ইবনে শোআইব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা ও দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা বিক্রেতা একে অপর থেকে সরে যাবার আগ পর্যন্ত উভয়ের জন্য (এ বেচাকেনা বাতিল করার) অবকাশ থাকবে। বস্তুটি গ্রহণ করার কথা হয়ে থাকার পরও এ অবকাশ থাকবে। ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যায় কিনা এ ভয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা কারো জন্য একে অপর হতে দ্রুত দূরে সরে যাওয়া ঠিক নয়।—তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী।

২৬৮১. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَتَفَرَّقَنَّ اِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ . رواه ابو داؤد

২৬৮১. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা লেনদেনের ব্যাপারে তাদের উভয়ের সম্মতি হাসিল হওয়া ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়কে সিদ্ধ করার জন্য যেনো একে অপর থেকে সরে না পড়ে।—আবু দাউদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৬৮২. عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيْرَ أَعْرَابِيٍّ بَعْدَ الْبَيْعِ - رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

২৬৮২. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুঈনকে বিক্রয় কাজ শেষ হবার পরও তা বাতিল করার সুযোগ দিয়েছেন।-তিরমিযী, তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ, গরীব।



৩. باب الرِّوَا

৩. সুদ

সুদ সম্পর্কিত ইসলামী আইন ও বিধি-নির্দেশাবলী অনুধাবন করার ব্যাপারে আধুনিক যুগের মানুষ ব্যাপক বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হচ্ছে। এর মূল কারণ হচ্ছে, ইসলাম যে অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, আজকের যুগে তার কাঠামো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তার মূলনীতি, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যগুলো মন থেকে উবে গেছে। এই সাথে আমাদের চারপাশের চলমান বিশ্বের সমগ্র এলাকা জুড়ে ‘পুঁজিবাদী’ নীতির ভিত্তিতে একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী অর্থব্যবস্থার ভিত গড়ে উঠেছে। এ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা কার্যত আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং তার নীতি, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের মন-মস্তিষ্কে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই কোনো অর্থনৈতিক বিষয় আলোচনা করতে গেলেই আমরা পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই তার বিভিন্ন দিক যাচাই-পর্যালোচনা করি। আমাদের আলোচনা ও অনুসন্ধানের সূচনা এমনভাবে হয় যার ফলে আমরা প্রথমেই অর্থব্যবস্থা সম্পর্কিত পুঁজিবাদী নীতি ও আদর্শগুলো মেনে নেই, তারপরে কোনো অর্থনৈতিক পদ্ধতির বৈধতা ও অবৈধতার প্রসংগ উত্থাপন করি। কিন্তু অনুসন্ধানের এ পদ্ধতি যে মূলত ত্রুটিপূর্ণ, একটু চিন্তা-ভাবনা করলে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। আদর্শ ও মূলনীতির দিক দিয়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। উভয়ের উদ্দেশ্য, প্রাণসত্তা ও পদ্ধতি একেবারেই আলাদা, এ ক্ষেত্রে কোনো বিষয় সম্পর্কিত পুঁজিবাদী নীতি ও আদর্শকে স্বীকার করে নেয়ার পর যদি ইসলামী অর্থনীতির কোনো একটি বিধানের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে নিসন্দেহে তা ত্রুটিপূর্ণ মনে হবে অথবা তা এমনভাবে সংশোধন করে দেয়া হবে যার ফলে তা ইসলামী আইনের নীতি ও আদর্শ থেকে বিদ্যুত হয়ে সম্পূর্ণরূপে পুঁজিবাদী ছাঁচে ঢালাই হয়ে যাবে। পরিণামে তার ইসলামী প্রাণসত্তা বিলুপ্ত হবে। তার সাহায্যে ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব হবে না। এমনকি চেহারা, চরিত্র ও নীতিগতভাবে তা নিজেকে একটি ইসলামী বিধান হিসেবে পরিচয় দান করার সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে।

এ মৌলিক ত্রুটির কারণে আমাদের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাবিদগণ সুদ সম্পর্কিত ইসলামী বিধানসমূহ অনুধাবন করতে অক্ষম হয়েছেন এবং সেগুলোর উদ্দেশ্য ও কারণ উপলব্ধির ক্ষেত্রে পদে পদে ভুল করে চলেছেন। তাঁরা আদতে জানেনই না কোন নীতির ভিত্তিতে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? কি তার উদ্দেশ্য ও প্রাণসত্তা? সুদকে কেন হারাম গণ্য করা হয়েছে? সুদের লেনদেনের বিভিন্ন পর্যায়ে তার হারাম হবার কি কি কারণ নিহিত রয়েছে? যেসব লেনদেনের ক্ষেত্রে ঐ কারণগুলো বিরাজ করে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঐ ধরনের লেনদেনের অনুপ্রবেশ ঘটানোর কুফল ও পরিণাম কি? এসব মৌলিক বিষয় উপেক্ষা করে যখন তারা পুরোপুরি পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সুদ সম্পর্কিত ইসলামী বিধানসমূহ নিরীক্ষণ করতে থাকে তখন সুদ হারাম হবার সপক্ষে কোনো যুক্তিই তারা খুঁজে পান না। কারণ সুদ হচ্ছে পুঁজিবাদের প্রাণ। তার শিরা-উপশিরাই এরই প্রবাহ সঞ্চারমান। এ প্রাণ প্রবাহ ছাড়া পুঁজিবাদের সমস্ত কাজ-কারবারই অচল। পুঁজিবাদী নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোনো অর্থব্যবস্থা সুদবিহীন হবার কথা

কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এ চিন্তাবিদগণ তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগত দিক থেকে ইসলামকে বর্জন করলেও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এখনো যথারীতি ইসলামের অনুগামী। তাঁরা স্বেচ্ছায় ইসলামের শিকল ছিঁড়ে বেড়িয়ে আসতেও রাজি নন। কাজেই আকীদা-বিশ্বাসের নিগড়ে আট-পুটে বাঁধা থাকার কারণে সুদ হারাম হবার ব্যাপারটি তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু তাঁদের জ্ঞান ও কর্ম সুদ সম্পর্কিত ইসলামী বিধানের নিগড় ছিন্ন করতে তাঁদেরকে বাধ্য করে।

দীর্ঘকাল থেকে মন ও মস্তিষ্কের এ দন্দু চলছে। তবে বর্তমানে এর মধ্যে আপোষ করার একটা সহজ উপায় বের করা হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, ইসলামী আইনের এমন একটি ব্যাখ্যা দিতে হবে যার ফলে সুদের বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না হবার কারণে তা যথারীতি সাধারণভাবে হারাম থাকবে। কিন্তু অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সুদের যতগুলো ঋণাত আছে তার প্রায় সবগুলোই বৈধ বলে গণ্য হবে। বড়জোর পুঁজিবাদী নীতির ভিত্তিতে যার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি পাওয়া যায় তাকে মহাজনী সুদ বা চড়া সুদ ঋণদান (USURY) হিসেবে গণ্য করা হবে। কিন্তু তাকেও পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেয়ার কোনো কারণ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁদের মতে যুগের প্রয়োজনে ঐ সুদটি নতুনভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে মাত্র। তাঁদের একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, সুদের হার যেন কখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছে না যায়, যার ফলে ঋণগ্রহীতার পক্ষে তা আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং কোনো অবস্থায় যেন তা চক্রবৃদ্ধি হারে নির্ধারিত সুদের পর্যায়ে না পৌঁছে যায়।

এ চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ না জেনে না বুঝেই এ প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন। একই সাথে দুটো বিপরীতমুখী জলয়ানে আরোহণ করা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় না। যদি অজ্ঞতার কারণে, ভুলক্রমে সে এ কাজ করে থাকে তাহলে আসল ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত হবার সাথে সাথেই তাকে নিজের ভুল সংশোধনে এগিয়ে আসতে হবে। দুটো জলয়ানের মধ্য থেকে একটিকে বাছাই করে নিয়ে অন্যটি থেকে তাকে পা টেনে নিতে হবে। এটিই হবে তার জন্য যথার্থ বুদ্ধিমানের কাজ। সুদ হারাম কি হারাম নয় এবং তার সীমানা চিহ্নিত করার আলোচনা অনেক পরবর্তী পর্যায়ের কথা, সর্বপ্রথম ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যকার নীতিগত ও তাৎপর্যক পার্থক্যটুকু যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হবে। অতপর যেসব নীতি ও বিধি-বিধানের ভিত্তিতে পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজমের দুই প্রান্তিক ব্যবস্থার মাঝামাঝি ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে, কুরআন ও হাদীসের বিধানসমূহ বিশ্লেষণ করে ঐ নীতি ও বিধানসমূহ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এ আলোচনা থেকে একথা দৃষ্টিগোচরিতভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলাম যে পদ্ধতিতে মানুষের অর্থনৈতিক বিষয়াদির সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা করে তাতে সুদের কোনো স্থান নেই। বরং যেসব মতবাদ, আদর্শ, মানসিকতা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সুদী লেনদেনের বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়, ইসলাম সেগুলোর মূলোৎপাটন করে। এরপর দুটো পথের মধ্য থেকে যে কোনো একটির নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পড়বে। একটি পথ হচ্ছে, ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানসমূহ প্রত্যাখ্যান করে পুঁজি বাদের অর্থনৈতিক বিধানের প্রতি প্রত্যয় ও আস্থা স্থাপন করা। এ অবস্থায় ইসলামের নীতি ও বিধানসমূহ সংশোধন করার জন্যে কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। বরং ইসলামী বিধানের আনুগত্য অস্বীকার করাই হবে সহজ ও সোজা পথ। দ্বিতীয় পথটি হচ্ছে, ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানসমূহকে নির্ভুল মনে করা এবং সকল প্রকার সুদকে সজ্ঞানে হারাম বলে

বিশ্বাস করা। তবে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার উদরে অবস্থান করার কারণে অবশ্যই নিজেকে ঐ হারাম ব্যবস্থা থেকে সংরক্ষিত রাখতে অক্ষম হওয়া স্বাভাবিক। এ অবস্থায় কেউ সুদী লেনদেন করতে চাইলে করতে পারে। কারণ তাকে অবশ্যই যে কোনো গোনাহ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলমান হবার কারণেই কোনো ব্যক্তি সুদকে বৈধ ঘোষণা করে সুদী লেনদেন করার দুঃসাহস করতে পারে না। হারাম ঋণদাতার গোনাহকে হালকা করে নিজের বিবেকের দংশন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য সে এমন বস্তুকে পবিত্র গণ্য করার চেষ্টা করতে পারে না, যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল অপবিত্র ঘোষণা করেছেন। কোনো ব্যক্তি ইসলামী আইন প্রত্যাখ্যান করে যে কোনো অনৈসলামী আইনের আনুগত্য করার অবশ্যই অধিকার রাখে। এমনকি শেষ পর্যায়ে এসে ইসলামী আইনের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে অনৈসলামী আইনের আওতাধীনে একজন গোনাহগার নাগরিক হিসেবে বাস করার স্বাধীনতাও তার আছে অথবা অবস্থার চাপে পড়ে সে এমনটি করতে বাধ্যও হতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ইসলামী আইনকে সুবিধামত যে কোনো অনৈসলামী আইনে রূপান্তরিত করে পরিবর্তিত আইনকে ইসলামী আইন বলে দাবী করার অধিকার কারোর নেই।—সূত্র : সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৬৮৩. عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ - رواه مسلم

২৬৮৩. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সুদ খায়, যে ব্যক্তি সুদ দেয়, যে ব্যক্তি সুদের কাগজপত্র লিখে, যে দু' ব্যক্তি সুদের সাক্ষী হয় তাদের সকলের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর অভিসম্পাত ঘোষণা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, (গুনাহর কাজে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে) তারা সকলে সমান।-মুসলিম

২৬৮৪. وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ - رواه مسلم

২৬৮৪. হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, জবের বিনিময়ে জব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ আদান প্রদান করা হলে সম পরিমাণে আদান প্রদান হতে হবে। হাতে হাতে নগদ আদান প্রদান করতে হবে। এসবের আদান প্রদান যদি অন্য কোনো জাতীয় কিছু দিয়ে হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে বিনিময় পরিমাণ যা খুশী, তা নির্ধারণ করে কেনা-বেচা করতে পারো যদি উভয় পক্ষ উপস্থিত থেকে নগদ আদান প্রদান করা হয়।-মুসলিম

২৬৮৫. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ ارْتَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ - رواه مسلم

২৬৮৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, জবের বিনিময়ে জব, খুরমার বিনিময়ে খুরমা, লবণের বিনিময়ে লবণ দিয়ে বিনিময় করা হলে সম পরিমাণে উভয় পক্ষ উপস্থিত থেকে নগদ নগদ আদান প্রদান করতে হবে। যে ব্যক্তি এ নিয়মে বেচা-কেনা না করে; বরং বেশি দেয় ও বেশি দাবী করে বেশি গ্রহণ করলো তাহলে সে সুদ খেলো ও সুদ দিলো। অতএব এ ব্যাপারে উভয়ে এক সমান অপরাধী।-মুসলিম

২৬৮৬. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا

بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ - متفق عليه - وَفِي رِوَايَةٍ لَا تَبِيعُوا
الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزَنًا بَوَازِنٍ -

২৭৮৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোনাকে সোনার বদলে বেচা-কেনা করবে না। যদি তা ওজনে এক সমান না হয়। অতএব উভয়ের মধ্যে কম-বেশ করবে না। ঠিক এভাবে রূপাকে রূপার বদলে বিক্রি করো না, যদি তা এক সমান না হয়। উভয়ের মধ্যে কম বেশ করবে না। এক দিককে অপর দিক অপেক্ষা বেশি করো না। আর এ বিনিময়ে ধার উধারের বিনিময় নগদের সাথে করো না।-বুখারী, মুসলিম

আর এক বর্ণনায় আছে, সোনার বদলে সোনা ও রূপার বদলে রূপা উভয় দিকের জিনিস ওয়ন করা ছাড়া বিক্রি করো না।

২৬৮৭. وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الطَّعَامُ
بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ - رواه مسلم

২৬৮৭. হযরত মা'মার ইবনে আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনতাম, খাদ্য-সামগ্রীর সাথে খাদ্য-সামগ্রীর বিনিময় পরিমাণ সমান হতে হবে।-মুসলিম

২৬৮৮. وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبْوًا الْأَهَاءُ وَهَاءُ وَالْوَرِقُ
بِالْوَرِقِ رِبْوًا الْأَهَاءُ وَهَاءُ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبْوًا الْأَهَاءُ وَهَاءُ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبْوًا إِلَّا
هَاءُ وَهَاءُ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبْوًا إِلَّا هَاءُ وَهَاءُ - متفق عليه

২৬৮৮. হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সোনার বিনিময়ে সোনার সাথে যদি উভয়পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুদী বিনিময়ে হবে। রূপার বিনিময় রূপার সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুদী লেনদেন হবে। গমের বদলে গমের সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুদী লেনদেন হবে। জবের বদলে জবের সাথে উভয় পক্ষ হতে যদি এক সমান নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুদী কারবার হবে। খেজুরের বদলে খেজুরের সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সুদী লেনদেন হবে।

-বুখারী, মুসলিম

২৬৮৯. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ
فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ
الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بَعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ
ابْتَعَ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيًّا وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ - متفق عليه

২৬৮৯. হযরত আবু সাঈদ ও হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার এলাকায় এক ব্যক্তিকে চাকুরী দিলেন। ওই ব্যক্তি ওখান থেকে বেশ উত্তম খেজুর নিয়ে এলেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, খায়বারের সব খেজুরই এতো ভালো হয় ? ওই ব্যক্তি বললো, জি না, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এক সা' (প্রায় চার সের ওয়নের) এরূপ (উত্তম) খুরমা (খারাপ) দু' সা' খেজুরের বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকি। অথবা ভালো দুই সা' খারাপ তিন সা'র বিনিময়ে বিনিময় করে থাকি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এভাবে বিনিময় করা না। বরং খারাপ খেজুর (দু' বা তিন সা') মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে ওই মুদ্রা দিয়ে উত্তম খেজুর কিনে নাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বললেন, ওয়ন করা বস্তুরও একই হুকুম।—বুখারী, মুসলিম

২৬৯০. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبِّوَا عَيْنُ الرَّبِّوَا لَتَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ - متفق عليه

২৬৯০. হযরত আবু সাঈদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত বিলাল রাঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 'বর্নী' জাতীয় খুরমা নিয়ে আসলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ খুরমা কেথায় পেলে ? বিলাল বললেন, আমার কাছে কিছু খারাপ খুরমা ছিলো। আমি এগুলোর দু' সা' (প্রায় আট সের) এ জাতীয় এক সা' (প্রায় চার সের) খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করেছি। একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আহ! এটা তো অবিকল 'সুদী' লেনদেন। এরূপ করবে না। তুমি এ খারাপ খুরমা পরিমাণে বেশি দিয়ে উত্তম খুরমা পরিমাণে কম কিনতে চাইলে মুদ্রার বিনিময়ে খারাপ খুরমা বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে পৃথকভাবে ভালো খুরমা ক্রয় করবে।—বুখারী, মুসলিম

২৬৯১. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهَجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَغْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ وَلَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَهُ حَتَّى يَسْتَلَّهُ عَبْدٌ هُوَ أَوْ خَرٌ - رواه مسلم

২৬৯১. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন গোলাম একবার (কোনো এলাকা হতে মদীনায়) এসে পৌছলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে হিজরত করার বাইয়াত করলো (অর্থাৎ সে রাসূলের সাথে অঙ্গীকার করলো, সে বাড়ী-ঘর ছেড়ে দিয়ে সবসময় তাঁর খিদমতে হাজির থাকবে।) সে গোলাম বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না। (কিছু দিন পর) তাঁর মূবীব তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে উপস্থিত। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এ গোলামকে আমার কাছে বিক্রি করে দাও। বস্তৃত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ গোলামটিকে

দুটি কৃষ্ণাঙ্গ গোলামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিলেন। তারপর নবী করীম সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো দিন কাউকে সে গোলাম কি মুক্ত ব্যক্তি তা জিজ্ঞেস না করে তার থেকে কোনো বাইয়াত গ্রহণ করতেন না।—মুসলিম

২৬৯২. وَعَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَأَيُّعْلَمَ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ - رواه مسلم

২৬৯২. হযরত জাবের রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুদ্বাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিমাণ না জানা কোনো খেজুরের স্থপকে পরিমাণ জানা কোনো খেজুরের স্থপের বিনিময়ে ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।—মুসলিম

২৬৯৩. وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخُرْزٌ فَقَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِاتَّبَاعُ حَتَّى تُفَصِّلَ - رواه مسلم

২৬৯৩. হযরত ফাযালা ইবনে আবু উবায়দা রাঃ বলেন, আমি খায়বার বিজয়কালে বারো দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিয়ে একটি মালা কিনলাম। এ মালায় সোনাও ছিলো আবার পুঁতিও ছিলো। আমি সোনাকে ভিন্ন করে দেখলাম তা দশ দিনারের পরিমাণের চেয়ে বেশি। আমি এ ক্রয়ের ব্যাপারে নবী করীম সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন, এসব ক্ষেত্রে তোমাকে পৃথক করা ছাড়া বেচা-কেনা জায়েয নয়।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : মালায় সোনাও ছিলো, অন্য দানাও ছিলো। এক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার বিনিময় সমপরিমাণের হতে হবে। কাজেই মালার স্বর্ণমুদ্রা আলাদা করে তার পরিমাণ নির্ধারণ করে সম পরিমাণের বিনিময়ে বিক্রি করতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৬৯৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ وَيُرْوَى مِنْ غُبَارِهِ - رواه احمد ابو داود والنسائي وابن ماجة

২৬৯৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুদ্বাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুদ্বাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ এমন সময়ে উপনীত হবে যখন একজন মানুষও সুদ না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। সে সরাসরি সুদ না খেলেও সুদের ধূয়া বা ধূলা তাকে স্পর্শ করবে।—আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

২৬৯৫. وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبْيَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَلَا الْمِلْحَ

بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَلَكِنْ يَبْعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ
بِالذَّهَبِ وَالْأَثَرُ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ بِالْأَثَرِ وَالتَّمْرُ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحُ بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ
سَنْتُمْ - رواه الشافعي

২৬৯৫. হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খুরমার বদলে খুরমা, লবণের বদলে লবণ বিক্রি করলে না যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় জিনিসের সমান পরিমাণ না হয়, নির্দিষ্ট হয় এবং উভয় জিনিস নগদ লেনদেন হয়। তবে হ্যাঁ রূপার বদলে সোনা, সোনার বদলে রূপা, যবের বদলে গম, গমের বদলে যব, লবণের বদলে খুরমা, খুরমার বদলে লবণ। উভয় জিনিস নগদ লেনদেনে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করতে পারো।-শাফেয়ী

٢٦٩٦. وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئلَ عَنْ شِرَى التَّمْرِ
بِالرُّطْبِ فَقَالَ أَيْنَقُصُ الرُّطْبُ إِذَا بَيْسَ فَقَالَ نَعَمْ فَتَنَاهُ عَنْ ذَلِكَ - رواه مالك
والترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجه

২৬৯৬. হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খেজুরের বিনিময়ে খুরমা ক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আমি নিজ কানে শুনেছি। জবাবে তিনি বললেন, ভিজ্জা খেজুর শুকালে তা ওজনে কমে যায়। প্রশ্নকর্তা উত্তরে বললো, জি হ্যাঁ কমে যায়। তখন তিনি খেজুরের বিনিময়ে খুরমা ক্রয় করতে নিষেধ করলেন।-মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

ব্যাখ্যা : পাকা খেজুর ভিজ্জানো হয়। তা শুকালেই খুরমা হয়। শুকাবার পর খেজুর ওজনে কমে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ সঃ খুরমার বদলে খেজুর ক্রয় নিষেধ করেছেন।

٢٦٩٧. وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ مُرْسَلًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ
بِالْحَيَوَانِ قَالَ سَعِيدٌ كَانَ مِنْ مُنْسَرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ - رواه فى شرح السنة

২৬৯৭. তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রাঃ হতে মুরসাল রূপে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো জীব-জন্তুর বদলে গোশত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী সাঈদ বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে এক প্রকার জুয়ার প্রচলন ছিলো। তাতে শুভাবে ক্রয়-বিক্রয় হতো।-শরহে সুন্নাহ

٢٦٩٨. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ
نَسِيئَةً - رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجه والدارمی

২৬৯৮. হযরত সামুরা বিন জুন্দুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবের বিনিময়ে জীব ধারে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

-তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ, দারেমী।

২৬৭৭. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهَّزَ جَيْشًا فَتَفِدَتِ الْأَيْلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى فَلَاحِصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى أَيْلِ الصَّدَقَةِ - رواه أبو داود

২৬৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনো এক অভিযানের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার আদেশ করেছিলেন। এ বাহিনী প্রস্তুত করতে বাইতুলমালে প্রয়োজনীয় উটের অভাব হয়ে গেলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন (বায়তুলমালে) সদকার উট পাওয়া সাপেক্ষে তাকে উট ধার করার নির্দেশ দিলেন। সে হিসাবে তিনি সাদকার উট সংগ্রহ সাপেক্ষে এক একটি উট দু' দুটি উটের বিনিময়ে গ্রহণ করলেন।—আবু দাউদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৭০০. عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الرِّبَا فِي النُّسْنَةِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ - متفق عليه

২৭০০. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ধারের লেন-দেনেরও (অনেক সময়) সুদ হয়। আর এক বর্ণনায় আছে হাতে হাতে আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সুদ হয় না।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : 'ধারের লেনদেনেও সুদ হয়'—একথার অর্থ হলো দুটি এক ধরনের জিনিসের পারস্পরিক লেনদেন ধারের রূপে হওয়া। এক পক্ষ তো নগদ দিবে। অপরপক্ষ পরে দিলে বলে ওয়াদা করবে। যদিও উভয় জিনিসের মধ্যে শ্রেণীগত বিভিন্নতা থাকবে ও তা সমান সমান হবে। যেমন কেউ কাউকে জাউ দিয়ে গম নিলো। এতে কম বেশ করাও জায়েয, যদি হাতে হাতে, তখন তখন লেন-দেন হয়ে যায়। কিন্তু কোনো এক পক্ষ যদি ধার নেয় তাহলে তা জায়েয হবে না। বরং সুদ হয়ে যাবে।

এভাবে ওই লেন-দেনে সুদ হবে না, যা হাতে হাতে নগদ নগদ বিনিময় হয়ে যাবে। এর মর্ম হলো—যদি এমন দুটি জিনিসের বিনিময় করা হয়, যা একই শ্রেণীভুক্ত এবং তা সমান সমান হবে, এবং উভয় পক্ষ নিজ নিজ জিনিস একই বৈঠকে নিজ নিজ দখলে নিয়ে যাবে তাহলে তা জায়েয হবে। সুদ হবে না। আর যদি উভয় জিনিস এক শ্রেণীর না হয়, এরপরও কম বেশি করে লেন-দেনেও ব্যাপারটি জায়েয হবে। সুদ হবে না, এ শর্তে যে, লেন-দেন হাতে হাতে হয়ে যাবে। একটি জিনিস বাকীতে হলেই সুদ হবে।

২৭০১. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسْبِلِ الْمَلْنَكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَرَهُمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زِينَةً - رواه أحمد والدارقطني وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس و زاد وقال من ثبت لحمه من السحوت فالنار أولى به

২৭০১. হযরত আবদুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। যিনি ফেরেশতাগণ কর্তৃক গোসল প্রদত্ত হযরত হানযালার পুত্র। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে সুদের কেবল মাত্র একটি রূপার মুদ্রা খায়, তার ওনাহ ছত্রিশ বার জিনা করা অপেক্ষা বেশি হয়।-আহমদ, দারু কুতনী। আর বায়হাকী শোআবুল ইমানে এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। এতে অতিরিক্ত একথাও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির শরীরের গোশত হারাম খাদ্যে গঠিত তার জন্য জাহান্নামই উত্তম।

২৭০২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

২৭০২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুদের ওনাহর সত্তর ভাগের ক্ষুদ্রতম ভাগ হলো নিজের মাকে বিয়ে করা।-ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, শোআবুল ইমান।

২৭০৩. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ - رواهما ابن ماجة والبيهقى فى شعب الايمان وروى أحمد الأخير

২৭০৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুদের মাধ্যমে সম্পদ (বাহ্যত) বৃদ্ধি হলেও পরিশেষে অভাব অনটন আসবে।-ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, আহমাদ

২৭০৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي عَلَى قَوْمٍ بَطُونُهُمْ كَالْبَيُوتِ فِيهَا الْحَيَاتُ تُرَى مِنْ خَارِجٍ بَطُونُهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَاجْبَرُكَيْلُ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا - رواه احمد وابن ماجة

২৭০৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মে'রাজের রাতে আমি এমন এক ধরনের লোকদের কাছে গেলাম, যাদের পেট ঘরের মতো বড়ো। এতে অনেক সাপ রয়েছে, এগুলোকে পেট হতে বের হতে দেখা যায়। আমি আমার সাথী হযরত জিবরীল আমীনকে জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এসব লোক কারা? জবাবে তিনি বললেন, এরা সুদখোর।-আহমাদ, ইবনে মাজাহ

২৭০৫. وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النُّوحِ - رواه النسائي

২৭০৫. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুদখোরের প্রতি, সুদ প্রদানকারীর প্রতি, সুদের কাগজপত্র লেখকের প্রতি, দান-খয়রাতে বাধাদানকারীর প্রতি, অভিসম্পাত করতে শুনেছি। আর তিনি নুতের জন্য বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করতেন।-নাসায়ী

২৭.৬. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرَّيِّوَا وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفْسِرْهَا لَنَا فَدَعَا الرَّيِّوَا وَالرَّيَّةَ - رواه ابن ماجة والدارمي

২৭০৬. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুদ হারাম হওয়ার আয়াতই (কুরআন শরীফের) শেষ আয়াত। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (আমাদের কাছ থেকে) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে অথচ সুদের বিস্তারিত বিবরণ তিনি আমাদের কাছে রেখে যাননি। অতএব কুরআন সুনায় বর্ণিত সুদ এবং যেসব ক্ষেত্রে সুদের কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা সবই তোমরা পরিত্যাগ করবে।-ইবনে মাজাহ, দারামী

২৭.৭. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهُ وَلَا يَقْبَلْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْتَهُ وَيَبْنِيَهُ قَبْلَ ذَلِكَ - رواه

ابن ماجة والبيهقى فى شعب الايمان

২৭০৭. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কাউকে ধার দেয়, তারপর ধারগ্রহীতা ধার দাতাকে কোনো হাদীয়া দেয়, তা গ্রহণ করবেনা অথবা গ্রহীতা যদি তার বাহনে ধার দাতাকে উঠাতে চায় তবে তার উপর বসবে না। তবে ধারের লেন-দেন করার আগে যদি তাদের মধ্যে এরূপ আচরণ প্রচলিত থাকে তবে তা ভিন্নকথা।-ইবনে মাজাহ, বায়হাকী

২৭.৮. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَقْرَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَأْخُذْ هَدِيَّةً - رواه البخارى فى تاريخه هكذا المتنقى

২৭০৮. হযরত আনাস রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো লোক অপর কোনো লোককে ধার দিলে, ধার দাতা ধার গ্রহীতার কাছ থেকে কোনো উপঢৌকন বা হাদীয়া গ্রহণ করবে না।-বুখারী

২৭.৯. وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ إِنَّكَ بَارِضٌ فِيهَا الرَّيِّوَا فَاشْرِ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِ إِلَيْكَ حَمْلَ تَيْنٍ أَوْ حَمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حَبْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِيَّوَا - رواه البخارى

২৭০৯. হযরত আবু বুরদা ইবনে আবু মুসা তাবেরী রহঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মদীনায এসে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে দেখা করলাম। আমাকে তিনি বললেন, তুমি এমন জায়গায় বাস করছো, যেখানে সুদের প্রচলন খুব বেশি। তাই কারো কাছে যদি তোমার কোনো পাওনা থাকে, সে যদি তোমাকে এক বোঝা খড় অথবা গাঠুরী জব, অথবা ঘাসের একটি বোঝাও হাদীয়া হিসাবে দেয়। তুমি তা গ্রহণ করবে না। কারণ এটা সুদ।-বুখারী

২- باب المنهى عنها من البيوع

৪. নিষিদ্ধ জিনিস বেচাকেনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

২৭১০. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُرَابَنَةِ أَنْ يُبَيَّعَ ثَمَرُ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِثَمَرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يُبَيَّعَ بِزَيْبٍ كَيْلًا أَوْ كَانَ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يُبَيَّعَ بِكَيْلٍ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ - متفق عليه وفي رواية لهما نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ قَالَ وَالْمُرَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النُّخْلِ بِثَمَرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ قَلِيٌّ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلِيٌّ

২৭১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মুযাবানা’ ধরনের বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন। আর তাহলে বাগানে খেজুর গাছের মাথায় খেজুর রেখে তা আন্দাজ করা যে, গাছ হতে পেড়ে তা শুকালে কি পরিমাণ খুরমা হবে। সেভাবে ওই পরিমাণ খুরমা দিয়ে এর বদলে গাছের খেজুর গাছে রেখেই কেনা-বেচা করা। আঙুরের ব্যাপারেও এভাবে বাগানে গাছে আঙুর রেখে শুকিয়ে এতে কি পরিমাণ কিসমিস হবে তা আন্দাজ করা ও এভাবে ওই পরিমাণ কিসমিস দিয়ে গাছের আঙুর বেচা-কেনা করা। মুসলিমের বর্ণনায় শস্য দানার ক্ষেত্রেও এভাবে ক্ষেত্রে শস্য রেখে, এতে কি পরিমাণ খাদ্য হবে তা অনুমান করে ওই পরিমাণ শস্য সহ সব ধরনের কেনা-বেচা করা নিষেধ।-বুখারী, মুসলিম

তাদের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা ধরনের কেনা-বেচা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, গাছে মাথায় যে খেজুর রয়েছে তা অনুমান করে খুরমার বিনিময়ে বিক্রয় করা হলো ‘মুযাবানা’। যদি বেশি হয় তবে তা আমার (বিক্রেতার) লাভে পরিণত হবে। (ফেরত দেয়া হবে না) যদি কম হয় তবে তা আমারই ক্ষতি হিসেবে পরিগণিত হবে অর্থাৎ ক্রেতার কাছে ক্ষতি পূরণের দাবী করবো না।

ব্যাখ্যা : গাছের ফল গাছে রেখে ও মাঠের ফসল মাঠে রেখে যদি তা আন্দাজ অনুমান করে ভিন্ন জাতীয় বস্তুর সাথে বা নগদ অংকের সাথে বিনিময় করা হয় তবে তা জায়েয।

২৭১১. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَيَّعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرْقٍ حِنْطَةٍ وَالْمُرَابَنَةُ أَنْ يُبَيَّعَ الثَّمَرُ فِي رُءُوسِ النُّخْلِ بِمِائَةِ فَرْقٍ وَالْمُخَابَرَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ - رواه مسلم

২৭১১. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মুহাকাল্লা’ ও ‘মুযাবানা’ করতে নিষেধ করেছেন। ‘মুহাকাল্লা’র অর্থ হলো মাঠের শস্য (যেমন গম অনুমানে পরিমিত পরিমাণ যথা) বিশ মণ প্রস্তুত গমের বিনিময়ে বিক্রি

করা। ‘মুযাবানা’র অর্থ হলো খেজুর গাছের মাধ্যম যে খেজুর রয়েছে। (অনুমানে পরিমিত পরিমাণ যথা) বিশ মণ খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা। ‘মুখাবারা’র অর্থ হলো এক-তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ শস্যের বিনিময়ে জমি ইজারা দেয়া অর্থাৎ ক্ষেত বর্গা দেয়া।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : ‘মুহাকাল্লা’ ও ‘মুযাবানা’ উভয়টি এক শ্রেণীরই ক্রয়-বিক্রয়। মুহাকাল্লা সাধারণ শস্যের মধ্যে। আর মুযাবানা খেজুর ও আঙুরের মধ্যে। উভয়টি নিষিদ্ধ। আর মুখাবারা হলো বর্গা দেয়া। এটাও নিষিদ্ধ। তবে এর উদ্দেশ্য হলো যার অতিরিক্ত জায়গা জমি আছে সে যেনো তার কিছু কোনো মুসলমান ভাইকে বর্গা না দিয়ে এমনিতেই কিছু জমি বিনিময় ছাড়া তাকে চাষাবাদ করে খেতে দেয়। বস্তৃত বর্গা দেয়া সকল ইমামগণের নিকট এমন কি হানাফী মাযহাবেও জায়েয।

২৭১২. وَعَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَا - رواه مسلم

২৭১২. হযরত জাবের রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মুহাকাল্লা’, ‘মুযাবানা’, মুখাবারা ও মুআওয়ামা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি নিষেধ করেছেন (অনির্দিষ্টভাবে) কিছু অংশ বাদ দিতেও। আর আরিয়াকে জায়েয বলেছেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : ‘মুআওয়ামা’ হলো কোনো নির্দিষ্ট গাছের বা বাগানের ফল দু’ তিন বছরের অগ্রিম বিক্রি করা। এটি জায়েয নয়। কারণ পরের বছর এ গাছে বা বাগানে ফল নাও ফলতে পারে। আর ‘বাদ’ দেয়ার অর্থ হলো—যেমন বিক্রেতা বললো, এ গাছের সব ফল তোমার কাছে বিক্রি করলাম। কিন্তু এর কিছু অংশ আমি বাদ রাখবো। এ পদ্ধতিতে বিক্রি করা জায়েয নয়। কারণ কিছু অংশের পরিমাণ নিয়ে পরে ঝগড়া হবে। ‘আরিয়্যা’ শব্দের অর্থ পরের হাদীসে আসছে।

২৭৩১. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَةِ أَنْ تَبَاعَ بِغَرَضِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطْبًا - متفق عليه

২৭৩৩. হযরত সাহল ইবনে আবু হাসমা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈরি খুরমার বিনিময়ে (গাছের মাধ্যম) খেজুর ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি অবশ্য ‘আরিয়্যা’ বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন। আরিয়্যার ফলকেই অনুমান করে বিক্রি করে সেই অনুমান অনুযায়ী খুরমা দিবে। আরিয়্যার ফল ক্রেতা তা পাকা ও তাজা অবস্থায় খাবে।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : নিষিদ্ধ মুযাবানার মতোই ‘আরিয়্যা’ হয়। কিন্তু আরিয়্যার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে বেচা-কেনা হয় না। শুধু বেচা-কেনার মতো হয়। এ কারণে মুযাবানা নিষেধ হবার পরও আরিয়্যা জায়েয।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আরিয়্যার প্রকৃত রূপ হলো এই—

কোনো বাগানের মালিক তার দু’ একটি খেজুর গাছ এ বলে কাউকে দিয়েছে যে, এ গাছের ফল তুমি নিও আমি তোমাকে দিলাম। বাগানের মালিক তার বাগানের সব গাছের

খেজুর পেড়ে শুকনো খুরমা করে ফেলেছে। শুধু ওই দু' একটি গাছের ফল এখনো গাছেই রয়ে গেছে। এ অবস্থায় ওই মালিকের মন চেয়েছে, তাজা-পাকা খেজুর খেতে অথচ তার গাছে তা নেই। আছে একমাত্র ওই গাছে যে গাছের ফল অপর ব্যক্তিকে দেবার কথা বলে রেখেছে। তাই মালিক ওই ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য গাছের ফলের পরিমাণে খুরমা দিয়ে ওই গাছের খেজুর বিনিময় করে নেয়। এ বিনিময় নিষিদ্ধ মুযাবানারই আকারের। তবে তা জায়েয। কারণ এ বিনিময় বস্তুর কেনা-বেচা নয়। কারণ ওই গাছের ফল এখনো বাগানের মালিকেরই স্বত্ব। যাকে দেয়া হয়েছে তার হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত সে এর মালিক হয়নি। সুতরাং এ বিনিময় কেনা-বেচা নয়। বরং এক দানের পরিবর্তে আর এক দান।

২৭১৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خُمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكُّ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ . متفق عليه

২৭১৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আরিয়্যা' জাতীয় ক্রয় বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। এর ফলের অনুমানে খুরমার বিনিময়ে সাধারণত পাঁচ অঙ্কের কম হয়ে থাকে। অথবা বলা হয়েছে পাঁচ অঙ্কের মধ্যে হয়ে থাকে।—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : পাঁচ অঙ্কে প্রায় সাতাইশ মণ। দানের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুই চারটি বা পাঁচ সাতটা গাছই দেয়া হয়। এ সংখ্যার গাছে স্বভাবত উক্ত পরিমাণ ফলই ফলে থাকে। এজন্য এ পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'আরিয়্যার' বিনিময় এ পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

২৭১৫. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ . متفق عليه وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنْ السَّنْبَلِ حَتَّى يَبْيَضُ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ

২৭১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতোদিন পর্যন্ত (পেকে খাবার) যোগ্য না হবে, গাছের ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।—(বুখারী মুসলিম)। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত খেজুরে যতোদিন পর্যন্ত লাল বা হলুদ রং না আসে এবং শীষ জাতীয় জিনিস (গম ও যব প্রভৃতি, পূর্ণ পেকে শুকিয়ে সাদা না হয়ে যায়) বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

২৭১৬. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ حَتَّى تَزْهُيَ قِيلَ وَمَا تَزْهُيُ قَالَ حَتَّى تَحْمَرُّ وَقَالَ إِيَّاكَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ . متفق عليه

২৭১৬. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর ফল লাল হবার আগে বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন, (লাল হবার আগে ফল বিক্রি করলে) আল্লাহর দেয়া কোনো বাল্য-মুসবিতে যদি এ

ফল নষ্ট হয়ে যায় তবে মুসলমান ভাই ক্রেতা হতে কিসের পরিবর্তে মূল্যের টাকা গ্রহণ করবে।-বুখারী, মুসলিম

২৭১৭. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَانِحِ

رواه مسلم

২৭১৭. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোনো গাছ বা বাগানের ফল) কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি (বিক্রিত ফল ফলারী ক্রেতার সংগ্রহের আগে যা নষ্ট হয়ে যায়, তার মূল্য) কাটতে নির্দেশ দিয়েছেন।-মুসলিম

২৭১৮. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصْبَتْهُ جَانِحَةٌ فَلَا

يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ - رواه مسلم

২৭১৮. হযরত জাবের রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি যদি তোমার কোনো মুসলমান ভাইয়ের কাছে (তোমার বাগানের অথবা গাছের) ফল বিক্রি করো। এরপর (তুমি তাকে বুঝিয়ে দেবার আগেই) যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার কাছ থেকে কোনো মূল্য আদায় করা তোমার জন্য জায়েয হবে না। কারণ তার পাওনা তাকে বুঝিয়ে না দিয়ে তার কাছ থেকে তুমি কোন্ জিনিসের মূল্য গ্রহণ করবে? -মুসলিম

২৭১৯. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي

مَكَانِهِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقَلَوْهُ - رواه ابو داود وكم

أجده في الصحيحين

২৭১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনেক লোকই বাজারে আগত খাদ্য সামগ্রী বাজারের সম্মুখে গিয়েই ক্রয় করে ফেলতো। এরপর এখানে বসেই আবার এ মাল বিক্রি করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শ্রেণীর ক্রেতাদেরকে ওখান থেকে বিক্রয়ের সাধারণ জায়গায় সরিয়ে না নিয়ে ওইসব খাদ্য সামগ্রী ওখানে বসে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।-আবু দাউদ

ব্যাখ্যা : কালোবাজারী মুনাফাখোরী ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফা লাভের পথ বন্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এ ব্যবসায়ীরা বাজারের মূল জায়গায় খাদ্যজাত দ্রব্য পৌঁছান আগেই বাজারের অগ্রভাগে বসে মাল কিনে কিনে সব এক হাত করে নিতো। সব মাল এক হাতে এসে গেলে বাজারে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হতো। এখন সে এক হাতে একচেটিয়াভাবে মাল বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করতো। এ পথ রোধের জন্য আল্লাহর রাসূল এ নির্দেশ দিয়েছেন।

২৭২০. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَفِي

رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى يَكْتَالَه - متفق عليه

২৭২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কোনো খাদ্য সামগ্রী খরীদ করে তা হস্তগত না করা পর্যন্ত যেনো বিক্রি না করে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এক বর্ণনায় বর্ণিত, 'যে পর্যন্ত ওই খাদ্য-দ্রব্য পরিমাপ করে বুঝে না নেয়।'—বুখারী

২৭২১. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ - متفق عليه

২৭২১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিষেধ করেছেন, তাহলো খাদ্যবস্তু খরীদ করে হস্তগত করার আগে বিক্রয় করা। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, প্রত্যেক জিনিসেরই এ হুকুম বলে মনে করি।—বুখারী, মুসলিম

২৭২২. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَلْقُوا الرِّكَبَانَ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَجَشَّوْا وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصِرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمِنْ ابْتِاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يُحْلِلَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ تَمَرٍ - متفق عليه وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مِّنْ اشْتَرَى شَاءَ مُصْرَاءَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ

২৭২২. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (১) যারা বিক্রি করার জন্য বাইর হতে খাদ্যজাত দ্রব্য নিয়ে বাজারে আসে, তাদের খাদ্যপণ্য ক্রয় করার জন্য বাজারে পৌঁছার আগেই এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবে না। (২) আর একজনের সাথে বেচা-কেনার কথা চলার সময় অন্য কেউ এ বিষয়ে কথা বলবে না। (৩) বেচা-কেনার ব্যাপারে দালালী করবে না। (৪) গ্রামের লোকের দ্রব্য সামগ্রী শহরের লোকজন বিক্রি করে দেবার জন্য চাপ দিবে না। (৫) উট, ছাগল (বিক্রয় করার আগে) ওলানে (স্তনে) দু' তিন দিনের দুধ জমা করে ওলানকে ফুলিয়ে রাখবে না। কেউ এরূপ করলে ক্রয়কারীর জন্য দোহনের পর অবকাশ থাকবে। ইচ্ছা করলে সে ক্রয় বিক্রয় ঠিক রাখবে, আর ইচ্ছা করলে ক্রয় বিক্রয় ভংগ করে তা ফেরত দিবে। যদি ভংগ করে (দুধ পানের জন্য) সাথে এক সা' (৩ সের ১২ হটাক) খুরমা সাথে দিয়ে দেবে।—বুখারী মুসলিম। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যে লোক ওলান ফুলানো বকরী ক্রয় করবে, তার জন্য তিন দিনের অবকাশ থাকবে। সে বকরী ফেরত দিলে এর সাথে এক সা' খাদ্যদ্রব্য ফেরত দেবে। উত্তম গম দিতে সে বাধ্য নয়।

২৭২৩. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْقُوا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ - رواه مسلم

২৭২৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা বিক্রি করার জন্য (বাইর হতে) খাদ্যজাত

সামগ্রী নিয়ে (বাজারে) আসছে, তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে মিলিত হবে না (অর্থাৎ তাদের মাল ক্রয় করে নেবে না) কেউ একত্র করে কোনো জিনিস ক্রয় করলে, বিক্রেতা বাজারে পৌঁছার পর (দ্রব্য মূল্য বেশি দেখলে) তাঁর জন্য বিক্রয় ভঙ্গ করার সুযোগ থাকবে।—মুসলিম

২৭২৪. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْقُوا السِّلْعَ حَتَّى يَهْبِطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ - متفق عليه

২৭২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিক্রি সামগ্রী বাজারে এসে পৌঁছার আগে ক্রয়ের জন্য সামনে এগিয়ে যেও না।—বুখারী, মুসলিম

২৭২৫. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ - رواه مسلم

২৭২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো লোক তার কোনো ভাই (কোনো জিনিস) ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলার সময় নিজে ক্রয়-বিক্রয়ের কথা উত্থাপন করতে পারবে না। (ঠিক এভাবে) কোনো ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর নিজে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারবে না। তবে ওই ভাই যদি তা করতে অনুমতি দেয় তাহলে তা করতে পারবে।—মুসলিম

২৭২৬. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَسِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ - رواه مسلم

২৭২৬. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মানুষ তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের বেচা-কেনার কথা বলার উপর নিজে বেচা-কেনার কথা বলবে না।—মুসলিম

২৭২৭. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ - رواه مسلم

২৭২৭. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহরের লোকেরা (বাইর হতে) আগত গ্রাম্য লোকদের জিনিসপত্র বিক্রি করে দেবার জন্য (তাদের উপর) চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না। (গ্রামের লোকজন নিজেদের জিনিসপত্র নিজেরাই বিক্রয় করবে। এতে সাধারণ ক্রেতাগণ কম দামে জিনিসপত্র কিনতে পারবে)। মানুষের একজনকে আর একজন দিয়ে লাভবান হবার যে সুযোগ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন তা বহাল থাকতে দাও।—মুসলিম

২৭২৮. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهَى عَنْ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمَلَامَسَةُ لِمَسِّ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ

بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذُ الْآخَرَ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ وَاللَّبْسَتَيْنِ
اِسْتِمَالُ الصَّمَاءِ وَالصَّمَاءُ أَنْ يُجْعَلَ ثَوْبُهُ عَلَى أَحَدٍ عَاتِقِهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَيْهِ لَيْسَ
عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللَّبْسَةُ الْآخَرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
متفق عليه

২৭২৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় পড়ার দুটি পদ্ধতিকে নিষেধ করেছেন এবং বেচা-কেনারও দুটি নিয়ম নিষেধ করেছেন। বেচা-কেনার নিয়ম দুটি হলো ‘মূলামাসা’ ও ‘মুনাবাযা’। ‘মূলামাসা’ হলো রাতে বা দিনে ক্রেতা-বিক্রেতার (বিক্রয়ের) কাপড়টিতে হাত দিয়ে ছুঁলেই সে কাপড় গ্রহণ করতে ক্রেতা বাধ্য থাকবে। এ কাপড় দেখে শুনে ভালো মন্দ বিবেচনা করার কোনো সুযোগ তার থাকবে না। আর ‘মুনাবাযা’ হলো কোনো জিনিস (বেচাকেনার আলাপ কালে) একজনের কোনো কাপড় অন্যজনের দিকে নিক্ষেপ করলেই তাদের মধ্যে বেচা-কেনা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। কেনার জিনিস যাচাই করে দেখার অবকাশ তার থাকবে না। উভয় পক্ষের আসল মতামতেরও দরকার হবে না। আর কাপড় পরার (নিষিদ্ধ) পদ্ধতি দু’টি হলো (১) লুঙ্গী ইত্যাদি পড়া ছাড়া এক চাদরে শরীর ঢাকার জায়গায় চাদরের একদিক কাঁধে উঠিয়ে রাখা। (২) লুঙ্গী জাতীয় কাপড় পরে দু’ হাঁটু খাড়া করে বসা। অথচ নীচের অংশ খোলা রয়েছে (এতে সতর খোলা থাকে)।—বুখারী, মুসলিম

২৭২৯. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ -
رواه مسلم

২৭২৯. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘বায়ইল হিসাত’ ও ‘বায়ইল গারার’ করতে নিষেধ করেছেন।—মুসলিম

ব্যাখ্যা : ‘বায়ইল হিসাত’ হলো পাথর নিক্ষেপ করে ক্রয় বিক্রয় করা। আর ‘বায়ইল গারার’ হলো অনির্দিষ্ট বস্তু ক্রয় বিক্রয় করা। পাথর নিক্ষেপ করে কোনো বস্তুতে লাগাতে পারলে ক্রয় বিক্রয় নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এটা এক প্রকার জুয়া।

অনির্দিষ্ট জিনিস যেমন— মাছ ধরা জালের এক ক্ষেপের মাছ বা উড়ন্ত পাখী ধরার আগেই বিক্রি করা ইত্যাদি।

২৭৩০. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَكَانَ بَيْعًا
يُتَّبَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَنْتَاعُ الْجُرُوزَ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتِجَ التِّي
فِي بَطْنِهَا - متفق عليه

২৭৩০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেটের বাচ্চার বাচ্চা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এ বিক্রয় হিঁচো জাহিলিয়াতের যুগের ক্রয় বিক্রয় (উত্তম জাতের উটের চাহিদা বেশি) অনেকে এ উট বিক্রি করতে এভাবে যে, বিক্রেতার উটের পেটে যে বাচ্চা হবে, এ বাচ্চা বড়ো হবার পর এর পেটে যে বাচ্চা হবে তা ক্রয় করা হলো।—বুখারী, মুসলিম

২৭৩১. وَعَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ - رواه البخارى

২৭৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষাড় দিয়ে পাল লাগিয়ে এর মূল্য নিতে নিষেধ করেছেন।-বুখারী

২৭৩২. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ - رواه مسلم

২৭৩২. হযরত জাবের রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উট দিয়ে পাল লাগিয়ে এর মজুরী এবং এভাবে জমি ও এর সেচ ব্যবস্থা কোনো লোককে চাষাবাদ করতে দিয়ে এর বিনিময় মূল্য গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

২৭৩৩. وَعَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ - رواه مسلم

২৭৩৩. হযরত জাবির রাঃ হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রয়োজনের বেশি পানি কাউকে দান করে এর বিনিময় গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।-মুসলিম

২৭৩৪. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِبَيْعٍ بِهِ الْكَلَاءُ - متفق عليه

২৭৩৪. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্ব উৎপাদিত ঘাসের মূল্য (যা গ্রহণ করা নিষেধ) আদায়ের জন্য প্রয়োজনের বেশি পানির মূল্য গ্রহণ করতে পারবে না।-বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা : স্ব উৎপাদিত ঘাসের কাছে কারো জলাশয় আছে। ওই ঘাস পশুকে খাওয়াতে হলে তার কাছে তো বিক্রয় করা যাবে না। কৌশলে জলাশয়ের মালিক ঘাসের মূল্য না চেয়ে পানির মূল্য চায়। এ কাজ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

২৭৩৫. وَعَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي - رواه مسلم

২৭৩৫. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিক্রির জন্য) স্থপীকৃত খাদ্য দ্রব্যের পাশ দিয়ে যাবার সময় এতে হাত ঢুকিয়ে দিলে স্থূপের ভিতরে আঙুলে ভিজা ভিজা অনুভব হলো। তিনি মালিককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি হে খাদ্যদ্রব্যের মালিক? সে উত্তর দিলো, বৃষ্টির পানিতে এ খাদ্যদ্রব্যগুলো ভিজে গিয়েছিলো হে আব্দাহর রাসূল! তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভিজাগুলোকে স্থূপের উপরে রাখলে না কেনো, তাহলে লোকেরা তা দেখতে পেতো? যে ব্যক্তি ধোঁকা দিবে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।-মুসলিম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৭৩৬. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ - رواه الترمذی

২৭৩৬. হযরত জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেচা-কেনার মধ্যে বিক্রি হওয়া জিনিস হতে অনিদিষ্ট পরিমাণ কিছু অংশ বাদ রাখতে নিষেধ করেছেন। তবে নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু বাদ রেখে বিক্রি করলে তা জায়েয।

-তিরমিযী

২৭৩৭. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ - هَكَذَا رواه الترمذی وابو داود وكنس عندهما بروايته نهي عن بيع التمر حتى تزهو إلا برواية ابن عمر قال نهى عن بيع التمر حتى تزهو ورواه الترمذی وأبو داود عن أنس والزيادة التي في المصابيح وهي قوله نهى عن بيع التمر حتى تزهو إنما ثبت في روايتهما عن ابن عمر قال نهى عن بيع النخل حتى تزهو وقال الترمذی هذا حديث حسن غريب

২৭৩৭. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আড়ুর ও হুটপুট না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত শস্যজাত জিনিস বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।-তিরমিযী, আবু দাউদ। তিরমিযী ও আবু দাউদের এক বর্ণনায় হযরত ইবনে ওমর হতে বর্ণিত হয়েছে যে, লাল বা হলুদ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

মাসাবীহ সংকলক আরো একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব।

২৭৩৮. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ -

رواه الدار قطنی

২৭৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারের বিনিময়ে ধার বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।-দারে কুতনী

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ মূল্য বাকী থাকলে ক্রয় করা বস্তুও বাকী থাকলে এ ধরনের বেচা-কেনা নিষিদ্ধ। এ বেচা-কেনার উপর নির্ভর করে কোনো কাজ করা যাবে না। করলে অর্থহীন হবে।

২৭৩৯. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ

الْعُرْبَانِ - رواه مالك وابو داود وابن ماجه

২৭৩৯. হযরত আমর ইবনে শুআইব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ওরবান' ধরনের বেচা-কেনা নিষেধ করেছেন।-মালিক, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

ব্যাখ্যা : ‘ওরবান’ হলো কোনো জিনিস বাকীতে ক্রয় করে তা নিয়ে নেয়া। মূল্যের সব আদায় না করে আংশিক আদায় করা। শর্ত হলো বেচা-কেনা ঠিক থাকলে বাকী মূল্য পরে পরিশোধ করা হবে। আর যদি বেচা-কেনা ঠিক না রেখে ওই জিনিস ফেরত দেয়া হয় তাহলে ক্রেতা প্রদত্ত মূল্যের কোনো অংশ ফেরত পাবে না।’

২৭৬০. وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ - رواه أبو داود

২৭৪০. হযরত আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোর খাটিয়ে ক্রয়-বিক্রয় ও অনিশ্চিত জিনিষের ক্রয়-বিক্রয় এবং পাকার আগে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।-আবু দাউদ

২৭৬১. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَتَنَّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّا نَطْرُقُ الْفَحْلَ فَنُكْرِمُ فَرُخْصَ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ - رواه الترمذی

২৭৪১. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘কেলাব বংশের এক লোক নবী করীম সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাড়ের পালের (প্রজননের) মূল্য গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। নবী করীম সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা করতে নিষেধ করলেন, সেই লোকটি তখন বললো, আমরা যাড়ের পাল দিয়ে থাকি, এজন্য সৌজন্যমূলক কিছু সম্মানী পেয়ে থাকি। তখন নবী করীম তাকে তা গ্রহণের অনুমতি দিলেন।-তিরমিযী

২৭৬২. وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي - رواه الترمذی وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي فَأَبْتَاعَ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .

২৭৪২. হযরত হাকীম বিন হিয়াম রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে জিনিস আমার দখলে নেই ওই জিনিস বিক্রি করতে রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিষেধ করেছেন।-তিরমিযী। তিরমিযী আবু দাউদ ও নাসায়ীর আর এক বর্ণনায় আছে, আমি নিবেদন করলাম, হে আব্দাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি এসে ‘আমার কাছে নেই’ এমন কোনো জিনিস আমার কাছে কিনতে চাইলে আমি বাজার হতে তার জন্য তা কিনে আনবো। তিনি বললেন, যা তোমার কাছে নেই, তা তুমি বিক্রি করো না।

২৭৬৩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ - رواه مالك والترمذی وابو داود والنسائي

২৭৪৩. হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই ক্রয়ের মধ্যে দু’ রকমের ক্রয় ব্যবস্থা রাখতে নিষেধ করেছেন।-মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় ক্ষেত্রে একই রকম নিয়ম-নীতি মেনে চলার জন্য বলা হয়েছে।

২৭৪৪. وَعَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ - رواه في شرح السنة

২৭৪৪. হযরত আমর ইবনে শুআইব হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক বিক্রয়ের মাঝে দু' বিক্রয় ব্যবস্থা রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।-শারহুসুন্নাহ

২৭৪৫. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِيحٌ مَالٌ يَضْمَنُ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ - رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

২৭৪৫. হযরত আমর ইবনে শুআইব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঋণ ও বেচা-কেনা এক সাথে করা জায়েয নয়। বিক্রয়ের সাথে কিছু শর্ত জুড়ে দেয়া ও জায়েয নয়। যে জিনিসের উপর লোকসানের সম্ভাবনা বর্তেনি সেই জিনিস হতে লাভ গ্রহণের অধিকার হাসিল হবে না। আর যে জিনিস তোমার দখলে নেই তা বেচাও জায়েয নয়।-তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি সহীহ।

ব্যাখ্যা : কোনো কিছু কেনা বা বেচার শর্তে ঋণ কোনো লাভের জন্য হবে। অথচ কোনো লাভের শর্তে ঋণ দেয়া ঠিক নয়। এভাবে বেচা-কেনার সাথেও কোনো শর্ত জুড়ে দেয়া নাজায়েয। যে জিনিসে লোকসানের সম্ভাবনা আছে সে জিনিস হতেই লাভ অর্জন করা যায়। লোকসানের সম্ভাবনা নেই এমন জিনিসের ব্যবসা সুদের নামান্তর।

২৭৪৬. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الْأَيْلَ بِالنَّقِيعِ بِالدُّنَانِيرِ فَأَخَذْتُ مَكَانَهَا الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ فَأَخَذْتُ مَكَانَهَا الدُّنَانِيرَ فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ - رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی والدامی

২৭৪৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'নাকী' নামক স্থানে দীনার তথা স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে উট বিক্রি করতাম। উটের মূল্য গ্রহণের সময় আমি ওই স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্তে ক্রেতার নিকট হতে দেবহাম (রূপার মুদ্রা) গ্রহণ করতাম। আবার কোনো সময় দেবহামে বিক্রি করে তার জায়গায় 'দীনার' (স্বর্ণ মুদ্রা) গ্রহণ করতাম। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারটি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। (ঘটনা শুনে) তিনি বললেন, এ ধরনের বদল গ্রহণে দোষ নেই। তবে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার তখনকার বিনিময় হার অনুযায়ী পরিপূর্ণ মূল্য তখনই গ্রহণ করতে হবে। কোনো অংশ বাকী রেখে ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর হতে সারে যেতে পারবে না।

-তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, দারেমী।

২৭৪৭. وَعَنِ الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ اَخْرَجَ كِتَابًا هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا وَّامَةً لَادَاءَ وَلَا غَانِلَةً وَلَا خَبِيْثَةً يَبِيعُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ . رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِیْثٌ غَرِیْبٌ

২৭৪৭. হযরত আদা ইবনে খালিদ ইবনে হাওয়া রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি একটি চুক্তিপত্র করলেন। এতে লিখিত ছিলো—এ ক্রয় করলো আদা বিন খালিদ ইবনে হাওয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। সে তাঁর নিকট হতে একটি ক্রীতদাস বা দাসী ক্রয় করেছে যা কোনো প্রকার দোষী নয়। বিনষ্ট হবার আশংকাও নেই, বিক্রি হবার অযোগ্য নয়। দু'জন মুসলমানের মধ্যে পরস্পরের সম্মতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় (সভতার সাথে সরলভাবে এ ক্রয়-বিক্রয়) সম্পাদিত হলো।—তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

২৭৪৮. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَاعَ حَلَسًا وَقَدَحًا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْ هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ . رواه الترمذی وابو داؤد، وابن ماجه

২৭৪৮. হযরত আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পেয়ালা ও এক খণ্ড কব্বল বিক্রি করতে চাইলেন। তিনি ক্রেতা আহ্বান করে বলতে লাগলেন, এ কব্বলটি কে খরীদ করবে? এক ব্যক্তি আহ্বানে সাড়া দিয়ে বললো, আমি এ দুটি জিনিসই এক দিরহামে (রৌপ্য মুদ্রা) খরীদ করবো। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিলাম ডাকার মতো বললেন, এক দিরহামের বেশি কে দিতে রাযী? এক ব্যক্তি ডাকে সাড়া দিয়ে বললো, ‘আমি দু’ দিরহামে ক্রয় করতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দু’ দিরহামে ওই ব্যক্তির কাছে জিনিস দুটি বিক্রি করে দিলেন।
—তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৭৪৯. عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يَنْبِهِ لَمْ يَزَلْ فِيْ مَقْتِ اللّٰهِ اَوْ لَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ تَلْعَنُهُ . رواه ابن ماجه

২৭৪৯. হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো ত্রুটিযুক্ত জিনিস ত্রুটি না জানিয়ে বিক্রি করবে; সে ব্যক্তি সবসময় আল্লাহর রোষে ভুবে থাকবে। অথবা তিনি বলেছেন, ‘সবসময় ফেরেশতাগণ তার প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে।—ইবনে মাজাহ

مِسْكَوٰۃُ الْمَنَاصِبِ

মিশকাতুল মাসাবীহ

হাদীস সংকলন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিশকাত শরীফ

৪

আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ
আল-খতীব আল-উমারী আত তাবরীযী